বিষয়ঃ- সামুদ্রিক শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর ধারা. ২০ সংশোধন করার বিল এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪-এর ধারা. ৩

(প্রধান বিচারপতি বি. পি. সিনহা, এস. কে. দাস, পি. বি. গজেন্দ্র- গডকর, এ. কে. সরকার, কে. এন. ওয়াঞ্চু, এম. হিদায়াতুল্লাহ, কেসি দাস গুপ্ত, জে. সি. শাহ, এবং এন. রাজগোপাল আয়াঙ্গর বিচারপতিগণ)

রাষ্ট্রপতির প্রসঙ্গ- নীতি শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক-রাষ্ট্রের সম্পত্তির উপর এই জাতীয় শুল্ক আরোপ করার সংসদের ক্ষমতা-প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর-পার্থক্য, যদি সংবিধানের অধীনে বৈধ হয়- নীতি শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক, যদি সম্পত্তির উপর কর- "করায়ন", সংজ্ঞা -সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের ৮), ধারা ২০-কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সালের ১)। ধারা. ৩ (১)-ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ (২৫ এবং ২৬ জিও. ৫, চ. ৪২), ধারা. ১৫৪, ১৫৫-ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৪৫, ২৪৬, ২৮৫, ২৮৯, ৩৬৬ (২৮)।

সংসদে সংশোধনী বিল উত্থাপনের প্রস্তাবের ফলে সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর ধারা ২০ এবং সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট আইন, ১৯৪৪-এর ধারা ৩, রাজ্য সরকারগুলির অন্তর্গত পণ্যগুলিতে উল্লিখিত দুটি আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করার লক্ষ্যে, যার বিষয়ে বিলের বিধানগুলি অনুচ্ছেদর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা নিয়ে কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ প্রস্তাবিত সংশোধনী সাংবিধানিক হবে কিনা তা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের মতামতের জন্য কিছু প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্ন ছিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ বিধান কিনা যা

কেন্দ্রকে (ক) আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ, বা (খ) ভারতে উৎপাদন বা উৎপাদনের উপর আবগারি শুল্ক আরোপ করা বা অনুমোদন করা থেকে বিরত রাখে শর্ত (২) সেই অনুচ্ছেদে এ উল্লিখিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাষ্ট্রের সম্পত্তি।

আদেশ (এস. কে. দাস, এ. কে. সরকার, হিদায়াতুল্লাহ এবং কে. সি. দাস গুপ্ত, বিচারপতিগণ ভিন্নমত), যে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর বিধান সংসদে সংরক্ষিত আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষেত্রের ব্যতিক্রম প্রকৃতির ছিল এবং সম্পত্তি এবং একটি রাজ্যের আয়ের উপর করের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; যে রাজ্যগুলির পক্ষে প্রদত্ত অনাক্রম্যতা থাকতে হবে সম্পত্তি এবং আয়ের উপর সরাসরি ধার্য করের মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং, যদিও আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক পণ্য এবং পণ্যের প্রসঙ্গ ছিল, তারা সরাসরি সম্পত্তির উপর কর ছিল না এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর ছাড়ের মধ্যে ছিল না।

প্রধান বিচারপতি সিনহা, গাজেন্দ্রাগাধকার, ওয়ানচু, শাহ, রাজাগপাল আয়াঙ্গার বিচারপতিগণ হিসেবে, -(১) যদিও অভিব্যক্তি "কর প্রদান", যেমন অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ যাই হোক না কেন যে কোনো কর বা চাপিয়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত", সেই সংজ্ঞাটির প্রশস্ততা কেটে ফেলতে হবে যদি প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়।

(২) যেখানে কেন্দ্র সংসদ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং রপ্তানি ও আমদানি শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক আরোপের একমাত্র দায়িত্ব রয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে, সেখানে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) এ খোদাই করা হয়েছে, রাজ্যগুলির পক্ষে তাদের নির্দিষ্ট ধরণের কেন্দ্র কর থেকে অনাক্রম্যতা প্রদান করা এবং এটি প্রয়োজনীয় যে এই অনুচ্ছেদে অব্যাহতির সাধারণ শব্দগুলি তাদের পরিধিতে সীমিত করা উচিত যাতে কেন্দ্রের ক্ষমতার সাথে সংঘর্ষে না আসে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে।

(৩) যদিও ভারতের সংবিধান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করে না, তবে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) কেন্দ্র কর থেকে সম্পত্তিতে প্রদত্ত ছাড়টি অবশ্যই অর্থনীতিবিদদের কাছে সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ কর হিসাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক এবং আবগারি শুল্কের মতো পরোক্ষ কর না যা তাদের সারমর্মে ব্যবসায়িক কর এবং সম্পত্তির উপর কর নয়।

বিচারপতি দাস, সরকার এবং দাস গুপ্ত বিচারপতিগণ-(১) অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর অধীনে অব্যাহতি শর্ত কে অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) দ্বারা সজ্জিত কী দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। সংবিধানের অধীনে "করাধান" শব্দটি সংবিধান দ্বারাই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, এবং আদালত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এই শব্দের ভিন্ন অর্থ দিতে স্বাধীন নয়, বা আদালত সম্পত্তির উপর কর এবং এটির ক্ষেত্রে একটি করের মধ্যে পার্থক্য করতে স্বাধীন নয়।

(২) সমস্যাটি প্রতারণার প্রকৃতি নয়, বরং অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর দ্বারা প্রদত্ত অনাক্রম্যতার পরিমাণ এবং অনাক্রম্যতার পরিমাণ সত্যিই অনুচ্ছেদ ২৪৫, ২৮৫, ২৮৯, এবং ৩৬৬ (২৮) এর প্রকৃত সুযোগ এবং প্রভাবের উপর নির্ভর করে।

(৩) আইন প্রণয়নের তালিকায় থাকা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রের ক্ষমতা সংবিধানের বিধানের সাপেক্ষে, এবং কেন্দ্র, অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর পরিপ্রেক্ষিতে, দ্বারা আমদানি করা জিনিসের উপর শুল্ক আরোপ করতে পারে না, রাষ্ট্র এবং বিদেশী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতার অনুশীলন হিসাবে এটিকে ন্যায্যতা দিতে চায়।

(৪) অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা কেন্দ্র কর থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে কোনভাবেই বিদেশী বাণিজ্যের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার সাথে বিরোধ করে না বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য।

(৫) ভারতের সংবিধানে "কর প্রদানের ক্ষমতা" "নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা" থেকে আলাদা বলে বিবেচিত হয়েছে এবং সংবিধানে "প্রত্যক্ষ" এবং "পরোক্ষ" করের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ গৃহীত হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি হিদায়াতুল্লাহ হিসেবে -(১) সংবিধানে শুধুমাত্র এক জায়গায় "কর প্রদান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা আমাদের প্রেক্ষাপট পরীক্ষা করার কাজ থেকে রক্ষা করে, কারণ সংজ্ঞাটি একটি মৃত অক্ষরে পরিণত হবে যদি এটি অনুচ্ছেদ ব্যবহার না করা হয় অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর অর্থে সংজ্ঞায়িত।

(২) অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর ভাষা গ্রহণ করে নিজে থেকে বা এমনকি শর্ত (২) এবং (৩) এর দ্বারা পরিবর্তিত উপসংহারটি অনিবার্য যে বাণিজ্য বা ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত বা দখলকৃত ব্যতীত রাজ্যগুলির সমস্ত ধরণের সম্পত্তিগুলিকে কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রকল্প স্বীকার করে না যে "সম্পত্তি" শব্দটি কোনো বিশেষ অর্থে পড়া উচিত এবং আমদানিকৃত পণ্য এবং রাজ্য দ্বারা উৎপাদিত বা উৎপাদিত পণ্যগুলি "সম্পত্তি" শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধান -এ উল্লিখিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাজ্যের সম্পত্তির আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ বা আরোপ করার অনুমোদন থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয় শর্ত (২) সেই অনুচ্ছেদের, যদি আরোপ করা হয় রাজস্ব বাড়াতে কিন্তু বহিরাগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়।

(৪) সংশোধনীটি করা হলে রাজস্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্য অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা আঘাত করা হবে। বিচারপতি রাজাগোপাল আয়ঙ্গার- যদিও সংবিধানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে কোনো স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়নি, রপ্তানি শুল্ক সহ শুল্ক শুল্কের আকারে কর এবং আবগারি, বিশেষ করে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আরোপ করা হয়। তালিকা ।-এর বিভিন্ন এন্ট্রি দ্বারা সংসদের ক্ষমতার মধ্যে থাকা বিষয়গুলিকে সম্পত্তির উপর কর বলা যায় না কারণ এগুলো আমদানি বা রপ্তানি বা পণ্যর উৎপাদন বা উৎপাদনের মাধ্যমে সম্পত্তির চলাচলের ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান এবং ক্যান্ডিয়ান মামলাগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরামর্শের এখতিয়ার: ১৯৬২ সালের বিশেষ প্রসঙ্গ নং ১।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ (১) এর অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রসঙ্গ। সাগর শুল্ক আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের আইন ৮) এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ৩ ধারার উপ-ধারা ১ (ক) এর প্রস্তাবিত সংশোধনী সংক্রান্ত এবং লবণ আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সালের ১ আইন)।

সি. কে. দাফতারি, ভারতের সলিসিটর-জেনারেল, এইছ. এন. সান্যাল, ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল, জি.এন. জোশী এবং আরএইচ ধেবর, ভারতের কেন্দ্রের জন্য।

ডি. নরসা রাজু, অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের জন্য টি.ভি.আর. তাতাচারি।

বি.সি. বড়ুয়া, আসাম রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং আসাম রাজ্যের পক্ষে নৌনিত লাল।

মহাবীর প্রসাদ, বিহার রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং বিহার রাজ্যের পক্ষে এস.পি. ভার্মা।

এ.ভি. বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, জে.বি. দাদাচানজি, ও.সি. মাথুর এবং রবিন্দর নারায়ণ, মহারাষ্ট্র রাজ্যের

জন্য।

জে.এম. ঠাকুর, গুজরাট রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং গুজরাট রাজ্যের পক্ষে এইচএল হাতি।

ডি. সাহু, রাজ্য উড়িষ্যার অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং ওড়িশা রাজ্যের জন্য কে এল হাতি।

ভি.পি. গোপালন নাম্বিয়ার, কেরালা রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং কেরালা রাজ্যের জন্য সর্দার বাহাদুর।

এ. রঙ্গনাধাম চেট্টি এবং এ.ভি. রঙ্গম, মাদ্রাজ রাজ্যের জন্য।

জি.আর. ইথিরাজুলু নাইডু, মহীশূর রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং মহীশূর রাজ্যের পক্ষে আর. গোপালকৃষ্ণান।

এস.এম. সিক্রি, পাঞ্জাব রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল, এস.কে. কাপুর এবং গোপাল সিং, পাঞ্জাব রাজ্যের জন্য।

জি.সি. কাসলিওয়াল, রাজস্থান রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল, এস.কে. কাপুর, ভি.এন. শেঠি এবং কে.কে. জৈন, রাজস্থান রাজ্যের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য বি. সেন, এম. কে. ব্যানার্জি এবং পি. কে. বোস।

এম. অধিকারী, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং আই.এন. শ্রফ, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের জন্য।

কে এস হাজেলা এবং সি পি লাল, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের জন্য।

১০ই মে, ১৯৬৩ সালে প্রধান বিচারপতি বি.পি. সিনহা, পি.বি. গজেন্দ্রগাদকর, কে.এন. ওয়াঞ্চু এবং জে.সি. শাহ বিচারপতিগণ-এর মতামত, প্রধান বিচারপতি সিনহা, এস.কে. দাস, এ.কে. সরকার এবং কে.সি. দাস গুপ্ত বিচারপতিগণ-এর মতামত প্রদান করেন, দাস, বিচারপতি জে.এম. হিদায়াতুল্লাহ, এবং বিচারপতি এন. রাজাগোপাল আয়ঙ্গার, পৃথক মতামত প্রদান করেন।

প্রধান বিচারপতি সিনহা- প্রধান প্রশ্ন, সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতির এই প্রসঙ্গের উপর, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রকৃত সুযোগ এবং ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে যা কেন্দ্র কর থেকে রাজ্যগুলির অনাক্রম্যতা সম্পর্কিত। প্রসঙ্গ প্রাপ্তির পর ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেলদের কাছে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। এর অনুসরণে কেন্দ্রীয় সরকারের মামলাটি আমাদের সামনে বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব রাজ্যগুলির দ্বারা আমাদের সামনে রাখা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ তাদের নিজ নিজ আইনজীবী দ্বারা আমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এই মামলার শুনানি শুরু হওয়ার তারিখে একটি আবেদন করা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অর্ধেকও শুনানি হবে, কিন্তু সেই রাজ্যের পক্ষে মামলার কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি, এবং বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য কোনও কারণ তৈরি করা হয়নি, আমরা আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছি।

প্রসঙ্গ এই শর্তাবলী আছে:

"যেহেতু সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের আইন ৮) এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) সমুদ্রপথে আমদানি বা রপ্তানি করা পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের বিধান করে যে পরিমাণে এবং উল্লিখিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা;

এবং যেখানে উল্লিখিত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) একটি রাজ্য সরকারের অন্তর্গত এবং ব্যবসা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে সেই ধারার উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি প্রযোজ্য সরকার কর্তৃক বা তার পক্ষ থেকে, বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত যেকোন ধরণের যা তারা কোন সরকারের অন্তর্গত নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য;

এবং যেখানে উল্লিখিত আইনের ধারা ২০-এর উপ-ধারা (২) সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে একটি রাজ্য সরকারের অন্তর্গত সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে সেই ধারার উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি প্রয়োগ করা যায়;

উল্লিখিত উপ-ধারা (২) এ যে উদ্দেশ্যে বর্তমানে বলবৎ আছে সেই উদ্দেশ্যে এই ধরনের পণ্য ব্যবহার করা হয়েছে বা না করা হচ্ছে তা নির্বিশেষে;

এবং যেখানে সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সালের আইন ১) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) ভারতে উৎপাদিত বা উত্পাদিত লবণ ছাড়া অন্য সমস্ত আবগারি পণ্যের উপর আবগারি শুল্ক আরোপের বিধান করে এবং উল্লিখিত উপ-ধারায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে ভারতের যেকোনো অংশে উৎপাদিত বা স্থলপথে আমদানিকৃত লবণের উপর শুল্ক;

এবং যেখানে উল্লিখিত আইনের ধারা ৩-এর উপ-ধারা (১এ) সেই ধারার উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি লবণ ব্যতীত অন্য সমস্ত আবরণযোগ্য পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যা ভারতে উত্পাদিত বা উত্পাদিত হয়, একটি রাজ্যের সরকার এবং সেই সরকারের পক্ষ থেকে বা তার পক্ষ থেকে পরিচালিত কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত কোনো ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয় যা তারা পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যা কোন সরকার দ্বারা উত্পাদিত বা উত্পাদিত না;

এবং যেখানে উল্লিখিত আইনের ধারা ৩-এর উপ-ধারা (১ক) সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে লবণ ব্যতীত অন্য যে সমস্ত আবরণযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে উত্পাদিত বা উত্পাদিত হয় ভারত দ্বারা সেই ধারার উপ ধারা (১) এর বিধানগুলি প্রয়োগ করা যায়, একটি রাজ্যের সরকারের পক্ষ থেকে বা তার পক্ষে, এই জাতীয় পণ্যগুলি উল্লিখিত উপ-ধারা (১ক) তে নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হোক বা না হোক না কেন;

এবং যেখানে এটি সংসদে একটি বিল উত্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার খসড়াটি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং 'সংযোজন' চিহ্নিত করা হয়েছে, সমুদ্র শুল্ক

আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের আইন ৮) এর ধারা ২০ এর উপরোক্ত উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যে সংশোধন করার জন্য এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সালের আইন ১) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১এ);

এবং যেখানে কিছু রাজ্যের সরকারগুলি এই মত প্রকাশ করেছে যে বিলের উল্লিখিত খসড়ায় প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি সাংবিধানিকভাবে বৈধ নাও হতে পারে কারণ অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধানগুলি শর্ত (২৮) এ 'কর' এবং 'কর' এর সংজ্ঞা সহ পড়া হয়েছে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৬ এর শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সহ যে কোনও কর আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয়; অথবা কোন রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত ব্যতীত শর্ত (২) দ্বারা অনুমোদিত সীমা ব্যতীত উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (৩) সাথে পঠিত;

এবং অন্যদিকে ভারত সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে-

(i) যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) দ্বারা প্রদত্ত কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি একটি রাজ্যের সম্পত্তির উপর কেন্দ্র করের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং একটি রাজ্যের সম্পত্তি সম্পর্কিত কেন্দ্র করের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না এবং সেই শর্তগুলি (২) এবং (৩) সেই অনুচ্ছেদটিকেও সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে;

(ii) যে শুল্ক হল সম্পত্তির আমদানি বা রপ্তানির উপর কর এবং সম্পত্তির উপর কর নয় এবং আরও যে আবগারি শুল্ক হল উৎপাদনের উপর কর বা সম্পত্তি তৈরি এবং যেমন সম্পত্তির উপর কর নয়; এবং

(iii) যে কেন্দ্র ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধান দ্বারা একটি রাজ্যের সম্পত্তির আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ বা অনুমোদন এবং একটি রাজ্যের সম্পত্তির উপর অন্যান্য কেন্দ্র কর আরোপ করা থেকে বিরত থাকে না যা সম্পত্তির উপর কর নয়;

এবং যেখানে সন্দেহ দেখা দিয়েছে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং সুযোগ এবং বিশেষ করে, সাগর কাস্টম আইন ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের আইন ৮) সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সালের আইন ১) উপরোক্ত খসড়া বিলের প্রস্তাবিত হিসাবে;

এবং যেহেতু এখানে-পূর্বে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, পরবর্তীতে আইনের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলি এমন প্রকৃতির এবং এতটাই জনগুরুত্বপূর্ণ যে তার উপরে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া সমীচীন;

এখন, তাই, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ এর শর্ত (১) দ্বারা আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য, আমি, ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, এতদ্বারা নিম্নলিখিত প্রশ্নটি বিবেচনা ও প্রতিবেদনের জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টে পাঠাচ্ছি তার মতামত;

"(১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধানগুলি কি শর্ত (২) সেই অনুচ্ছেদের এ উল্লিখিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাষ্ট্রের সম্পত্তির আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয়?

(২) ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯-এর বিধানগুলি কি সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২) এ উল্লিখিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাজ্যের সম্পত্তির ভারতে উৎপাদন বা উত্পাদনের উপর আবগারি শুল্ক আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয়? (২)

(৩) সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের আইন ৮) এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সালের আইন ১) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১A) হবে পরিশিষ্টে বর্ণিত বিল দ্বারা সংশোধিত ভারতের সংবিধানের ২৮৯ অনুচ্ছেদের বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

নয়াদিল্লি: এসডি/-রাজেন্দ্র প্রসাদ

তারিখ ১৯-৪-১৯৬২। ভারতের রাষ্ট্রপতি।

সংযুক্তি

খসড়া বিল

ক

বিল

সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮, এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ সংশোধন করার জন্য আরও।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বছরে এটি নিম্নরূপ সংসদ দ্বারা প্রণীত হোক:-

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম- এই আইনটিকে সমুদ্র শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারি (সংশোধন) আইন, ১৯ বলা যেতে পারে।

২. ১৮৭৮ সালের ধারা ২০, আইন ৮-এর সংশোধন - সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮-এর ধারা ২০-এ উপ-ধারা (২) এর জন্য নিম্নলিখিত উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:-

"(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি সরকারের অন্তর্গত সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেমন তারা সরকারের অন্তর্গত নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।"

৩. ১৯৪৪ সালের ধারা ৩, আইন ১-এর সংশোধন।- কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪-এর ধারা ৩-তে উপ-ধারা (১A) এর জন্য নিম্নলিখিত উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:-

"(১ক) উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি লবণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আবরণযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা ভারতে উৎপাদিত বা উৎপাদিত হয়,

বা সরকারের পক্ষে, তারা যে পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সরকার দ্বারা উৎপাদিত বা তৈরি করা।

ভারতের কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে শর্ত (১) ২৮৯ অনুচ্ছেদের সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ হল যে সংবিধান দ্বারা রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত কর থেকে অনাক্রম্যতা শুধুমাত্র সম্পত্তি এবং আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে, এবং অনাক্রম্যতা সমস্ত করের ক্ষেত্রে প্রসারিত নয়; শর্তটি ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে সম্পত্তি সম্পর্কিত কর অন্তর্ভুক্ত করা যায়; আমদানি বা রপ্তানি শুল্কের মাধ্যমে একটি কর সম্পত্তির উপর একটি কর নয় তবে এটি দেশের মধ্যে বা বাইরে পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে; একইভাবে, আবগারি শুল্ক সম্পত্তির উপর কর নয় বরং পণ্যের উৎপাদন বা উত্পাদনের উপর একটি কর; যদিও করের পরিমাপে পণ্যের মূল্য, ওজন বা পরিমাণের উল্লেখ থাকতে পারে, আবগারি শুল্ক আরোপকারী সংবিধির প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে, সারাংশে এবং সত্যিকার অর্থে আমদানি বা রপ্তানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক সম্পত্তির উপর কর নয়, পণ্য সহ, যেমন, কিন্তু পণ্য সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে, যথা, পণ্যের আমদানি বা রপ্তানি বা পণ্যের উত্পাদন বা উত্পাদন; অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রকৃত শুধুমাত্র এর ভাষা থেকে নয়, ভারতীয় সংবিধানের পরিকল্পনা থেকেও উদ্ভূত হবে যা কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে কর দেওয়ার ক্ষমতা বণ্টন করে এবং সেই বিধানগুলির প্রেক্ষাপটে; সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ পরিপূরক এবং একটির প্রকৃত নির্মাণ অন্যটির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে; সেই অনুচ্ছেদগুলিকে ভারত সরকারের আইন ১৯৩৫-এর সংশ্লিষ্ট বিধানগুলির পটভূমিতে বোঝাতে হবে ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ দ্বারা; অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) শুধুমাত্র ব্যাখ্যামূলক এবং শর্ত (১) এর ব্যতিক্রম নয় এই অর্থে যে শর্ত (১) দ্বারা আচ্ছাদিত করের সমগ্র ক্ষেত্র এছাড়াও শর্ত (২) এর শর্তাবলী দ্বারা আচ্ছাদিত; বিদেশী দেশগুলির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং ভারতে উৎপাদিত বা উৎপাদিত কিছু পণ্যের উপর রপ্তানি শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সহ শুল্ক সংক্রান্ত শুল্ক সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা সংসদের রয়েছে, তাই কেন্দ্র আরোপ বা অনুমোদন করতে সক্ষম শুল্ক আরোপ উপর

একটি রাষ্ট্র দ্বারা পণ্য আমদানি বা রপ্তানি যা পুনরায় সমুদ্র শুল্ক একটি রাষ্ট্র দ্বারা পণ্য উৎপাদন বা উত্পাদনের উপর তার সম্পত্তি বা আবগারি শুল্ক হতে পারে; যদি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) কে শুল্ক বা আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের অব্যাহতি সহ ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, এটি একচেটিয়া সীমাবদ্ধতার পরিমাণ হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের ক্ষমতা-সংবিধানের পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিধিনিষেধ; যে অনুচ্ছেদ ৩৬৬(২৮) অনুসারে "করাধান" শব্দটি একটি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; "সম্পত্তি" বা "আয়" শব্দের সাপেক্ষে সেই অভিব্যক্তির বিস্তৃত পরিধি সীমিত হতে হবে; অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) এ "সম্পত্তি" এবং "আয়" শব্দের সংমিশ্রণ দেখাবে যে কেন্দ্র কর থেকে রাজ্যগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র সম্পত্তির উপর কর এবং আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে; অন্য কথায়, অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) দ্বারা প্রদত্ত ছাড় সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তাই বলা হয় সম্পত্তির উপর সরাসরি করের অর্থে; সম্পত্তির উপর কর মানে শুল্ক এবং আবগারি শুল্কের বিপরীতে সম্পত্তির মালিকানা, দখল বা ভোগের ক্ষেত্রে একটি কর, যা তাদের প্রকৃত অর্থে সম্পত্তির উপর কর নয় তবে কেবলমাত্র সম্পত্তির ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে; সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) স্পষ্টভাবে দেখায় যে রাজ্যগুলি দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্য বা ব্যবসা কর আরোপের জন্য দায়ী থাকবে; সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (৩) সংসদকে আইন প্রণয়নের জন্য অনুমোদিত করা হয়েছে যে কোন বাণিজ্য বা ব্যবসা সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর সাথে আনুষঙ্গিক হবে এবং যা তাই কেন্দ্র দ্বারা কর আরোপ করা হবে না; সংসদ কর্তৃক ঘোষিত নয় এমন কোন বাণিজ্য বা ব্যবসা শর্ত(২)-এর কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে, অর্থাৎ, কেন্দ্র করের জন্য দায়বদ্ধ।

অন্যদিকে, রাজ্যগুলির পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর ব্যাখ্যা, যার উপর রাষ্ট্রপতির নির্দেশিত প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে, এটি মনে রাখতে হবে যে আমাদের সংবিধান কোন পার্থক্য করে না

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে; যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনুচ্ছেদ কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে; যে করের ক্ষমতা ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থেকে ভিন্ন; যে অনুচ্ছেদের সংকীর্ণ নির্মাণ, কেন্দ্রের পক্ষে এবং তার পক্ষে বিরোধিতা করা হয়েছে, সংবিধানের অধীনে রাজ্যগুলির কার্যকলাপ এবং তাদের ক্ষমতাকে গুরুতর এবং বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে; যে একটি তুলনা এবং ভারত সরকার আইনের ধারা ১৫৫ শর্তাবলী মধ্যে বৈসাদৃশ্য এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ স্পষ্টভাবে জোর দেবে যে রাজ্যগুলির পক্ষে বিস্তৃত অর্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত; যে আবগারি ও শুল্ক সংক্রান্ত আইনী অনুশীলন প্রশ্নে থাকা অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার জন্য একটি অনুমোদিত নির্দেশিকা এবং বিস্তৃত নির্মাণকে সমর্থন করবে, এবং এমনকি একটি সংকীর্ণ নির্মাণের ক্ষেত্রেও, কেন্দ্রের দ্বারা জোর দেওয়া, প্রথাগত শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সম্পত্তি প্রভাবিত এবং হয়, অতএব, মধ্যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) দ্বারা প্রদত্ত অনাক্রম্যতা; সঠিকভাবে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর ব্যাখ্যা যে কোনো ধরনের সম্পত্তির উপর সমস্ত কর থেকে সম্পূর্ণ অনাক্রম্যতা প্রদান করে; এবং সম্পত্তি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনো ধরনের কর অনাক্রম্যতার মধ্যে রয়েছে; সুতরাং, সম্পত্তির উপর কর এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে করের মধ্যে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে পার্থক্য করা চাওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক; অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) ব্যাখ্যামূলক নয়, যেমনটি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তবে এটি একটি ব্যতিক্রম বা শর্ত (১)-এর একটি শর্তের প্রকৃতিতে অনুচ্ছেদের; শর্ত (২) সত্যিই এমন কিছু খোদাই করে যা শর্ত (১) এ অন্তর্ভুক্ত এবং একইভাবে শর্ত (৩), শর্ত (২) এর ব্যতিক্রম এবং এমন কিছু খোদাই করে যা শর্ত (২) এর অন্তর্ভুক্ত।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে মহারাষ্ট্র রাজ্য ব্যতীত আমাদের সামনে যে সমস্ত রাজ্যগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল তারা তাদের বিতর্কে সম্মত হয়েছিল, যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিজ্ঞ কৌঁসুলি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই বিরোধের সাথে একমত হন যে এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য ছিল

সম্পত্তি এবং আবগারি শুল্কের উপর কর। অন্য কথায়, আবগারি শুল্ক অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) দ্বারা প্রদত্ত অনাক্রম্যতার মধ্যে নেই, যা ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি রাষ্ট্রের সাধারণ ক্ষমতা এবং তার করের অধিকারের ব্যতিক্রম প্রকৃতির, এবং তাই এটি খুব কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। তবে তিনি অন্যান্য রাজ্যগুলিকে এতদূর সমর্থন করেছিলেন যে তারা দাবি করেছিল যে আমদানি ও রপ্তানির শুল্কগুলি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) দ্বারা প্রদত্ত ছাড়ের মধ্যে ছিল।

এইভাবে দেখা যাবে যে যেখানে কেন্দ্র অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) ব্যাখ্যা করে অনাক্রম্যতা সম্পত্তি এবং একটি রাজ্যের আয়ের উপর প্রত্যক্ষ করের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার সীমিত অর্থে, রাজ্যগুলি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয়ের সাথে কোনও সম্পর্ক বা প্রভাব ফেলে এমন কেন্দ্র কর থেকে সর্বাত্মক ছাড়ের জন্য বিরোধিতা করে। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই বিস্তৃত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, উভয়েই একমত যে "সম্পত্তি", "আয়" এবং "কর" শব্দগুলি তাদের ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'তারা একমত যে অনুচ্ছেদ ২৮৫ দ্বারা তার সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে অনাক্রম্যতা দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত অনাক্রম্যতার সাথে মিলে যায়, এবং তাই, "সম্পত্তি" "করাধান" এবং "কর" শব্দটিকে উভয় প্রবন্ধে একই ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। এটি লক্ষ্য করা হবে যে যেখানে শুধুমাত্র "সম্পত্তি" শব্দটি নয় কিন্তু "আয়" অনুচ্ছেদ ২৮৯ এ দেখা যায়, অনুচ্ছেদ ২৮৫ "আয়" শব্দটি দৃশ্যত ব্যবহার করা হয়নি কারণ সংবিধান প্রণেতারা সচেতন ছিলেন আইনগত অবস্থান যে "আয়" এর উপর কর (কৃষি আয় থেকে আলাদা) একচেটিয়াভাবে কেন্দ্র তালিকায় রয়েছে এবং সংবিধানের আবির্ভাবের আগেও তাই ছিল। এটি সম্মত হয়েছিল, এবং এটি অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ এর শর্তাবলী প্রকাশ করে খুব ঘনিষ্ঠভাবে ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ এর সমান্তরাল, যথাক্রমে, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ (২৫ এবং ২৬ জিও. ভিসি. ৪২), সাংবিধানিক অবস্থানের পরিবর্তন এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির একীকরণ ১৯৪৭ এর পরে কারণে অভিব্যক্তির পার্থক্য ব্যতীত।

সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলি বের করার জন্য দুটি সমান্তরাল বিধানের ভাষা নীচে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারত সরকারের আইন।

ধারা ১৫৪ সংযুক্ত রাষ্ট্র সরকারের উদ্দেশ্যে মহামান্যের কাছে ন্যস্ত সম্পত্তি, যতদূর পর্যন্ত কোনো ফেডারেল আইন অন্যথায় প্রদান করতে পারে, একটি প্রদেশ বা ফেডারেটেড রাজ্যের অভ্যন্তরে যে কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যতক্ষণ না কোনো ফেডারেল আইন অন্যথায় প্রদান করে, ততক্ষণ অর্পিত কোনো সম্পত্তি যা এই আইনের খণ্ড ।।। এ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত আগে এই ধরনের কোনো করের জন্য দায়বদ্ধ, বা দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত ছিল, যতক্ষণ না সেই কর অব্যাহত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে দায়বদ্ধ হয়ে, বা দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৫৫(১) এর পরে প্রদত্ত বিষয়, একটি প্রদেশের সরকার এবং ভারত সরকার আইন।

একটি ফেডারেল রাজ্যের শাসক ব্রিটিশ ভারতে অবস্থিত জমি বা ভবনের ক্ষেত্রে ফেডারেল করের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন না, বা আয় ব্রিটিশ ভারতে জমা, উদ্ভূত বা প্রাপ্ত:

শর্ত থাকে যে-

(ক) যেখানে সেই প্রদেশের বাইরে ব্রিটিশ ভারতের কোনো অংশে বা ব্রিটিশ ভারতের কোনো অংশে কোনো প্রদেশের সরকার কর্তৃক বা তার পক্ষে কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসা পরিচালিত হয়, সেখানে এই উপ-ধারায় কিছুই নেই সেই সরকার বা শাসককে সেই বাণিজ্য

বা ব্যবসার ক্ষেত্রে যে কোনো ফেডারেল কর থেকে ছাড় দেবে, বা এর সাথে সংযুক্ত কোনো কার্যক্রম, বা এর সাথে সম্পর্কিত কোনো আয়, বা এর উদ্দেশ্যে দখলকৃত কোনো সম্পত্তি;

(খ) এই উপ-ধারার কোনো কিছুই নেই যা ছার দেবে ভারত সরকার আইনকে।

যে কোনো জমি, ভবন বা আয় তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো ফেডারেল কর থেকে একজন শাসক।

(২) এই আইনের কোন কিছুই ভারতীয় রাজ্যের শাসকের দ্বারা এই আইনটি পাশ করার সময় অধিকার হিসাবে উপভোগ করা কর থেকে যে কোনও ছাড়কে প্রভাবিত করে না সেই তারিখের আগে জারি করা সরকারি জামিন।

ভারতের সংবিধান।

অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) তে কেন্দ্রের সম্পত্তি, যতদূর পর্যন্ত সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে তা ব্যতীত, একটি রাজ্য বা যে কোনও দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পাবে একটি রাজ্যের মধ্যে কর্তৃপক্ষ।

(২) দফা (১) এর কোনো কিছুই, যতক্ষণ না সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় বিধান করে, রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনো কর্তৃপক্ষকে কোনো সম্পত্তির ওপর কোনো কর আরোপ করতে বাধা দেবে না। যে কেন্দ্রের কাছে এই সংবিধান প্রবর্তনের অবিলম্বে এই জাতীয় সম্পত্তি দায়বদ্ধ ছিল বা দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, যতক্ষণ না এই কর আরোপ করা অব্যাহত থাকে সেই রাজ্যে।

অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) একটি রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে ভারতের কেন্দ্রেও সংবিধান থেকে।

(২) দফা (১) এর কোন কিছুই কেন্দ্রকে এমন পরিমাণে কোন কর আরোপ বা আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করতে বাধা দেবে না, যদি সংসদ আইন দ্বারা কোন বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে যে কোন প্রকারের ব্যবস্থা করে থাকে, বা একটি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, বা সেখানে সংযুক্ত কোনো কার্যকলাপ, বা কোনো সম্পত্তি এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার

উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বা দখল করা, বা এর সাথে সম্পর্কিত কোনো আয় সংগৃহীত বা উদ্ভূত।

(৩) শর্ত (২) তে কিছুই নেই যা কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায়, বা বাণিজ্যের যে কোন শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য হবে যা সংসদ আইন দ্বারা সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর সাথে আনুষঙ্গিক বলে ঘোষণা করতে পারে৷

এইভাবে দেখা যাবে যে উভয় ধারা ১৫৪ এবং অনুচ্ছেদ ২৮৫ উপরে উল্লিখিত শুধুমাত্র "সম্পত্তি" সম্পর্কে কথা বলে এবং উল্লেখ করে যে ইউনিয়নে ন্যস্ত সম্পত্তি একটি রাজ্য বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পাবে, এই ধরনের উপর প্রাক-বিদ্যমান কর সংরক্ষণের একটি ব্যতিক্রম সাপেক্ষে সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান না করা পর্যন্ত সম্পত্তি. একইভাবে, যেখানে ধারা ১৫৫, ভারত সরকারের আইনে অবস্থিত জমি বা ভবনগুলির ক্ষেত্রে একটি প্রদেশের সরকারকে ফেডারেল কর থেকে অব্যাহতি দেয় ব্রিটিশ ভারত বা ব্রিটিশ ভারতে আয়, উদ্ভূত বা প্রাপ্ত, অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) বলে "একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি পাবে"। ধারা ১৫৬ উপরোক্ত দুটি বিধান আছে (এ) এবং (বি); (এ) একটি প্রদেশের সরকারের দ্বারা বা তার পক্ষে পরিচালিত যে কোনও ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত, এবং (বি) যা প্রাসঙ্গিক নয়, একজন শাসকের সাথে সম্পর্কিত। এটি দেখা যাবে যে উভয় বিধানেই

"আয়" পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তবে "জমি" বা "ভবন" যা ছিল তা অনুচ্ছেদ কেবল "সম্পত্তি" হয়ে গেছে অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) তে।

প্রশ্ন, স্বাভাবিকভাবেই উদ্‌ভূত হয় কেন "আয়" উল্লেখ করা হয়েছিল যখন এটি সাধারণ ভিত্তি যে "আয়" জেনেরিক শব্দ "সম্পত্তি" এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কেন্দ্রের তরফে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে একটি রাজ্যের "সম্পত্তি" এবং "আয়" শব্দের পাশে-অবস্থান যাকে কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তা নির্দেশ করবে যে কর থেকে তাদের অনাক্রম্যতা ছিল কর ছিল "সম্পত্তি" এর উপরে এবং "আয়" এর উপর, অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই একটি প্রত্যক্ষ কর, এবং একটি পরোক্ষ কর নয়, যা একটি রাজ্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে আরোপ করা যেতে পারে, যথা, আবগারি শুল্ক, যা উত্পাদনের উপর একটি কর বা পণ্যের উৎপাদন এবং শুল্ক যা পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ঘটনার উপর একটি কর।

উভয় পক্ষের তর্কের সাথে মোকাবিলা করার আগে, সীমাবদ্ধ অর্থটি অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) শব্দের সাথে যুক্ত কিনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে, বা রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে এই শব্দগুলির জন্য দাবি করা বিস্তৃত তাৎপর্য, সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা অভিপ্রেত ছিল, এটি কিছু সাধারণ বিবেচনা এবং সাংবিধানিক বিধানগুলির পরিকল্পনার কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন প্রস্তাবিত আইন দ্বারা বিবেচনা করা কর আরোপ করার জন্য কেন্দ্রের ক্ষমতা। করের ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই সীমাহীন অধিকার দাবি করতে পারে না। অধিকারটি রাজ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত কেন্দ্রের নিজ নিজ ক্ষমতা এবং দায়িত্বের বিবেচনায় এবং নাগরিকদের সাথে বা কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাজ্যগুলির বিবেচনার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের XII খণ্ড অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। খুব শুরুতে অনুচ্ছেদ ২৬৫ আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর ধার্য করা হবে না। যে কর্তৃপক্ষকে সপ্তম তফসিলের তিনটি তালিকায় পাওয়া যাবে, খণ্ড IX এর আইন অনুসারে যা কেন্দ্র এবং রাজ্য এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, স্পষ্ট ভাবে অধ্যায় । এ যা আইনত ভাবে সম্পর্কিত এবং আইনি ক্ষমতার বিতরণ, অনুচ্ছেদ ২৪৬ এর বিশেষ প্রসঙ্গে। সেই অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্য

আইনসভার ক্ষমতা আছে আইন প্রয়নে তালিকা ॥ তে গণনা করা বিষয়গুলির জন্য সংসদ এবং একটি রাজ্যের আইনসভার কাছে তালিকা ॥। (সমবর্তী তালিকা) এ গণিত বিষয়গুলির বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে এবং এই দুটি তালিকা থাকা সত্ত্বেও, সংসদের কাছে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে তালিকা । (কেন্দ্র তালিকা) এ গণনা করা যেকোনো বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সংসদের কাছে রাজ্যের তালিকায় গণনা করা যে কোনও বিষয়ে ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশের ক্ষেত্রে আইন তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে যা কোনও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুচ্ছেদ ২৪৮ দ্বারা সংসদকে রাষ্ট্রীয় তালিকা বা সমবর্তী তালিকায় গণনা করা হয়নি এমন কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে সেই তালিকার কোনোটিতে উল্লেখ নেই এমন একটি কর আরোপের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। এর বর্ধিত শক্তি, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংসদে ন্যস্ত আইন, যেমন অনুচ্ছেদ ২৪৯, ২৫০ এবং ২৫২ দ্বারা চিন্তা করা হয়েছে। সংক্ষেপে, যদিও রাজ্যগুলিকে তালিকা ॥-তে গণনা করা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তবে তালিকা ।-তে কর দেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সমানভাবে একচেটিয়া। আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বণ্টনের প্রকল্প, বিশেষ করে করের প্রসঙ্গ সহ, সংসদের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে কৃষি আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর কর আরোপ করার আইন প্রণয়ন করার (এন্ট্রি ৮২): রপ্তানি শুল্ক সহ শুল্ক বিভাগের শুল্ক (এন্ট্রি ৮৩); তামাক এবং ভারতে উত্পাদিত বা উত্পাদিত অন্যান্য পণ্যের উপর আবগারি শুল্ক, মানুষের ব্যবহারের জন্য অ্যালকোহলযুক্ত মদ এবং আফিম, ভারতীয় শন এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য এবং মাদকদ্রব্য ছাড়া, যা ৫১ এন্ট্রি দ্বারা তালিকা ॥ রাজ্য আইনসভায় ন্যস্ত করা হয়েছে (এন্ট্রি ৮৪)। সংসদ আরোপ করতে পারে এমন অন্যান্য কর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই কারণ তাদের কোনো প্রত্যক্ষ নেই এই মামলায় বিতর্কিত প্রশ্নের উপর ভারবহন। একইভাবে, রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা রয়েছে কৃষি আয়ের উপর কর আরোপ করার (এন্ট্রি ৪৬), জমি এবং ভবনের উপর কর (এন্ট্রি ৪৯) এবং মদ্যপ মদ এবং আফিম ইত্যাদির উপর আবগারি শুল্ক, উত্পাদিত বা

রাজ্যে উত্পাদিত এবং ভারতে অন্যত্র উৎপাদিত বা উত্পাদিত অনুরূপ পণ্যের উপর একই বা কম হারে সমকারি শুল্ক (এন্ট্রি ৫১)। রাজ্যের তালিকায় থাকা অন্যান্য কর প্রধানগুলির উল্লেখ করারও প্রয়োজন নেই৷ এইভাবে দেখা যাবে যে যেখানে কৃষি আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর সমস্ত কর কেন্দ্রের একচেটিয়া ক্ষমতার মধ্যে, কৃষি আয়ের উপর কর শুধুমাত্র রাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত। দেশের বাইরে আমদানি বা রপ্তানির লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত রপ্তানি শুল্ক সহ সমস্ত শুল্ক সংসদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। রাজ্যগুলি সেগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। তারা শুধুমাত্র রাজ্যের তালিকায় এন্ট্রি ৫২ দ্বারা আচ্ছাদিত ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য স্থানীয় এলাকায় পণ্যের প্রবেশের উপর কর নিয়ে উদ্বিগ্ন। উপর আবগারি শুল্ক ছাড়া অ্যালকোহলযুক্ত মদ এবং আফিম এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য, আবগারির সমস্ত শুল্ক সংসদ দ্বারা প্রযোজ্য। সুতরাং, এটা বলা যেতে পারে যে আয়ের উপর কর, আইন শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সংসদের আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

কর আরোপের সেই একচেটিয়া ক্ষমতা, যেমন সংসদে ন্যস্ত করা হয়েছে, বিদেশী দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের একচেটিয়া ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে; শুল্ক সীমান্ত জুড়ে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক; শুল্ক সীমান্তের সংজ্ঞা (এন্ট্রি ৪১); আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্য (এন্ট্রি ৪২)। যেহেতু বিদেশী দেশগুলির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা, পাশাপাশি আন্তঃ-রাজ্যও, কেন্দ্রের একচেটিয়া দায়িত্ব, সংসদের সেইসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে, পাশাপাশি শুল্ক বিভাগের শুল্ক আরোপের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে এবং উপরে উল্লিখিত অ্যালকোহলযুক্ত মদ এবং আফিম ইত্যাদি ছাড়া অন্য পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতের যে কোনও অংশে উত্পাদন বা উত্পাদনের উপর আবগারি শুল্ক আরোপ করা। উপরন্তু, শুল্ক আরোপ

অথবা আবগারি শুল্ক হতে পারে (১) রাজস্ব বাড়াতে বা (২) ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে, স্থল ও বিদেশী উভয় ক্ষেত্রে, অথবা (৩) উভয়ই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব বাড়াতে। যদি তাই অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তিকে সমস্ত কর থেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড় দেয় তার কর দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করে বিদেশী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংসদের ক্ষমতা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) এর ব্যাখ্যা করার সময় এই বিবেচনাটি মাথায় রাখতে হবে।

সংবিধানের XII খণ্ডে থাকা বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি সাধারণ বিবেচনা রয়েছে যাও মনে রাখতে হবে। যদিও বিভিন্ন কর আলাদাভাবে তালিকা । বা তালিকা ॥ তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দুটি তালিকার মধ্যে করের ক্ষেত্রে কোনও অধিক্রমন নেই এবং স্ট্যাম্প শুল্ক (আইটেম ৪৪) ছাড়া সমকালীন তালিকায় কোনও কর দেওয়া নেই, সংবিধান একটি বিস্তৃত মূর্ত করে XII খণ্ডে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের জন্য প্রকল্প, তালিকা ।-তে আরোপিত করের ক্ষেত্রে। সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা প্রণীত কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রকল্পটি এরকম কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য। ভারত সরকার দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত রাজস্ব সাধারণত ভারতের একত্রিত তহবিলের অংশ হয় এবং একটি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সমস্ত রাজস্ব রাজ্যের একত্রিত তহবিলের অংশ গঠন করে। এই সাধারণ নিয়মটি খণ্ড XII এর অধ্যায় । এর বিধান সাপেক্ষে যেখানে অনুচ্ছেদ ২৬৬ থেকে ২৭৭। যদিও ঔষধ এবং টয়লেট প্রস্তুতির উপর স্ট্যাম্প শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক যা কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত, ভারত সরকার দ্বারা ধার্য করা হয়, তবে সেগুলি রাজ্যগুলিকে সংগ্রহ করতে হবে যেগুলির মধ্যে এই জাতীয় শুল্ক প্রযোজ্য এবং নয় ভারতের সমন্বিত তহবিলের অংশ গঠনের জন্য, কিন্তু রাষ্ট্রের কাছে অর্পণ করা হয়েছে যেটি তাদের সংগ্রহ করেছে (অনুচ্ছেদ ২৬৮)। একইভাবে, শুল্ক এবং কর

উত্তরাধিকার শুল্ক, এরাজ্য শুল্ক, রেলপথ, সমুদ্র বা বিমান দ্বারা বহনকৃত পণ্য এবং যাত্রীদের উপর টার্মিনাল কর, রেল ভাড়া এবং মালবাহী শুল্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে কেন্দ্র কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত যা অনুচ্ছেদ ২৬৯ তে রাজ্যগুলিকে অর্পণ করা হবে এবং বন্টনের নীতি অনুসারে তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে যা সংসদীয় আইন দ্বারা প্রণয়ন করা যেতে পারে, যেমন অনুচ্ছেদ ২৬৯ এর শর্ত (২) এ দেওয়া আছে। অনুচ্ছেদ ২৭০ প্রদান করে যে আয়ের উপর কর, কৃষি আয় ব্যতীত ভারত সরকার ধার্য এবং সংগ্রহ করবে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করবে। কর এবং শুল্কগুলি কেন্দ্র দ্বারা ধার্য করা হয় এবং কেন্দ্র বা রাজ্যগুলি দ্বারা সংগৃহীত হয় যা অনুচ্ছেদ ২৬৮, ২৬৯ এবং ২৭০ দ্বারা বিবেচনা করা হয় এবং রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করা ভারতের একত্রিত তহবিলের অংশ হবে না। আরও আবগারি শুল্ক যা ভারত সরকার দ্বারা ধার্য এবং সংগ্রহ করা হয় এবং যা ভারতের একত্রিত তহবিলের অংশ গঠন করে সেগুলিও রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭২ এর বিধান অনুসারে সংসদ দ্বারা নির্ধারিত নীতি অনুসারে। অনুচ্ছেদ ২৭৩ দ্বারা আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজস্বের অনুদানের বিষয়ে এক্সপ্রেস বিধান করা হয়েছে পাট এবং রপ্তানি শুল্কের নিট আয়ের যে কোনও অংশ পাটজাত পণ্যের বরাদ্দের পরিবর্তে। অনুচ্ছেদ ২৭৮ আরও একটি রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে যে কোনো বিল বা সংশোধনী যা কোনো কর বা শুল্ক আরোপ বা পরিবর্তন করে না যেখানে রাজ্যগুলি আগ্রহী বা যা অনুচ্ছেদদ্বয়ে বর্ণিত রাজ্যগুলির মধ্যে শুল্ক বা করের বণ্টনের নীতিগুলিকে প্রভাবিত করে অনুচ্ছেদ ২৬৮-২৭৩ তে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদের যেকোনো কক্ষে প্রবর্তন বা স্থানান্তর করা হবে। সংসদকে এমনও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যে ভারতের একত্রিত তহবিলে প্রতি বছর এমন রাজ্যগুলির রাজস্বের অনুদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেওয়া যেতে পারে যেগুলি সহায়তার প্রয়োজন বলে নির্ধারণ করতে পারে। এই সাহায্য বিভিন্ন রাজ্যের জন্য আলাদা হতে পারে, তাদের প্রয়োজন অনুসারে, বিশেষভাবে প্রকল্পগুলির প্রসঙ্গ সহ

অনুচ্ছেদ ২৭৫ (১) এর নির্দেশিত উদ্দেশ্যে উন্নয়ন।

অনুচ্ছেদ ২৮০ দ্বারাও বিধান করা হয়েছে একটি অর্থ কমিশনের রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লিখিত কর এবং শুল্কের সম্পূর্ণ আয়ের বণ্টন এবং অনুদানগুলিকে পরিচালনা করা উচিত এমন নীতিগুলির জন্য -ভারতের সমন্বিত তহবিল থেকে রাজ্যগুলির রাজস্বের সাহায্য।

এইভাবে দেখা যাবে যে সংবিধানের XII অংশে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তৃত বিধান করা হয়েছে এবং কীভাবে কেন্দ্র তার দ্বারা আরোপিত শুল্ক এবং করের আয় ভাগ করবে এবং কেন্দ্র বা সংগৃহীত হবে। রাষ্ট্র দ্বারা রাজস্বের উৎসগুলি যা ইউনিয়নে বরাদ্দ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে নয় তবে সংসদীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত নীতি অনুসারে বন্টন করতে হবে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ দ্বারা। এইভাবে সমস্ত কর এবং শুল্ক যা কেন্দ্র দ্বারা ধার্য করা হয় এবং কেন্দ্র বা রাজ্যগুলি দ্বারা সংগৃহীত হয় তা ভারতের একত্রিত তহবিলের অংশ গঠন করে না তবে এই কর এবং শুল্কগুলির অনেকগুলি রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং এর একত্রিত তহবিলের অংশ গঠন করে রাজ্যের। এমনকি সেইসব কর এবং শুল্ক যা ভারতের একত্রিত তহবিল গঠন করে তা তাদের প্রয়োজন অনুসারে রাজ্যগুলির রাজস্ব পরিপূরক করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর প্রশ্ন রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লিখিত কর এবং শুল্কগুলির বণ্টন এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী নীতিগুলি, পাশাপাশি ভারতের একত্রিত তহবিল থেকে রাজ্যগুলির রাজস্বের অনুদান-সহায়তা নিয়ন্ত্রণকারী নীতিগুলি হল এমন বিষয়গুলি যা একটি উচ্চ-বিভাগ দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হবে চালিত ফাইন্যান্স কমিশন, যা একটি দায়িত্বশীল সংস্থা যা এই বিষয়গুলিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মনোনীত। তাই এটা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না

অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর নির্মাণ যে যুক্তি কেন্দ্রের তরফে প্রস্তাবিত রাজ্যগুলির রাজস্বকে গুরুতর এবং বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সংবিধানের XII খণ্ডে প্রস্তাবিত আর্থিক ব্যবস্থা এবং সমন্বয় সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা এমনভাবে নক্সা করা হয়েছে যাতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা যায়, যদিও সেই রাজস্বগুলি কর থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং কেন্দ্র কর্তৃক আরোপিত এবং এটি দ্বারা বা রাজ্যগুলির সংস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত দায়িত্ব। অন্যদিকে, কেন্দ্রের পথে আরও গুরুতর অসুবিধা হতে পারে যদি আমরা রাজ্যগুলির পক্ষে প্রস্তাবিত খুব বিস্তৃত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করি। এইভাবে এটি দেখা যাবে যে কেন্দ্রকে অর্পিত করের ক্ষমতাগুলি বেশিরভাগই আরোপ এবং সংগ্রহের সুবিধার বিবেচনার উপর ভিত্তি করে এবং সেগুলিকে শুধুমাত্র ইউনিয়নে বরাদ্দ করার লক্ষ্যে নয়; অর্থাৎ, এটা উদ্দেশ্য ছিল না যে কেন্দ্রীয় সংসদ দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর এবং শুল্ক কেন্দ্রের কার্যকলাপপে ব্যয় করা উচিত, রাজ্যগুলির কার্যকলাপপের উপর নয়। রাজ্যগুলিতে বরাদ্দকৃত রাজস্বের উৎস, যেমন জমি এবং অন্যান্য ধরণের স্থাবর সম্পত্তির উপর কর, শুধুমাত্র রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজ্যগুলিতে বরাদ্দকৃত রাজস্বের উত্সগুলি তাদের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট নাও হতে পারে এবং ভারত সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য এবং সংগৃহীত রাজস্ব থেকে তাদের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ভর্তুকি দিতে হবে। রাজ্যগুলির আর্থিক সংস্থানগুলির সীমাবদ্ধতা এবং একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলি উপলব্ধি করে, সংবিধান ইতিমধ্যেই নির্দেশিত হিসাবে, সংসদকে তার রাজস্বের একটি অংশ আলাদা করার ক্ষমতা প্রদান করে, সুনির্দিষ্ট বিধানগুলি তৈরি করেছে, যা একত্রিত রাজ্যের অংশ হতে পারে ভারতের তহবিল হোক বা না হোক, রাজ্যগুলির সুবিধার জন্য, উল্লিখিত অনুপাতে নয় কিন্তু তাদের প্রয়োজন অনুসারে। এটা স্পষ্ট, অতএব, যে বিবেচনাগুলি সেই সংবিধানগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যা স্বীকৃতি দেয়

ফেডারেটিং রাজ্য এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাজস্বের মধ্যে জল-আঁটসাঁট অংশগুলি আমাদের সংবিধানে প্রযোজ্য নয় যা একদিকে কেন্দ্র এবং অন্যদিকে রাজ্যগুলির মধ্যে কোনও স্বার্থের দ্বন্দ্ব পোষণ করে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ শুধুমাত্র কেন্দ্র কার্যক্রমের সুবিধার জন্য নয়; এগুলি রাজ্যগুলির ক্রিয়াকলাপগুলিকে তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে ভর্তুকি দেওয়ার জন্যও বোঝানো হয়েছে, তাদের দ্বারা বা মাধ্যমে সংগৃহীত পরিমাণ নির্বিশেষে। অন্য কথায়, সামগ্রিকভাবে ভারতের অঞ্চলগুলির সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি একসাথে একটি জৈব সমগ্র গঠন করে।

আমাদের সংবিধানের পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে এখন আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর কথায় আসা যাক এবং এর পরিপূরক অনুচ্ছেদ, যথা, অনুচ্ছেদ ২৮৫। কেন্দ্রের পক্ষে বিরোধ হল যে যখন অনুচ্ছেদ ২৮৯ একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয়কে কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি প্রদান করে, এটি কেবলমাত্র এমন কর থেকে অব্যাহতি প্রদান করে যা সম্পত্তি এবং আয়ের উপর সরাসরি ধার্য করা যেতে পারে এবং সমস্ত কেন্দ্র কর থেকে নয়, যার সম্পত্তি বা একটি রাজ্যের আয়ের সাথে কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। অন্যদিকে, রাজ্যগুলির পক্ষে যুক্তি হল যে যখন অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) কেন্দ্র কর থেকে একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয়ের অব্যাহতি প্রদান করে, এটি যে প্রকৃতিরই হোক না কেন সমস্ত কেন্দ্র কর থেকে একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয়কে সম্পূর্ণরূপে ছাড় দেয়। যতদূর আয়ের অব্যাহতি সম্পর্কিত, এখানে কোন গুরুতর বিরোধ নেই যে ছাড়টি কৃষি আয় (আইটেম ৮২, তালিকা।) ব্যতীত অন্য আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে রয়েছে, এই সহজ কারণে যে তালিকা। তে দেওয়া একমাত্র কর। আয়ের বিষয়ে তালিকা।-এর ৮২ নম্বর আইটেমে রয়েছে। সমস্যাটি মূলত "সম্পত্তি" এর উপর করের ক্ষেত্রে। এখন আমাদের মতে এই সত্যটি "সম্পত্তি" এর করের প্রকৃতির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে যা অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) অধীনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। যদি আয় হয়

একটি রাষ্ট্র শুধুমাত্র আয়ের উপর কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত, অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর "সম্পত্তি এবং আয়" শব্দের সংমিশ্রণ অবশ্যই এই ধারণার দিকে পরিচালিত করবে যে সম্পত্তিটি কেবলমাত্র সম্পত্তির উপর সরাসরি কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। কিন্তু বলা হয় যে তালিকা।-এ সম্পত্তির উপর কোনো নির্দিষ্ট কর নেই এবং তাই রাজ্যগুলির তরফে দাবি করা হয় যে যখন কোনও রাজ্যের সম্পত্তিকে কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, তখন সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই এটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া ছিল এই ধরনের সমস্ত কর যা সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনও উপায়ে। অতএব, এটি অনুরোধ করা হচ্ছে যে অব্যাহতি শুধুমাত্র সম্পত্তির উপর সরাসরি কর থেকে নয় বরং সমস্ত কর থেকে যা একটি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে এমনকি পরোক্ষভাবে, যেমন শুল্ক, বা রপ্তানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক। এটা সত্য যে তালিকা।-এ তালিকা ॥-এর মতো সম্পত্তির ওপর সরাসরি কোনো কর নেই, কিন্তু এটি অনুসরণ করে না যে কেন্দ্রের কোনো অবস্থাতেই সম্পত্তির ওপর সরাসরি কর আরোপের কোনো ক্ষমতা নেই। অনুচ্ছেদ ২৪৬ (৪) ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশের জন্য যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সংসদকে দেয় যে কোনও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় তা সত্ত্বেও যে এই জাতীয় বিষয় রাজ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। এর মানে হল যে যতদূর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি উদ্বিগ্ন, সংসদের শুধুমাত্র তালিকা।-এর আইটেমগুলির ক্ষেত্রেই নয়, তালিকা ॥-এর আইটেমগুলির ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। অতএব, যতদূর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি উদ্বিগ্ন, সংসদের কাছে সম্পত্তির উপর সরাসরি কর আরোপের ক্ষমতা রয়েছে। তাই এটা হতে পারে না বলেন যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর অধীনে সম্পত্তি সরাসরি কেন্দ্র কর থেকে রাজ্যের সম্পত্তি অব্যাহতি অর্থহীন হবে কারণ সংসদের সম্পত্তির উপর সরাসরি কোনো কর আরোপের ক্ষমতা নেই। যদি কোনও রাজ্যের কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কোনও সম্পত্তি থাকে তবে সেই সম্পত্তিটি অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর অধীনে সম্পত্তির উপর কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি পাবে। যুক্তি তাই যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) সম্পত্তির উপর সরাসরি করের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না কারণ তালিকা।-তে দেওয়া এই ধরনের কোনো কর গ্রহণ করা যাবে না।

এখন অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শব্দ, নিজেদেরকে "সম্পত্তি" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে তা হল "একটি রাজ্যের সম্পত্তি কেন্দ্র করাধান থেকে অব্যাহতি পাবে"। এটি উল্লেখযোগ্য যে "সমস্ত" শব্দটি অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) "কেন্দ্র করাধান" শব্দগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এটি প্রদান করে না যে একটি রাজ্যের সম্পত্তি সমস্ত কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি পাবে। প্রশ্ন তাই যখন অনুচ্ছেদ ২৮৯ কিনা কেন্দ্র কর থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অব্যাহতি প্রদান করে, এটি শুধুমাত্র সেই ধরনের কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি প্রদান করে যা সম্পত্তির উপর সরাসরি একটি কর। এটা সত্য যে অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) বিশেষভাবে বলে না যে একটি রাজ্যের সম্পত্তি সম্পত্তির উপর কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি পাবে। তবে এটি সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে কেউ যদি অনুচ্ছেদ ২৮৯ (২) এর ভাষার দিকে তাকায় তবে এটিই উদ্দেশ্য ছিল। এই শর্ত টি প্রধানত একটি রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্য বা ব্যবসা থেকে উপার্জন বা উদ্ভূত আয়ের সাথে সম্পর্কিত। একই সময়ে এটি প্রদান করে যে যেখানে রাষ্ট্র একটি বাণিজ্য বা ব্যবসা পরিচালনা করছে সেখানে শর্ত (১) এ কিছুই নেই এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সংসদ আইন দ্বারা বিধান করে এবং এইভাবে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তির উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা সংসদকে প্রদত্ত যে পরিমাণে কোনো কর আরোপ করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেবে বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত শুধুমাত্র সম্পত্তির উপর সরাসরি একটি কর উল্লেখ করতে পারে যেমন, যা ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত বা দখল করা হয়, করটি সম্পত্তির ব্যবহার বা দখলের সাথে সম্পর্কিত। আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর দিকে তাকালে অর্থটি আরও পরিষ্কার হবে। সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (১) বিধান করে যে কেন্দ্রের সম্পত্তি একটি রাজ্য বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পাবে। প্রাথমিকভাবে শর্ত (১) এ "সমস্ত কর" শব্দের ব্যবহার প্রস্তাব করবে যে কেন্দ্রের সম্পত্তি যেকোন প্রকৃতির সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পাবে, যা একটি রাষ্ট্র আরোপ করতে পারে। কিন্তু যদি কেউ অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর শর্ত (২) এর করের প্রকৃতি যা থেকে কেন্দ্রের সম্পত্তি

অব্যাহতি পাবে তা স্পষ্টভাবে সম্পত্তির উপর কর হিসাবে নির্দেশিত। শর্ত (২) প্রদান করে যে "শর্ত (১) এর কিছুই হবে না, যতক্ষণ না আইন দ্বারা সংসদ অন্যথায় বিধান করে, একটি রাজ্যের মধ্যে যে কোনো কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্রের যে কোনো সম্পত্তির ওপর কোনো কর ধার্য করা থেকে বিরত রাখে যার কাছে এই সংবিধান প্রবর্তনের অবিলম্বে এই ধরনের সম্পত্তি দায়বদ্ধ ছিল বা দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, যতক্ষণ না সেই কর আরোপ করা অব্যাহত থাকে। এটা আমাদের মতে অনুমোদিত হবে শর্ত (২), থেকে পঠিত শর্ত (১), অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর যখন এটা সমস্ত করের কথা বলে যা সরাসরি ভাবে সম্পত্তির উপরে নির্ভর। আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে যদিও করগুলি কেন্দ্র দ্বারা সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং কেন্দ্রের দ্বারা আরোপ করা যেতে পারে, রাজ্যগুলিকে অনেকগুলি কেন্দ্র করের বন্টন বা বন্টনের জন্য খণ্ড XII তে অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে৷ সেইখানে আবারও বিধান রয়েছে সাহায্য প্রদানে, ভারতের একত্রিত তহবিল থেকে একটি রাজ্যে। এই পরিস্থিতিতে এটি আমাদের মতে সংবিধানের প্রকল্প এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কর সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) পড়ার জন্য একটি রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং আয় সম্পত্তি এবং আয়ের উপর কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। আমাদের মতে অনুচ্ছেদ ২৮৯(১), "কেন্দ্র করাধান" শব্দের পরে "সম্পত্তি এবং আয়ের উপর" এই শব্দগুলি পড়ার জন্য আরও ভাল ওয়ারেন্ট রয়েছে কর সংক্রান্ত আমাদের সংবিধানের প্রকল্প এবং সেই ধারায় "কেন্দ্র করাধান" শব্দের আগে "সমস্ত" শব্দটি পড়ার চেয়ে এর XII অংশের বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে। "কেন্দ্র করাধান" শব্দের আগে "সমস্ত" শব্দটি পড়ার প্রভাব আমাদের মতে এতটাই গুরুতর হবে এবং সম্পদের জন্য এতটাই পঙ্গু হবে, যা সংবিধান কেন্দ্রের জন্য অভিপ্রেত করেছিল, যাতে সেই অভিপ্রায় দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) এর শব্দ। অন্যদিকে, আমরা যদি শব্দের পরে "সম্পত্তি এবং আয়ের উপর" শব্দটি পড়ি তবে রাজ্যগুলি এতটা গুরুতরভাবে প্রভাবিত হবে না

২৮৯ (১) অনুচ্ছেদে "কেন্দ্র করাধান", অন্যান্য সংবিধানের বিপরীতে, আমাদের সংবিধানের XII খণ্ডে কেন্দ্রের দ্বারা রাজ্যগুলিতে ধার্য ও সংগৃহীত করের বন্টন বা বণ্টনের বিধান রয়েছে এবং এছাড়াও অনুদান-সহায়তার জন্য অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) তে ব্যবহৃত শব্দগুলির একটি বিধিনিষেধমূলক অর্থ প্রদান করে রাজ্যগুলির উপর যে বোঝা পড়তে পারে তা সংবিধানের XII খণ্ডের বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকাংশে উপশম করা হবে রাজ্যগুলিতে কেন্দ্র দ্বারা ধার্য করের বন্টন এবং বণ্টনের জন্য এবং কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিকে অনুদান-সহায়তার জন্য।

আরও ভুলে গেলে চলবে না যে অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ হল ভারত সরকার আইনের ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ এর উত্তরসূরি, যদিও তাদের মধ্যে বিস্তারিত পার্থক্য রয়েছে, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) যা ধারা ১৫৪ এর বিধানের সাথে মিলে যায়, মনে হয় আমাদের মতে ভাষার পরিবর্তনের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট করা যায় যে, অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর শর্ত (১) যখন এটি সমস্ত করের কথা বলে তখন কোন শর্ত (২) এর সম্পত্তির উপর কর উল্লেখ করা হয় নিশ্চিতভাবে অবিলম্বে সংবিধান আরম্ভের আগে কেন্দ্রের এই ধরনের সম্পত্তি প্রদান করা অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয় বা এই ধরনের করের জন্য দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়। অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) হিসাবে, ধারা ১৫৫(১) এর জন্য শব্দে একটি পরিবর্তন করা হয়েছে, যা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, শর্ত থাকে যে একটি প্রদেশের সরকার জমি বা ভবনের ক্ষেত্রে ফেডারেল করের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না। অন্যদিকে অনুচ্ছেদ ২৮৯ শুধুমাত্র জমি এবং ইমারত নয় কিন্তু একটি রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তিকে বোঝায়, তা স্থাবর বা অস্থাবর হোক এবং এটিকে কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি দেয়। তবুও, আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) ব্যাখ্যা করার জন্য কোন জামিন খুঁজে পাই না যেন এটি একটি রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তিকে সমস্ত কেন্দ্র কর থেকে ছাড় দেয়। আমরা তাই অনুচ্ছেদ ২৮৯ পঠিত হওয়ার মতামত এবং এর পরিপূরক অনুচ্ছেদ ২৮৫ একত্রে সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায় ছিল সেই অনুচ্ছেদ ২৮৫ কেন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তিকে রাজ্য বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা ধার্য সম্পত্তির উপর সমস্ত কর থেকে ছাড় দেবে

রাষ্ট্র যখন অনুচ্ছেদ ২৮৯ বিবেচনা করে যে রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি সম্পত্তির উপর সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পাবে যা কেন্দ্র দ্বারা ধার্য হতে পারে। আমাদের মতে উভয় অনুচ্ছেদই আয় বা সম্পত্তির উপর সরাসরি করের সাথে সম্পর্কিত এবং করের সাথে নয় যা পরোক্ষভাবে আয় বা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিবাদ যে এই দুটি অনুচ্ছেদ পঠিত হবে সীমাবদ্ধ অর্থে সম্পত্তি থেকে ছাড় অথবা একটি রাজ্যের আয় একটি ক্ষেত্রে এবং অন্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সম্পত্তি সরাসরি সম্পত্তি বা আয়ের উপর কর থেকে অব্যাহতি হতে পারে, যা হল সঠিক।

এই প্রসঙ্গে, অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট, কানাডার সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিলের কিছু সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, যা অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার সংবিধানে অনুরূপ, যদিও অভিন্ন নয়, বিধানগুলি নির্মাণের বিষয়ে বহন করে।

কানাডিয়ান সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি ৯১, ৯২ এবং ১২৫ ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭ এর (৩০-৩১ ভিক্ট ৩)। ধারা ৯১ এর প্রাসঙ্গিক অংশ:-

> "এটা রানির জন্য আইনত হবে কানাডার শান্তি, নিয়ম, সুশাসনের জন্য, সমস্ত ক্ষেত্রে যা এমন শ্রেণীর মধ্যে আসেনা সেইসব বিষয়ের সেই আইনের দ্বারা যা প্রদেশের আইনসভা দ্বারা সরাসরি ভাবে প্রদান করা হয়েছিল; এবং ভালো স্থিরতার জন্য, কিন্তু সেই ধারার এমনভাবে সাধারনতাকে সীমিত করা সেসব শর্তের, এতদ্বারা ঘোষণা করা হয় যে (এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন) কানাডার সংসদের একচেটিয়া আইনী কর্তৃত্ব পরবর্তীতে গণনা করা বিষয়গুলির শ্রেণির মধ্যে আগত সমস্ত বিষয়ে প্রসারিত হয়; ঐটাই বলতে হবে :

(২) ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ;

(৩) যে কোনো পদ্ধতি বা কর ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা।

ধারা ৯২ প্রাদেশিক উদ্দেশ্যে রাজস্ব বাড়ানোর জন্য প্রদেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করসহ প্রদেশের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রদান করে।

ধারা ১২৫ এই শর্তাবলী:-

"কানাডা বা কোনো প্রদেশের কোনো জমি বা সম্পত্তি করের জন্য দায়ী থাকবে না।"

এইভাবে দেখা যাবে যে উপরের উদ্ধৃত অংশটি আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) বিধানগুলির খুব সমান্তরালভাবে চলে। কানাডার সংবিধানের এই বিধানগুলি কানাডার সুপ্রীম কোর্টের সামনে এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির সামনেও বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে বিবেচনার জন্য এসেছে। ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডার রাজত্বের অ্যাটর্নি-জেনারেল (৬৪ ক্যান. এস. সি. আর. ৩৭৭) ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে যে ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশ কানাডায় মদ আমদানি করতে পারে কিনা বিক্রয়, সরকারি মদ আইনের বিধান অনুসারে (১১ জিও. ভি, সি. ৩০) কানাডার রাজত্ব দ্বারা আরোপিত শুল্ক পরিশোধ ছাড়াই। এটি তর্ক করা হয়েছিল, যেমনটি আমাদের আগে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে "কর" শব্দটি শুল্ক আরোপকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল এবং ধারা ১২৫ এ "সম্পত্তি" শব্দটি সব ধরনের সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাজত্বের দেওয়া উত্তরটি ছিল যে শুল্কগুলি ধারা ১২৫ এ ব্যবহৃত অভিব্যক্তির অর্থের মধ্যে কর গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতির মধ্যে ছিল এবং দ্বিতীয়ত, শুল্কগুলিকে "করাধান" অভিব্যক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে ধরে নিলে, তারা কর গঠন করেনি

সম্পত্তির উপর। এটি রাজত্বের পক্ষ থেকেও বিরোধিতা করা হয়েছিল যে ধারা ১২৫ এ "করাধান" শব্দটি শুল্ক বোঝার উদ্দেশ্যে ছিল না যেহেতু ধারা দ্বারা নির্দেশিত নিষেধাজ্ঞাটি পারস্পরিক নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্যে ছিল এবং অপ্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে রাজত্বের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়নি। কানাডার সুপ্রিম কোর্ট, সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দ্বারা, রাজকোষের সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছে কানাডার আদালত, যেটি ধরেছিল যে প্রদেশের আমদানি ডোমিনিয়নে আমদানি শুল্ক দিতে দায়বদ্ধ। এইভাবে রাজত্বের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিতর্কটি গৃহীত হয়েছিল যে শুল্কগুলি সম্পত্তির উপর আরোপিত কর ছিল না কিন্তু ধার্য করা হয়েছিল কানাডায় কিছু পণ্য আমদানির শর্ত হিসাবে তাদের আমদানি।

সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে বিশেষ আবেদন দিয়ে প্রিভি কাউন্সিলের সামনে বিরোধ করা হয়েছিল। প্রিভি কাউন্সিলের রায় ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল (১৯২৪ এ. সি. ২২২) এ রিপোর্ট করা হয়েছে। প্রিভি কাউন্সিল আপীল করা সিদ্ধান্তকে বহাল রাখে এবং বলে যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কলম্বিয়া সরকার দ্বারা কানাডায় আমদানি করা অ্যালকোহলযুক্ত মদের উপর রাজত্ব কর্তৃক আরোপিত আমদানি শুল্ক বৈধ। প্রিভি কাউন্সিল কানাডিয়ান সংবিধানের পুরো পরিকল্পনার বিবেচনার ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে যার অধীনে রাজত্বের সমগ্র রাজত্ব জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল এবং বলে যে "ধারা ১২৫ তাই সর্বোত্তম রোধ করার জন্য বিবেচনা করা উচিত এই উদ্দেশ্য এইভাবে পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছে। প্রিভি কাউন্সিল আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে "সত্য সমাধান ধারা ১২৫ এর অভিযোজনে পাওয়া যায়। সরকারের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা যা সংবিধি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এইমাত্র উল্লিখিত মামলার সিদ্ধান্তের অনুপাতটি বর্তমান ক্ষেত্রে কেন্দ্রের পক্ষে উত্থাপিত বিবাদ এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এর সাথেও অভিযোজিত হতে হবে সংবিধানের পুরো পরিকল্পনা জুড়ে।

এখন অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান এবং অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট দ্বারা নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক মামলার দিকে ফিরে, কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া সংবিধান আইন, ১৯০০ এর ধারা ৫১ (৬৩ এবং ৬৪ ভিক্ট ১২) এর প্রাসঙ্গিক অংশ নির্ধারণ করা প্রয়োজন:-

"সংবিধান সাপেক্ষে, সংসদের ক্ষমতা থাকবে কমনওয়েলথের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সুশাসনের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য-

(i) অন্যান্য দেশের সাথে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্য;

(ii) করাধান; কিন্তু যাতে রাজ্য বা রাজ্যের অংশগুলির মধ্যে বৈষম্য না হয়।"

এই ঘনিষ্ঠভাবে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের ধারা ৯১ যে অংশ অনুসরণ করে, যা ফেডারেল সংসদকে এই ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা এবং এর ক্ষেত্রে কর আরোপের অধিকার দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথের ধারা ১১৪ নিম্নলিখিত শর্তে কর থেকে অনাক্রম্যতা প্রদান করে:-

"কোন রাষ্ট্র, কমনওয়েলথের সংসদের সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন নৌ বা সামরিক বাহিনী বাড়াতে বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না, বা কমনওয়েলথের অন্তর্গত কোন প্রকার সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না বা কমনওয়েলথ কোন প্রকার সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না যা একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত।"

এটি কানাডিয়ান সংবিধান এবং অনুচ্ছেদর ধারা ১২৫ এর বিধানের সাথে মিলে যায় এবং আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯, যা কর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিধান রেখেছে। নিউ সাউথের অ্যাটর্নি-জেনারেলের মামলায় অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের সেই বিধানগুলির ব্যাখ্যার প্রশ্নটি অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের সামনে এসেছিল।

ওয়েলস বনাম দ্য কালেক্টর অফ শুল্ক বিভাগ ফর নিউ সাউথ ওয়েলস (১৯০৭-৮) ৫ সি. এল. আর. ৮১৮। এই ক্ষেত্রে নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের দ্বারা রেলওয়ে নির্মাণে ব্যবহারের জন্য ইংল্যান্ড থেকে বাদী দ্বারা আমদানি করা নির্দিষ্ট ইস্পাত রেলের ক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগ কালেক্টর কর্তৃক আদায়কৃত শুল্কের পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ব্যবস্থা আনা হয়েছিল। রাজ্য দাবি করেছে যে সেই রেলগুলি শুল্ক দায়বদ্ধ নয় এই ভিত্তিতে যে সেগুলি সরকারের সম্পত্তি এবং সংবিধানের ধারা ১১৪ এর ভিত্তিতে শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শুল্ক আরোপ অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতির পাশাপাশি করের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য, একটি রাজ্য সরকার দ্বারা আমদানি করা পণ্যগুলি কমনওয়েলথের শুল্ক আইনের অধীন। তারা এটাও নির্ধারণ করেছে যে শুল্কের শুল্ক আরোপ করা পূর্বোক্ত ধারা ১১৪ এর অর্থের মধ্যে সম্পত্তির উপর কর আরোপ নয়। আদালত যোগ করেছে যে এমনকি যদি ধারার শব্দগুলি সেই ব্যাপক অর্থ বহন করতে সক্ষম হয়, তবে এটি একমাত্র বা প্রয়োজনীয় অর্থ নয় এবং শুল্ক আরোপের জন্য কমনওয়েলথের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রদানকারী সংবিধানের বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যান করা উচিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার সাথে। বিচারপতি আইজ্যাকস একই উপসংহারে এসেছিলেন যদিও কিছুটা ভিন্ন ভিত্তিতে। ফলাফলে, আদালত সর্বসম্মতিক্রমে ধরে নিয়েছে, যদিও একই কারণে নয়, যে রাষ্ট্র দ্বারা আমদানিকৃত পণ্য আমদানি শুল্কের জন্য দায়ী। হাইকোর্ট বলেছিল যে "যেকোনো কর আরোপ" শব্দগুলি শুল্ক বিভাগের শুল্ক প্রয়োগে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু এটি নির্দেশ করে যে শুল্ক আরোপ করা "সম্পত্তির উপর কর আরোপ" অভিব্যক্তির বোধগম্যতার মধ্যে ছিল না। এটি আরও উল্লেখ করেছে যে পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল এবং এক অর্থে "পণ্যের উপর" শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, এমনকি স্ট্যাম্প শুল্ক, উত্তরাধিকার শুল্ক এবং অন্যান্য ধরণের পরোক্ষ করের মতকে কার্য এবং অন্যান্য বাস্তব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কর বলা হয়।

আদালত আইনি অবস্থানকে স্বীকৃত করেছে যে শুল্ক প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তির উপর শুল্ক নয় বরং সম্পত্তির কার্যকলাপ বা নড়াচড়ার উপর।

কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানের সাদৃশ্যপূর্ণ বিধানগুলির ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে এই কর্তৃপক্ষগুলি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিতর্ককে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে যে শুল্কগুলি সম্পত্তির উপর কর নয় তবে শর্তাবলী বা পণ্য আমদানি ও রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হয়, বাণিজ্য ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রের একচেটিয়া ক্ষমতার প্রয়োগে করের ক্ষমতার সাথে পাঠ করা হয় এবং ছাড়ের সাধারণ শব্দগুলিকে তাদের পরিধিতে সীমিত রাখতে হবে যাতে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার সাথে সংঘর্ষে না আসে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শুল্ক আরোপ এর ক্ষেত্রে।

পরবর্তীতে রাজ্যগুলির তরফে অনুরোধ করা হয় যে, এমনকি যদি অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) শুধুমাত্র রাজ্যের সম্পত্তিকে সম্পত্তির উপর সরাসরি কর থেকে অব্যাহতি দেয়, তালিকা । এর ৮৪ নম্বর আইটেমের অধীনে পণ্যের উপর আবগারি ধার্য করা হল সম্পত্তির উপর একটি কর এবং সেইজন্য রাজ্যের মালিকানাধীন এবং তাদের দ্বারা নির্মিত পণ্যের উপর কোন আবগারি ধার্য করা যাবে না। আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে তালিকা । এর ৮৩ নম্বর আইটেমের অধীনে রপ্তানি শুল্ক সহ শুল্ক বিভাগের শুল্কগুলি আমদানি বা রপ্তানি করা পণ্যের উপর সমান শুল্ক এবং সেইজন্য রাষ্ট্রের সম্পত্তি অবশ্যই অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর অধীনে ছাড় দিতে হবে, উভয় আবগারি শুল্ক এবং রপ্তানি শুল্ক সহ প্রথাগত শুল্ক পর্যন্ত। এতে আবগারি ও শুল্কের ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আবগারি শুল্ক সম্পর্কিত এই প্রশ্নটি এই আদালত অ্যামালগামেটেড কোলফিল্ডস লিমিটেড বনাম কেন্দ্র অফ ইন্ডিয়া (এ. আই. আর. ১৯৬২ এস. সি. ১২৮১) এর ক্ষেত্রে বিবেচনা করেছিল। ফেডারেল কোর্টের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করার পরে পুনরায়। সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বেরার সেলস অফ মোটর অ্যান্ড লুব্রিকেন্ট করাধান আইন (১৯৩৯ এফ. সি. আর. ১৮); মাদ্রাজ প্রদেশ বনাম মেসার্স

বুধু পাইদানে (১৯৪২ এফ. সি. R. ৯০) এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম মাদ্রাজ প্রদেশ (১৯৪৫) এফ. সি. আর. ১৭৯), এই আদালত পৃষ্ঠা ১২৮৭ তে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে -

> "অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে, আমরা আবগারি শুল্ক ধার্য করার এবং তা সংগ্রহের জন্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ধারিত নীতিগুলিকে মেনে নিই। আবগারি শুল্ক হল প্রাথমিকভাবে উত্পাদিত বা উত্পাদিত পণ্যগুলির উত্পাদন বা উত্পাদনের উপর একটি শুল্ক। এটি একটি পরোক্ষ দায়িত্ব যা প্রস্তুতকারক বা প্রযোজক চূড়ান্ত ভোক্তাকে প্রদান করে, অর্থাৎ চূড়ান্ত ঘটনা সর্বদা ভোক্তার উপরই বর্তায়। একটি সুবিধাজনক পর্যায়ে ধার্য করা হয় যতক্ষণ না ইম্পোস্টের চরিত্র, অর্থাৎ এটি উত্পাদন বা উত্পাদনের উপর একটি শুল্ক, সংগ্রহের পদ্ধতিটি শুল্কের সারাংশকে প্রভাবিত করে না, তবে এটি কেবল যন্ত্রপাতির সাথে সম্পর্কিত প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সংগ্রহ।"

এটি দেখাবে যে করযোগ্য ইভেন্টে. আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে পণ্য তৈরি করা হয় এবং শুল্ক সরাসরি পণ্যের উপর নয় কিন্তু তার উৎপাদনের উপর। আমরা এই সংযোগে বিপরীতে বিক্রয় কর দিতে পারি যা বিক্রি হওয়া পণ্যের ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়, যেখানে করযোগ্য ঘটনাটি বিক্রয়ের একটি কার্য। অতএব, যদিও পণ্যের ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক এবং বিক্রয় কর উভয়ই ধার্য করা হয়, তবে দুটিই সম্পূর্ণ ভিন্ন দায়; একটি ক্ষেত্রে আরোপ করা হয় উত্পাদন বা উত্পাদনের কাজের উপর এবং অন্য ক্ষেত্রে এটি বিক্রয়ের উপর। কোন ক্ষেত্রেই তাই বলা যায় না যে আবগারি শুল্ক বা বিক্রয় কর হল সেই ঘটনার জন্য পণ্যের উপর সরাসরি কর। তারা সত্যিই একই কর হয়ে যাবে। এইভাবে দেখা যাবে যে আবগারি শুল্ক পরোক্ষ করের প্রকৃতিতে অংশ নেয় যা অর্থনীতিতে গুনমান কাজ হিসাবে পরিচিত এবং প্রত্যক্ষ করের থেকে আলাদা করা হয়, যেমন সম্পত্তি এবং আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে।

একইভাবে প্রথাগত শুল্ক সহ রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে যদিও সেগুলি পণ্যের প্রসঙ্গর সাথে আরোপ করা হয়, করযোগ্য ঘটনা হল শুল্ক বাধার মধ্যে পণ্য আমদানি বা শুল্ক বাধার বাইরে তাদের রপ্তানি। এগুলোও আবগারির মতো পরোক্ষ কর এবং আমাদের মতে এগুলোকে পণ্যের ওপর প্রত্যক্ষ করের সাথে সমান করা যায় না। এখন, আমদানি বা রপ্তানি শুল্কের প্রকৃত প্রকৃতি কী? সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে, আমদানি শুল্ক আরোপ করার ফলে, এমন একটি শর্ত তৈরি হয় যা পণ্যগুলিকে শুল্ক বাধার মধ্যে আনার আগে, অর্থাৎ, দেশের অভ্যন্তরে পণ্যগুলির ভরের অংশ হওয়ার আগে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। বিদেশী জমি থেকে দেশে পণ্য আনার পদ্ধতি এবং শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এই ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়। একইভাবে রপ্তানি শুল্ক দেশের বাইরে অন্য দেশে পণ্য পাঠানোর একটি নজির যা অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর অর্থে সম্পত্তির উপর এটি একটি কর্তব্য নয়। যদিও অভিব্যক্তি "করাধান", যেমন অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ যাই হোক না কেন যে কোনো কর বা চাপিয়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত", সেই সংজ্ঞাটির প্রশস্ততা কেটে ফেলতে হবে যদি প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়। অবস্থানটি হল যেখানে কেন্দ্রীয় সংসদকে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, বিদেশী এবং আন্তঃরাজ্য উভয়ই (এন্ট্রি ৪১ এবং ৪২) এবং রপ্তানি ও আমদানি শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক আরোপের একমাত্র দায়িত্ব সহ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন এবং রাজস্ব বাড়ানো, একটি ব্যতিক্রম অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) তে খোদাই করা হয়েছে রাজ্যগুলির পক্ষে, তাদের নির্দিষ্ট ধরণের কেন্দ্র কর থেকে অনাক্রম্যতা প্রদান করে। সুতরাং, সংবিধানের বিধানগুলিকে বোঝার জন্য এটি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যাতে উভয়কেই পূর্ণরূপে কার্যকর করা যায়, যতদূর সম্ভব। যদি মনে করা হয় যে রাজ্যগুলি তাদের রপ্তানি বা আমদানির ক্ষেত্রে সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, তাহলে এমন পরিস্থিতি কল্পনা করা কঠিন নয় যেখানে একটি রাজ্য সমস্ত বৈচিত্র্যের জিনিস আমদানি বা রপ্তানি করতে পারে এবং এইভাবে বাতিল করতে পারে

সেইসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের একচেটিয়া ক্ষমতা অনেকাংশে। অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর বিধান সংসদে সংরক্ষিত আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষেত্রের ব্যতিক্রমের প্রকৃতির হওয়ায়, ব্যতিক্রমটিকে কঠোরভাবে বোঝাতে হবে, এবং সেইজন্য, সম্পত্তি এবং রাজ্যের আয়ের উপর করের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য কথায়, রাজ্যগুলির পক্ষে প্রদত্ত অনাক্রম্যতা সম্পত্তি এবং আয়ের উপর সরাসরি ধার্য করের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অতএব, যদিও আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক পণ্য এবং পণ্যের প্রসঙ্গ আছে, তারা সরাসরি সম্পত্তির উপর কর নয় এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর ছাড়ের মধ্যে নেই।

আমরা এই বিষয়ে ব্রিটিশ কলম্বিয়া বনাম কিংকাম নেভিগেশন কোং লিমিটেড (১৯৩৪ এ. সি. ৪৫) এর জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেলের কাছে উল্লেখ করতে পারি, যাতে প্রিভি কাউন্সিল তাদের মধ্যে থাকা শুল্ক বিভাগ এবং আবগারি শুল্কের সারমর্ম প্রকাশ করে যে সারমর্ম, ব্যাবসা কর প্রত্যক্ষ কর থেকে আলাদা।

কিন্তু রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে আমাদের সংবিধানের প্রকল্পে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি এবং তাই এই পার্থক্যটি বর্তমান বিতর্কের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। এটা সত্য যে, আমাদের সংবিধানে এ ধরনের কোনো স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়নি; এমনকি শুল্ক (রপ্তানি শুল্ক সহ) এবং আবগারি শুল্কের আকারে কর, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই জাতীয় বিষয়গুলি সংসদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এবং তালিকা ।-এর বিভিন্ন এন্ট্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে যার সাথে প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে, সম্পত্তির উপর কর বলা যাবে না; এগুলি ইম্পোস্টস যা উপায়ে বা আমদানি বা রপ্তানি বা পণ্যের উত্পাদন বা উত্পাদনের সাথে সম্পত্তির চলাচলের প্রসঙ্গ। তাই যদিও আমাদের সংবিধান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে না, তবে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) তে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কেন্দ্র থেকে

সম্পত্তির উপর কর আরোপ করতে হবে যা অর্থনীতিবিদদের কাছে সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ কর হিসাবে পরিচিত এবং শুল্ক ও আবগারি শুল্কের মত পরোক্ষ করের জন্য নয় যা তাদের সারমর্ম ব্যবসায়িক কর এবং সম্পত্তির উপর কর নয়।

রাজ্যগুলির তরফে এটাও বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের তরফে প্রস্তাবিত সংকীর্ণ নির্মাণ অত্যন্ত গুরুতরভাবে এবং রাজ্যগুলির কার্যকলাপকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে৷ এই যুক্তিটি রাজ্যগুলির পক্ষে প্রস্তাবিত বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে আরও গুরুতর পরিণতিগুলিকে বিবেচনায় নেয় না। উদাহরণস্বরূপ, একটি রাষ্ট্র বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী দেশগুলির সাথে বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্য ও বাণিজ্য শুরু করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাজ্যগুলির দ্বারা পেশ করা ব্যাখ্যায়, কেন্দ্রীয় সংসদ তালিকা ।-এর ৮৩ নম্বর এন্ট্রি দ্বারা প্রদত্ত করের ক্ষমতা ব্যবহার করে এই জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে ক্ষমতাহীন হবে, এইভাবে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের একচেটিয়া ক্ষমতাকে বৃহৎভাবে বাতিল করে দেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এই ধরনের বাণিজ্য কর দেওয়ার ক্ষমতা সহ। বিদেশী দেশের সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্য, শুল্ক সীমান্ত জুড়ে রপ্তানি ও আমদানি এবং আন্তঃরাজ্য ব্যবসা ও বাণিজ্য সবই কেন্দ্রীয় সংসদের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে। এই আদালত স্বাভাবিকভাবেই অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) এর একটি নির্মাণ গ্রহণ করবে না যা এমন একটি চমকপ্রদ ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে এসব বিষয়ে সংসদের একচেটিয়া ক্ষমতা বাতিল করা।

সবশেষে, রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে ধারা ২০, সমুদ্র শুল্ক আইনের ১৯৫১-এর XLV আইন দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল এবং উপ-ধারা (২) টি এর অধিকাংশ শব্দ অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) এর বিধান থেকে ধার করা হয়েছে, এবং সেইজন্য, সংসদ নিজেই ২৮৯ এর শর্ত (২) তে বুঝেছিল যে যেই অর্থে রাজ্যগুলি দাবি করছে যে এটি ব্যাখ্যা করা উচিত। কিন্তু আমাদের মতে তা হয় না

বিষয়টি উপসংহারে ফেলি, কারণ আমাদের সংবিধানের বিধানগুলিকে তাদের যথাযথ বিন্যাসে নির্ণয় করতে হবে এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অধিকারী যে ২৮৯ এর শর্ত (২) এর শব্দের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সংসদ সঠিক ছিল না।

উপরে প্রদত্ত কারণগুলির জন্য, এটি অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে কেন্দ্র করের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত অনাক্রম্যতা রপ্তানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক সহ শুল্ক বিভাগের শুল্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না। আমাদের উল্লেখ করা তিনটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হতে হবে। এই আদালতের মতামত সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে জানানো হোক।

বিচারপতি এস. কে. দাস.- অনুচ্ছেদ ১৪৩ এর শর্ত (১) দ্বারা তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে, ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনের তিনটি প্রশ্ন বিবেচনার জন্য এই আদালতে উল্লেখ করেছেন এবং তার মতামতের একটি প্রতিবেদন দিয়েছেন। এই প্রশ্নগুলি হল:

(১) সংবিধানের ২৮৯ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি কি কেন্দ্রকে আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ করা বা অনুমোদন করা থেকে বিরত রাখে সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২) তে উল্লেখ করা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাষ্ট্রের সম্পত্তি?

(২) ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধানগুলি কি ধারায় উল্লিখিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাজ্যের সম্পত্তির ভারতে উত্পাদন বা উত্পাদনের উপর আবগারি শুল্ক আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয় সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২) এ উল্লেখ করা ছাড়া অন্য কোথাও?

(৩) সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের আইন ৮) এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪-এর আইন।) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১এ)

সংশোধিত বিল দ্বারা সংশোধন করা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

আমরা এই প্রশ্নগুলিতে খুব পূর্ণ যুক্তির সুবিধা পেয়েছি। ভারতের বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল ভারতের কেন্দ্রের পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। আমাদের সামনে বেশ কয়েকটি রাজ্য তাদের অ্যাডভোকেট-জেনারেল বা অন্যান্য কাউন্সেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মহারাষ্ট্র রাজ্য ব্যতীত যা কিছুটা ভারতের কেন্দ্রের মতো অবস্থান নিয়েছে, তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমরা বর্তমানে বিরোধের বিষয়গুলিকে আরও বিশদে উল্লেখ করব তবে এটি সাধারণত বলা যেতে পারে যে মহারাষ্ট্র রাজ্য ব্যতীত, রাজ্যগুলি যারা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর অধীনে অবস্থান নিয়েছে উল্লিখিত অনুচ্ছেদের শর্ত (২) এর অধীনে অনুমোদিত পরিমাণ ব্যতীত একটি রাষ্ট্রের সম্পত্তি শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক আরোপ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ভারতের কেন্দ্র এই অবস্থান নিয়েছে যে শুল্ক (সপ্তম তফসিলের তালিকা। এর এন্ট্রি ৮৩) এবং আবগারি শুল্ক (সপ্তম তফসিলের তালিকা। এর এন্ট্রি ৮৪) শুল্ক আরোপের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দেওয়া ক্ষমতার প্রশস্ততা হতে পারে শুধুমাত্র ২৮৯ অনুচ্ছেদের একটি অত্যন্ত কঠোর ব্যাখ্যা দ্বারা কাটা হবে এবং সেই কঠোর ব্যাখ্যাটি হল অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) শুধুমাত্র একটি সম্পত্তি করের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যথা, পণ্যের উপর একটি কর যেমন এবং তাদের আমদানি বা রপ্তানি বা তাদের উত্পাদন ও উত্পাদনের উপর নয়, এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ দেখা হয় যে শুল্ক এবং আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রকে কোনও সুরক্ষা দেয় না।

যে সাংবিধানিক পটভূমির বিরুদ্ধে প্রশ্নগুলি বিবেচনার জন্য পড়ে সে সম্পর্কে এই পর্যায়ে সম্ভবত কিছু বলা প্রয়োজন। সমুদ্র

শুল্ক আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের ৮) সমুদ্র শুল্ক-শুল্ক ধার্য সংক্রান্ত আইনকে একীভূত ও সংশোধন করার জন্য ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে প্রণীত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সালের ১) আবগারি এবং লবণের কেন্দ্রীয় শুল্ক সম্পর্কিত আইনকে একীভূত ও সংশোধন করার জন্য ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রণীত হয়েছিল। ভারত সরকার আইন, ১৯১৫ (৫ এবং ৬ জিও. ৫, সি. ৬১) ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসন সম্পর্কিত অসংখ্য সংসদীয় সংবিধিকে বাতিল এবং পুনরায় কার্যকর করার একটি সুসংহত ব্যবস্থা যা ১৭৭০ এবং ১৯১২ সালের মধ্যে লাগু হওয়া করা হয়েছিল৷ এই আইন ভারত সরকারের সংশোধনী আইন, ১৯১৬ (৬ এবং ৭ জিও. ৫, সি. ৩৭) দ্বারা কিছু ছোটখাটো বিষয়ে সংশোধিত হয়েছিল যা মূল আইনে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু মৌলিক বিধানও রয়েছে। ১৯১৯ সালে আইনটি আবার ভারত সরকার আইন, ১৯১৯ (৯ এবং ১০ জিও. ৫, সি. ১০১) লাগু হওয়ার মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছিল যা সাধারণভাবে পরিচিত যেগুলির উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল মন্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট হিসাবে। ১৯১৯ সালের আইনের ৪৫ ধারায় বলা হয়েছে যে সেই আইন এবং ১৯১৬ সালের আইন দ্বারা করা সংশোধনীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ভারত সরকার আইন, ১৯১৫-এর পাঠ্য এবং সেই আইনটি যাতে সংশোধিত হয় ভারত সরকার আইন হিসাবে পরিচিত। ভারত সরকারের এই আইন দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত একটি ভারতীয় আইনসভা গঠন করেছে, যথা, রাজ্যের কাউন্সিল এবং আইনসভা। এই আইনসভা সমস্ত ব্যক্তির জন্য, সমস্ত আদালতের জন্য এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সমস্ত স্থান এবং জিনিসগুলির জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে খারাপ করে এবং ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে কার্যকর ছিল এমন কোনও আইন বাতিল বা পরিবর্তন করার ক্ষমতাও ছিল। ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ (২৬ জিও. ভি, সি. ২) এর আগে ক্রাউনের আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব, যা সমগ্র ব্রিটিশ ভারত জুড়ে বিস্তৃত ছিল, অনেক উত্স থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল, আংশিক বিধিবদ্ধ এবং আংশিক বিশেষাধিকারে, প্রাক্তন তাদের ছিল ব্রিটিশ সংসদের আইন থেকে উৎপত্তি এবং বিজয়, ছাড় বা ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে অধিকারগুলির মধ্যে

পরবর্তীটি যার মধ্যে কিছু সরাসরি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং অন্যগুলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারের উত্তরাধিকারী হিসাবে ক্রাউন দ্বারা উপভোগ করেছিল। ভারতের জন্য রাজ্য সেক্রেটারি ছিলেন ক্রাউনের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি ভারতের বিষয়াবলী সম্পর্কিত ক্রাউনে অর্পিত সমস্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য। কিন্তু ভারতের বেসামরিক ও সামরিক সরকারের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ ভারত সরকারের আইন দ্বারা গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল; যখন সরকার বা গভর্নর এবং প্রধান কমিশনারদের প্রদেশের প্রশাসন যথাক্রমে স্থানীয় সরকারগুলিতে ন্যস্ত।

ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ এবং একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের আকারে একটি দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা চালু করেছিল; আইনসভার দুটি সেট স্থাপন করা হয়েছিল, একটি ফেডারেল আইনসভা এবং অন্যটি প্রাদেশিক আইনসভা। সপ্তম তফসিলে তিনটি তালিকা দেওয়া হয়েছিল, ফেডারেল লেজিসলেটিভ লিস্ট যাকে লিস্ট । বলা হয়, প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ লিস্টকে লিস্ট ॥ বলা হয় এবং লিস্ট ॥। বলা হয়। সেই তালিকা অনুসারে আইনসভার মধ্যে আইনসভার ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছিল। শুল্ক বিভাগের শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক সহ তালিকা । এর ৪৪ আইটেমের মধ্যে এসেছে এবং ভারতে উৎপাদিত বা উৎপাদিত তামাক এবং অন্যান্য পণ্যের উপর আবগারি শুল্ক রয়েছে অ্যালকোহলযুক্ত মদ, আফিম ইত্যাদি ব্যতীত, আইটেম ৪৫ এর মধ্যে এসেছিল। ভারতীয় আইনসভা সময়ে সময়ে সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আবগারি এবং লবণ আইন, ১৯৪৪ সংশোধন করে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যা এর সরকারের অধীনে ছিল হয় ভারত সরকার আইন, বা ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭, ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ থেকে ভারতের রাজত্ব তৈরি করেছিল এবং ভারতীয় বিষয়গুলির জন্য ক্রাউনের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের সেক্রেটারি অফ রাজ্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় সাংবিধানিক দৃশ্য থেকে। ভারতের সংবিধান ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়। এই সংবিধান ভারতকে একটি সার্বভৌম হিসাবে কল্পনা করেছিল

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যেমন, রাজ্যগুলির একটি কেন্দ্র কিন্তু সংসদ, যা কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং রাজ্য আইনসভাগুলির মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর পরিকল্পনা অব্যাহত ছিল। সংবিধানের সপ্তম তফসিলে তিনটি তালিকা রয়েছে, কেন্দ্র তালিকা যাকে তালিকা। বলা হয়, রাজ্যের তালিকাকে তালিকা ॥ বলা হয় এবং সমকালীন তালিকাকে তালিকা ।॥ বলা হয়। তালিকা। এর এন্ট্রি ৮৩ রপ্তানি শুল্ক সহ শুল্ক বিভাগের শুল্কের সাথে সম্পর্কিত এবং এন্ট্রি ৮৪ তামাক এবং মদ, আফিম ইত্যাদি ব্যতীত ভারতে উৎপাদিত বা উত্পাদিত অন্যান্য পণ্যের উপর আবগারি শুল্কের সাথে সম্পর্কিত। আইনী ক্ষমতার বন্টন এবং কেন্দ্রের মধ্যে আইন প্রণয়ন সম্পর্ক এবং রাজ্যগুলি বিভিন্ন অনুচ্ছেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যথা, অনুচ্ছেদ ২৪৫ থেকে ২৫৮ পর্যন্ত, সংবিধানের অংশ X। এর প্রথম অধ্যায়ে। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সাংবিধানিক অবস্থান নির্দেশ করতে পারি যে সাধারণ পরিস্থিতিতে তালিকা ।-এ গণনা করা যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা সংসদের রয়েছে এবং যে কোনও রাজ্যের আইনসভার এই জাতীয় যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে তালিকা ॥ এ গণনা করা বিষয়গুলি; একটি রাজ্যের সংসদ এবং আইনসভা উভয়েরই তালিকা ।॥-এ উল্লেখিত যেকোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৫ এর অধীনে, আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের পাশাপাশি একটি রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতাও সংবিধানের বিধানের অধীন। এর মধ্যে কিছু বিধান যা অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ এ রয়েছে যা সংবিধানের X॥ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ঘটে। এই অংশটি বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে কাজ করে, যেমন অর্থ (অধ্যায় ।), ঋণ গ্রহণ (অধ্যায় ॥) এবং সম্পত্তি, চুক্তি ইত্যাদি (অধ্যায় ।॥)। আমরা এখন অনুচ্ছেদ ২৮৯ পাঠ করছি:

> ২৮৯ (১) একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

(২) শর্ত (১) এর কোন কিছুই কেন্দ্রকে এমন পরিমাণে কোন কর আরোপ বা আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে না, যদি থাকে, যেমন সংসদ আইনের দ্বারা পরিচালিত কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রদান করতে পারে, বা তার পক্ষে, একটি রাষ্ট্রের সরকার, বা তার সাথে সংযুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ, বা এই জাতীয় বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তি, বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও আয় সংগৃহীত বা উদ্ভূত।

(৩) দফা (২) এর কোন কিছুই কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা বাণিজ্য বা ব্যবসার কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা সংসদ আইন দ্বারা সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর জন্য আনুষঙ্গিক বলে ঘোষণা করতে পারে।"

এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গ বিবেচনার জন্য প্রধান বিষয়।

সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরপরই সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮-এর ধারা ২০ যেটি আইনের অধীনে কোন পণ্যের শুল্কযোগ্য হবে তা বলা হয়েছিল, ১৯৫১ সালের আইন XLV দ্বারা কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল। ধারা ২০, এর উপ-ধারা (২), যা বলেছে যে উপ-ধারা (১) এর বিধান একটি রাষ্ট্রের সরকারের অন্তর্গত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং সেই সরকার বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপের জন্য বা তার পক্ষে পরিচালিত যেকোন ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে যেহেতু তারা কোনো সরকারের অন্তর্গত নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি অনুরূপ সংশোধন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪-এর ধারা ৩ এ উপ-ধারা (১-ক) সন্নিবেশ করে ধারার মধ্যে। ওই উপ-ধারায় বলা হয়েছে উপ-ধারা (১) এর বিধান লবণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আবরণযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা ভারতে একটি রাজ্যের (একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ব্যতীত) সরকারের পক্ষ থেকে উত্পাদিত বা উত্পাদিত হয় এবং উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়

সেই সরকারের পক্ষ থেকে বা তার পক্ষে সম্পাদিত যেকোন ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসা, বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ যা তারা কোনো সরকার দ্বারা উত্পাদিত বা উত্পাদিত নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা স্পষ্ট যে এই দুটি সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪-কে অনুচ্ছেদর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর সাথে। ১৯৬২ সালে কেন্দ্র সরকার সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ সংশোধন করার জন্য সংসদে একটি খসড়া বিল পেশ করে। এই প্রসঙ্গটি কীভাবে এসেছে তা বোঝার জন্য আমরা এই খসড়া বিলের দুটি ধারা উদ্ধৃত করতে পারি যা এই আদালতে করা হয়েছে। এই দুটি ধারা হল খসড়া বিলের শর্ত ২ এবং ৩ যা চলমান:

২. ধারা ২০, ১৮৭৮ সালের আইন ৮ এর সংশোধন, সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর ধারা ২০-এ, উপ-ধারা (২) এর জন্য নিম্নলিখিত উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:-

"(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি সরকারের অন্তর্গত সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেমন তারা সরকারের অন্তর্গত নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩. ধারা ৩, ১৯৪৪ সালের আইন।, - কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪-এর ধারা ৩-তে উপ-ধারা (।এ) এর জন্য নিম্নলিখিত উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:-

"(১এ) উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি লবণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আবরণযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা ভারতে উত্পাদিত বা উত্পাদিত হয়, বা সরকারের পক্ষে, তারা যে পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সরকার দ্বারা উৎপন্ন বা উত্পাদিত।"

এই খসড়া বিলটি একটি বিতর্কের জন্ম দেয় এবং কিছু রাজ্যের সরকার এই মত প্রকাশ করে যে খসড়া বিলটিতে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সংবিধানের আইনের বিধান হিসাবে বৈধ হবে না অনুচ্ছেদ ২৮৯, 'করাধান' এবং 'কর'-এর সংজ্ঞা সহ পঠিত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৬ এর শর্ত (২৮) পরিমাণ ব্যতীত, একটি রাজ্যের যে কোনও সম্পত্তির উপর বা তার সাথে সম্পর্কিত প্রথাগত শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সহ কোনও কর আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয় অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) সাপেক্ষে যা শর্ত (৩) দ্বারা পঠিত। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য মনে করে যে কেন্দ্র কর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) দ্বারা একটি রাজ্যের সম্পত্তির উপর কেন্দ্র করের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং একটি রাজ্যের সম্পত্তি সম্পর্কিত কেন্দ্র করের প্রসারিত হয়নি; তাই, প্রথাগত শুল্ক হচ্ছে পণ্যের আমদানি বা রপ্তানির উপর কর এবং পণ্যের উপর নয় এবং আবগারি শুল্ক হল পণ্যের উৎপাদন বা উত্পাদনের উপর কর এবং পণ্যের উপর নয় যেমন অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) এর সুরক্ষার মধ্যে আসেনি। দৃষ্টিভঙ্গির এই দ্বন্দ্ব সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং সুযোগ সম্পর্কে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে এবং বিশেষ করে, খসড়া বিলের সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রপতি উপরে উল্লিখিত তিনটি প্রশ্ন বিবেচনার জন্য এবং তার মতামতের একটি প্রতিবেদনের জন্য এই আদালতে উল্লেখ করেন।

ফেডারেল কোর্টে করা অতিপ্রাথমিক প্রসঙ্গগুলির মধ্যে একটিতে (পুনরায় সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বেরার সেলস অফ মোটর স্পিরিট অ্যান্ড লুব্রিকেন্ট ট্যাক্সেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৮ (১৯৩৮-এর কেন্দ্রীয় প্রদেশ ও বেরার অ্যাক্ট নং XIV) (১), এর ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে (যা সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অনুরূপ), প্রধান বিচারপতি গুয়ের পর্যবেক্ষণ করেছেন যে অন্যান্য বিধিগুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবে সেগুলি একটি সাংবিধানিক আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, তবে তাদের প্রয়োগ অবশ্যই দ্বারা প্রয়োজনীয় শর্তযুক্ত করা

(১) [১৯৩৯] এফ. সি. আর, ১৮.

আইনের বিষয়বস্তু, যথা, আইনের প্রকৃতি এবং সুযোগ যা নিজেই একটি সংবিধান, "একটি প্রক্রিয়া যার অধীনে আইন প্রণয়ন করা হয় এবং একটি নিছক আইন নয় যা ঘোষণা করে যে আইনটি কী হওয়া উচিত"। তিনি বলেন যে এটি একটি ফেডারেল সংবিধানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, এর বিচারব্যবস্থার চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে। আমরা স্বীকার করি যে একটি বিস্তৃত এবং উদার চেতনা অবশ্যই তাদের অনুপ্রাণিত করবে যাদের দায়িত্ব একটি জৈব যন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যা একটি সাংবিধানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে, একটি যন্ত্র যা একটি জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তার আদর্শকে মূর্ত করে তোলে এবং এই ধরনের আদর্শের উপলব্ধি সহজতর করে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য; তবে এর অর্থ এই নয় যে যাদের দায়িত্ব সংবিধানের ব্যাখ্যা করা তারা আইনের ভাষাকে প্রসারিত বা বিকৃত করতে স্বাধীন যে কোনও আইনি বা সাংবিধানিক তত্ত্বের স্বার্থে এমনকি বাদ দেওয়া বা অনুমিত ত্রুটিগুলি সংশোধন করার উদ্দেশ্যেও।

এই নীতিগুলি মাথায় রেখে আমাদের সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলির একটি পরীক্ষা করে সেই সমস্যাটিকে আমাদের সামনে বিবেচনা করা যাক। সমস্যার মূল বিষয় হল সংবিধানের অনুচ্ছেদর ২৮৯ এর প্রকৃত সুযোগ এবং প্রভাব যেটা আমরা আগে উদ্ধৃত করেছি। অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) বলে যে একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে। এখন, অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, প্রেক্ষাপটে অন্যথায় প্রয়োজন না হলে, "করাধান" অভিব্যক্তিতে সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ যে কোনো কর বা আরোপ করাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং "কর" শব্দটি সেই অনুযায়ী বোঝানো হবে। আমরা বর্তমানে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রসঙ্গ কিনা প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে এর জন্য "করাধান" শব্দের আলাদা অর্থ দিতে হবে। তবে প্রথমেই দেখা যাক অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) তে পড়লে কি হয় প্রতিস্থাপন দ্বারা অভিব্যক্তির জন্য "কর" শব্দ যা অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) বলে অভিব্যক্তি "করাধান" অন্তর্ভুক্ত। অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) তারপর নিম্নরূপ পড়বে:

"একটি রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং আয় কোন কর আরোপ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে বা

সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ, কেন্দ্র দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হোক।"

শুল্ক বিভাগ ডিউটি বা আবগারি শুল্ক যে অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) এর অর্থের মধ্যে একটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং এটি বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। যদি তাই অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১), অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) দ্বারা সজ্জিত কী দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে আমাদের মনে হয় যে যতই বিস্তৃত এবং উদার মনোভাব তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে যাদের দায়িত্ব অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যা করা, অনুচ্ছেদটির ভাষা প্রসারিত করা বা বিকৃত করা অসম্ভব যা স্পষ্ট ভাষায় বলে যে একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র দ্বারা সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ যাই হোক না কেন, যেকোন চাপ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

যতদূর কেন্দ্রের সম্পত্তি অনুচ্ছেদর পাল্টা অংশ সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ২৮৯ হল অনুচ্ছেদ ২৮৫ যা পঠিত হয়:

> "(১) কেন্দ্রের সম্পত্তি, যতদূর পর্যন্ত সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে, একটি রাজ্য বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পাবে।
>
> (২) দফা (১) এর কোনো কিছুই, যতক্ষণ না সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় বিধান করে, একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে কোনো কর্তৃপক্ষকে এই সংবিধানের সূচনার অব্যবহিত পূর্বে এই জাতীয় সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধ বা হিসাবে বিবেচিত কেন্দ্রের কোনো সম্পত্তির উপর কোনো কর আরোপ করতে বাধা দেবে না, যতক্ষণ না সেই রাজ্যে কর আরোপ করা অব্যাহত থাকে।

এখন, অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) এখনও আরও স্পষ্ট এবং জোরদার এটি বলে যে কেন্দ্রের সম্পত্তি, যতদূর সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে তা ব্যতীত, একটি রাজ্য বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। অভিব্যক্তি "সমস্ত কর" বলতে অবশ্যই সমস্ত কর বোঝাতে হবে তা সম্পত্তির উপর হোক বা সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত।

নয় অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) না অনুচ্ছেদ ২৮৫(১) তে আমরা কি এমন কোন সীমাবদ্ধ শব্দ দেখতে পাচ্ছি যা অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর "করাধান" অভিব্যক্তিটির সম্পূর্ণ অর্থকে কেটে দেবে। বা অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর "সমস্ত কর"। অনুচ্ছেদ ২৪৫ এর অধীনে আইনী ক্ষমতার বন্টন সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে স্পষ্ট ভাষায়। ফলস্বরূপ এই যে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে না অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) দ্বারা প্রদত্ত অব্যাহতি কেড়ে নেওয়ার জন্য, অথবা একটি রাজ্য আইনসভা আইন প্রদত্ত ছাড় কেড়ে নিতে পারে না অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) দ্বারা। যদি কেউ ব্যাখ্যার নীতিগুলি অনুসরণ করে যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, অনুচ্ছেদ ২৪৫, ২৮৫ (১), ২৮৯ (১) এবং ৩৬৬ (২৮) সরল প্রভাব বলে মনে হচ্ছে: অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) এর অধীনে কেন্দ্রের সম্পত্তি রাজ্যের দ্বারা বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পাবে, যতদূর সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে ব্যতীত; একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে যতদূর পর্যন্ত অনুচ্ছেদর ২৮৯ এর শর্ত (২) একটি রাষ্ট্রের সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করার অনুমতি দেয় বা অনুমোদন করে।

আসুন এখন বিবেচনা করা যাক অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রসঙ্গ কিনা বা সংবিধানের অন্য যেকোন অনুচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) বা ২৮৫ (১) "করাধান" বা "কর" অভিব্যক্তিটির একটি ভিন্ন অর্থ দেওয়া উচিত।

বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল অনুচ্ছেদ ২৮৯ এ 'সম্পত্তি' এবং 'আয়' শব্দগুলির ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন এবং আরও জমা দিয়েছেন যে অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) এর 'আয়' শব্দটি প্রয়োজনীয় ছিল না এবং সেখানে উল্লেখ করা হয়নি, কারণ "কৃষি আয় ব্যতীত অন্য আয়ের উপর কর" সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা।-এর একটি আইটেম এবং একটি রাজ্য বা একটি রাজ্যের মধ্যে একটি কর্তৃপক্ষের কোন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা নেই আয়ের উপর কর আরোপ করার ক্ষেত্রে। 'সম্পত্তি' এবং 'আই' দুটি শব্দের ব্যবহার অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) থেকে, বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল যুক্তি দিয়েছেন যে

নির্মাতাদের উদ্দেশ্য সংবিধানের অবশ্যই শর্ত (১) এ সীমাবদ্ধ করা হয়েছে সম্পত্তি বা আয়ের উপর সরাসরি কর চাপানোর উদ্দেশে, অর্থাৎ সম্পত্তির উপর কর বা আয়ের উপর কর। তিনি এই যুক্তিটি এভাবে বিশদ করেছেন: যেমন 'আয় কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে' এর অর্থ হল আয় আয়কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে, ঠিক একইভাবে 'সম্পত্তিকে কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে' অভিব্যক্তিটির অর্থ হল সম্পত্তিকে কর থেকে সম্পদের শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া হবে। অন্য কথায়, তিনি দাবি করেন যে, 'সম্পত্তি' শব্দটিকে অবশ্যই 'করাধান' শব্দটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং 'করাধান' শব্দের ব্যাপক অর্থের পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আমরা যুক্তির এই লাইনটিকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল সত্যই স্বীকার করেছেন যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) এর একটি ব্যাপক অর্থ রয়েছে এবং এটি একটি রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদকে বোঝায়। অনুচ্ছেদ ২৯৪ যা সংবিধানের একই অংশে ঘটে তা বলে যে সংবিধানের সূচনা থেকে সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদ যা এই ধরনের আরম্ভের ঠিক আগে ভারতের অধিরাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে মহামহিম এবং সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল যা এই ধরনের আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে প্রতিটি গভর্নরের প্রদেশের গভর্নরদের উদ্দেশ্যে মহামহিম-এ ন্যস্ত করা হয়েছিল যথাক্রমে কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সংবিধানে 'সম্পত্তি' শব্দটি স্থাবর বা অস্থাবর সমস্ত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সংবিধানের সূচনায় কেন্দ্র বা রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা সম্পত্তিগুলি ছাড়াও, কেন্দ্র বা রাজ্য নতুন সম্পদ অর্জন করতে পারে। এটি অনুচ্ছেদ ২৯৬ থেকে ২৯৮ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে সংবিধানে। অতএব, উভয় অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ হল সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদ যা সংবিধানের সূচনায় কেন্দ্র বা একটি রাজ্যে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদ যা পরবর্তীতে কেন্দ্র বা রাজ্য দ্বারা অধিগ্রহণ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) বাক্যটির বিষয় হল 'সম্পত্তি এবং আয়' এবং বিধেয় হল 'কেন্দ্র করাধান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে'। ব্যাকরণগতভাবে, শর্তই শুধুমাত্র এই অর্থ হতে পারে: একটি রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র দ্বারা সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে, 'কর' শব্দটিকে তার ব্যাপক অর্থ প্রদান করে, অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) এর প্রয়োজন অনুসারে। এখানে জোর দেওয়া প্রয়োজন যে বাক্যে ব্যবহৃত 'সম্পত্তি' শব্দটি 'করাধান' শব্দটিকে যোগ্যতার শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি; বরং এটি একটি বিষয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় যা কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতির সুবিধা পায়। একজন বুঝতে পারে যে যখন কেউ বলে যে রাজ্যের আয় কেন্দ্র কর থেকে মুক্ত হবে তার মানে হল এই জাতীয় আয় কেন্দ্র আয়কর থেকে মুক্ত হবে, বিশেষ করে যখন আয়ের উপর কর সংক্রান্ত শুধুমাত্র একটি আইনী আইটেম থাকে (কৃষি আয় ব্যতীত অন্য)) যা তালিকা ।-এর এন্ট্রি ৮২। কিন্তু 'সম্পত্তি' শব্দটি কীভাবে 'করাধান' শব্দের যোগ্যতা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর ফলে এর ব্যাপক অর্থের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করা যায় তা আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই। বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপর বিভিন্ন ধরণের সম্পত্তির উপর বা সম্পর্কিত করের কেন্দ্র ক্ষমতা; ৮২ থেকে ৯২এ পর্যন্ত এন্ট্রি দেখুন সংবিধান। তাহলে অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ তে কেন 'সম্পত্তি' শব্দের ব্যবহার হবে শুধুমাত্র সেই আইটেমগুলিকে উল্লেখ করে যা সম্পত্তির উপর সরাসরি কর আরোপ করতে সক্ষম করে এবং অন্যদের উপর নয়? আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রেক্ষাপটে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার জন্য কোন বৈধ কারণ খুঁজে পাই না। এই ধরনের সীমাবদ্ধতা, আমাদের মতে, স্পষ্টভাবে অনুচ্ছেদের সরল ভাষার বিরুদ্ধে হবে।

বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল সেই অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) এবং ২৮৯ (১) তে স্বীকার করেছেন সাদৃশ্যপূর্ণ এবং পরিপূরক অনুচ্ছেদ এবং একই অর্থ বহন করে। অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) তে 'আয়' শব্দটি ঘটে না, তবে 'সম্পত্তি' শব্দটি ঘটে। এটি বলে যে কেন্দ্রের সম্পত্তি একটি রাষ্ট্র দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে ইত্যাদি। আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) তে দেখতে ব্যর্থ কিভাবে 'সম্পত্তি' শব্দটি যোগ্যতা অর্জনের জন্য নেওয়া যেতে পারে এবং "সমস্ত কর" অভিব্যক্তিটি কেটে ফেলা যেতে পারে যা

এর মধ্যে ঘটছে। এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে অভিব্যক্তি 'সমস্ত কর' মানে সমস্ত কর, এবং অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) এ প্রকাশ করা স্পষ্ট অভিপ্রায় হল যে কেন্দ্রের সম্পত্তি রাজ্যের দ্বারা বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি পাবে, এমনকি কেন্দ্র সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত কৃষি আয়ের উপর করও অন্তর্ভুক্ত। এখানে এটি লক্ষণীয় যে তালিকা ॥-এর আইটেমগুলি যা কর বা শুল্ক নিয়ে কাজ করে যা একটি রাজ্য আইনসভা দ্বারা আরোপ করা যেতে পারে সেগুলি হল এর ৪৬ থেকে ৬২ আইটেমগুলিতে রয়েছে। এই আইটেম কিছু প্রকৃতপক্ষে যেমন সম্পত্তির উপর কর, যেমন, আইটেম ৪৯, "জমি এবং ভবনের উপর কর"; আইটেম ৫৬, "সড়ক বা অভ্যন্তরীণ জলপথে বহন করা পণ্য এবং যাত্রীদের উপর কর"; আইটেম ৫৭, "যান্ত্রিকভাবে চালিত হোক বা না হোক, রাস্তায় ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত যানবাহনের উপর কর"; এবং আইটেম ৫৮, "প্রাণী এবং নৌকার উপর কর"। কিছু অন্যান্য আইটেম সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু সম্পত্তির উপর তেমনভাবে নয়; যেমন, আইটেম ৫১, "উত্পাদিত বুমান সেবনের জন্য অ্যালকোহলযুক্ত মদ তৈরি বা উৎপাদনের উপর আবগারি শুল্ক রাজ্যে এবং ভারতে অন্যত্র উত্পাদিত বা উত্পাদিত অনুরূপ পণ্যের উপর একই বা কম হারে সমকারি শুল্ক"; আইটেম ৫২, "ব্যবহারের জন্য একটি স্থানীয় এলাকায় পণ্যের প্রবেশের উপর কর এতে ব্যবহার বা বিক্রয়"; আইটেম ৫৪, "সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য পণ্য বিক্রয় বা ক্রয়ের উপর কর"; এবং আইটেম ৫৫, "সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ছাড়া অন্য বিজ্ঞাপনের উপর কর"। যদি বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেলের যুক্তি সঠিক হয়, তাহলে কেন্দ্রের সম্পত্তি একটি রাজ্য দ্বারা বা রাজ্যের মধ্যে একটি কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত এই ধরনের কর থেকে অব্যাহতি পাবে, যেমন সম্পত্তি করের মতো, অর্থাৎ, সম্পত্তির উপর কর, কিন্তু যে কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে না পণ্য উৎপাদন বা পণ্যের প্রবেশ, পণ্য বিক্রয় বা ক্রয় ইত্যাদি। এর অর্থ হল অনুচ্ছেদ ২৮৫(১) তে 'সমস্ত কর' শব্দটি তার অর্থ হারাবে এবং আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদটি পড়তে হবে নির্মাতারা 'সমস্ত কর' ব্যবহার করে, তারা শুধুমাত্র কিছু কর বোঝায় এবং সব কর নয়।

অনুচ্ছেদ ৩৬৬(২৮) এর অধীনে লক্ষণীয় যে 'কর' শব্দটিকেও 'করাধান' শব্দের মতোই ব্যাপকভাবে বোঝাতে হবে। এখানে বলা দরকার যে সৌভাগ্যবশত আমাদের জন্য, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে বা আমাদের বর্তমান সংবিধানের অধীনেও নয়, সুন্দরতাগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য, কারণ ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ বা সংবিধানে এই ধরনের কোনো বিভাজন নেই। বিলাসিতা বা বাণিজ্যের উপর করের মতো বেশ কিছু কর রয়েছে যা পরোক্ষ হতে পারে; এবং কিছু কর যেমন উত্তরাধিকার শুল্ক (এবং এমনকি আবগারি) উভয়ের জন্য আংশিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে।

এম.পি.ভি. সুন্দররামিয়ার অ্যান্ড কোং বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য (১), এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে আমাদের সংবিধান একটি "ট্যাবুলার রসে" লেখা হয়নি; এবং যে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে একটি ফেডারেল সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং যদিও এটি বাতিল, পরিবর্তন এবং সংযোজনের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে, এটি এখনও সেই কাঠামো রয়ে গেছে যার ভিত্তিতে বর্তমান সংবিধান নির্মিত হয়েছে। সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা । এবং দ্বিতীয় তালিকার বিষয়গুলির বিশ্লেষণে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "উপরের বিশ্লেষণ-এবং এটি তালিকার এন্ট্রিগুলির সম্পূর্ণ নয়-এই অনুমানে নেতৃত্ব দেয় যে করাধান মূল বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নয় যেখানে এটি একটি বর্ধিত নির্মাণে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, তবে এটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং এই পার্থক্যটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৮, শর্ত (১) এবং (২) এর ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।'

পার্থক্য হল আইন প্রণয়নের মূল বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত করের মধ্যে; একটি গ্রুপে আইন প্রণয়নের পরিসংখ্যানের মূল বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত একটি কর আলাদাভাবে

(১) (১৯৫৮] এস, সি, আর. ১৪২২,

দ্বিতীয় গ্রুপ, কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। তালিকা। এবং তালিকা ॥-এ বেশ কিছু কর আরোপ আইটেম রয়েছে যেগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই করা হবে। আবার সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বেরার সেলস অফ মোটর স্পিরিট অ্যান্ড লুব্রিকেন্ট করাধান আইন, ১৯৩৮ (সেন্ট্রাল প্রভিন্স অ্যান্ড বেরার আইন নং XIV অফ ১৯৩৮ (১)), বিচারপতি সুলাইমান, কানাডিয়ান সংবিধানকে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকায় মূর্ত হিসাবে উল্লেখ করার পরে আইন, ১৮৬৭, এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবিধান যেমন কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া সংবিধান আইন, ১৯০০-এ মূর্ত হয়েছে, পর্যবেক্ষণ করেছে যে সেই সংবিধানগুলির বিপরীতে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ক্ষেত্রে করের চূড়ান্ত ঘটনাটি অগত্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ছিল না এবং এই জাতীয় কোনও নীতি গ্রহণ করার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না যে নির্দিষ্ট শ্রেণির দায়িত্ব যা প্রত্যক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল তা প্রদেশগুলিতে অর্পণ করা হয়েছিল এবং অন্যান্য শ্রেণিগুলিকে পরোক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল সংযুক্ত রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত (পৃষ্ঠা ৭৩-এ পর্যবেক্ষণগুলি দেখুন)। ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এ যেমন রয়েছে, তেমনি আমাদের সংবিধানেও আইন প্রণয়নের প্রধান বিষয় এবং এর সাথে করের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

যদি এটি সঠিক অবস্থান হয়, তবে কেন্দ্রের পক্ষে অগ্রসর হওয়া যুক্তি মেনে নেওয়া অসম্ভব যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) অথবা অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর শর্ত (১) এ 'সম্পত্তি' শব্দটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য করে, যথা, সম্পত্তির উপর একটি কর এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি কর।

আমরা যদি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) এবং (৩) পরীক্ষা করি এবং শর্ত (২) অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর, অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট মনে হয় যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) -এর একটি ব্যতিক্রম খোদাই করে শর্ত (১) এর এই অর্থে যে এটি বলে যে শর্ত (১)-এ কিছুই নেই যা প্রতিরোধ করবে

(১) [১৯৮৯] এফ. সি. আর. ১৮,

কোনো রাজ্যের সরকারকে বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে বা তার পক্ষে পরিচালিত কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে সংসদ আইনের দ্বারা বিধান করতে পারে এমন পরিমাণে কোনো কর আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্র এর সাথে সংযুক্ত কার্যকলাপ, বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা দখলকৃত কোনো সম্পত্তি, বা এর সাথে সম্পর্কিত কোনো আয় সংগৃহীত বা উদ্ভূত। শর্ত (৩) এ যা বলে যে শর্ত ২ এ কিছুই নেই কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা বাণিজ্য বা ব্যবসার কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা সংসদ আইন দ্বারা সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর সাথে আনুষঙ্গিক বলে ঘোষণা করতে পারে। শর্ত (২), শর্ত (১) এর ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে এবং শর্ত (৩) একটি ব্যতিক্রমের উপর একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে। এই দুটি ধারায় যে বিস্তৃত পার্থক্য টানা হয়েছে তা হল একটি রাজ্য সরকারের ব্যবসায়িক বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং এর সরকারি কার্যাবলীর মধ্যে। এর ব্যবসায়িক বা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি কর আরোপ করা যেতে পারে এবং যদি কোনো সম্পত্তি ব্যবসা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বা দখল করা হয় তবে তা করের জন্য দায়ী। তবে সংসদ কর্তৃক বাণিজ্য বা ব্যবসাকে সরকারের সাধারণ কাজের সাথে আনুষঙ্গিক বলে ঘোষণা করা হলে, শর্ত (১) দ্বারা প্রদত্ত ছাড় পরিচালনা করবে এবং শর্ত (২) যে কার্যকলাপকে পরাজিত করবে না। শর্ত (১), (২) এবং (৩) এর সম্মিলিত প্রভাব এটি বলে মনে হচ্ছে: শর্ত (১) এর অধীনে একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত; শর্ত (২) তবে বলে যে একটি রাষ্ট্রের আয় বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের সরকারের পক্ষ থেকে বা তার পক্ষে বা তার সাথে যুক্ত কোনো ক্রিয়াকলাপ এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তি কেন্দ্র কর থেকে মুক্ত থাকবে না; শর্ত (৩) এর অধীনে তবে সংসদ আইন দ্বারা কোন ব্যবসা বা ব্যবসা বা যে কোন ঘোষণা দিতে পারে একটি রাষ্ট্রের বাণিজ্য বা ব্যবসার শ্রেণি সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর সাথে আনুষঙ্গিক হতে হবে এবং সংসদ যদি তাই ঘোষণা করে, শর্ত (২) প্রযোজ্য হবে না এবং শর্ত (১) এর কার্যকলাপ আটক হবে না। কি

একটি সরকারী ক্রিয়া বা একটি ব্যাবসা বা ব্যবসা কি সবসময় নির্ধারণ করা সহজ নয়? এইভাবে, অস্ট্রেলিয়ায়, পরিষেবাগুলির জন্য কিছু চার্জ করা না হওয়া সত্ত্বেও সরকারের কার্যক্রমকে 'অনুচ্ছেদগত' বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেমন পৌরসভার রাস্তা নির্মাণ, পোতাশ্রয় ড্রেজিং, পাইলটিং এবং ফেরি। আমাদের সংবিধান, সংসদকে আইন দ্বারা ঘোষণা করার ক্ষমতা দিয়ে এই অসুবিধা এড়ায় যে কোনও রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত কোনও বাণিজ্য বা ব্যবসা সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২)-এর সুযোগের মধ্যে আসবে না কিন্তু 'সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর জন্য আনুষঙ্গিক' বলে গণ্য হবে। এই ধরনের ঘোষণার পরে এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসা বা সম্পত্তি বা এর সাথে যুক্ত আয়ের কেন্দ্র দ্বারা কোন কর আরোপ করা সম্ভব হবে না। এটি আমাদের কাছে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর তিনটি শর্তে প্রকৃত প্রভাব বলে মনে হয়।

যদি শর্ত (১) অনুচ্ছেদ ২৮৯-এর একটি সীমাবদ্ধ অর্থ রয়েছে যেমনটি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দাবি করেছেন, তারপর একদিকে ব্যাবসা বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং অন্যদিকে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত- (২) এবং শর্ত (৩) এ সরকারী কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য হারায়; শর্ত (১) এবং (২) এর জন্য ব্যাবসা এবং অন্যান্য ক্রিয়া এবং শর্ত (২) এবং (৩) এর মধ্যে পার্থক্য সাধারণ ব্যাবসা এবং ব্যাবসা এর মধ্যে পার্থক্য করে যা সত্যিই সরকারী কাজ। যদি কেন্দ্রকে যা করতে বাধা দেওয়া হয় তা হল সম্পত্তির উপর কর আরোপ করা, তাহলে সরকারের ব্যবসায়িক বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং সরকারী কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য করার উদ্দেশ্য কী ছিল? যদি এইভাবে সম্পত্তির উপর কর আরোপ করা হয়, তাহলে স্পষ্টতই কোন ব্যবসা বা ব্যবসায়িক কার্যকলাপের উপর কোন চাপ দেওয়া যাবে না, যেমন, পণ্য উৎপাদন বা উৎপাদন ইত্যাদির উপর। তখন কেন লেনদেনের উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল অথবা অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) এবং (৩)-এ ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা কার্যকলাপ? শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ব্যবসা বা ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বা বেদখল সম্পত্তি করের জন্য দায়ী হবে, কিন্তু অন্য সম্পত্তি নয়। কিন্তু

শর্ত (২) এর পরিধি ব্যবসা বা ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত সম্পত্তির নিছক ব্যবহার বা দখলের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। এতে বাণিজ্য বা ব্যবসায়িক কার্যকলাপপের উল্লেখ রয়েছে, যেমন, পণ্যের উথপন্ন ও উৎপাদন, পণ্য পরিবহন ইত্যাদি। এটা কেন প্রয়োজনীয় ছিল সংবিধান নির্মাতাদের এই বাবসা অথবা বাণিজ্যর কার্যকলাপ শর্ত (২) এর অধীনে যদি তারা শর্ত (১) এ মনে ছিল যে সব সম্পত্তির উপর সরাসরি কর ছিল? আমাদের মতে, বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল মামলার এই দিকটির বিষয়ে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেননি। তিনি প্রথমে পরামর্শ দেন যে শর্ত (২) একটি ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু শুধুমাত্র শর্ত (১) এর ব্যাখ্যামূলক। এ কেন শর্ত (২) ব্যবসা বা বাণিজ্য কার্যক্রমের উল্লেখ থাকতে হবে তা বোঝা কঠিন যদি সম্পূর্ণ অভিপ্রায় একটি সরাসরি অব্যাহতি সীমাবদ্ধ ছিল সম্পত্তির উপর কর। বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল তখন বলেছিলেন যে এমনকি যদি শর্ত (২) একটি ব্যতিক্রম ছিল, এটি শুধুমাত্র সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম ছিল। এর মানে হবে যে শুধুমাত্র শর্ত (২) এর শেষ অংশ যা একটি রাজ্য সরকারের ব্যবসায়িক বা ব্যবসায়িক কার্যকলাপপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তিকে বোঝায় তার কোনো তাৎপর্য রয়েছে এবং অন্যান্য অংশ নয় যা ব্যবসায়িক বা ব্যবসায়িক কার্যকলাপপের সাথে সম্পর্কিত, যেমন, পণ্যের উৎপাদন বা উত্পাদন ইত্যাদি।

আমরা এর আগে লক্ষ্য করেছি যে ১৯৫১ সালে সংসদ নিজেই যে সংশোধনীগুলি করেছিল, সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর ধারা ২০ এবং সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট আইন, ১৯৪৪-এর ধারা ৩ এ দুটি উপ-ধারা সন্নিবেশ করে দেখিয়েছে যে সংসদ শর্ত বোঝে। অনুচ্ছেদর ২৮৯ এর শর্ত (২)-এর ব্যতিক্রম তৈরি করে শর্ত (১) এর। ঐ দুটি সংশোধনী, ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর ধারা ২০ এবং উপ-ধারা (১-এ) এর ধারা ৩ সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট আইন, ১৯৪৪-এর, একটি রাজ্য সরকারের ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং তার সরকারি কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে; রাজ্য সরকারের অন্তর্গত পণ্যগুলির ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেওয়া হয় না এবং কোনও ব্যবসা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়

সেই সরকারের পক্ষ থেকে বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়া কলাপের জন্য, তবে সরকারের অন্তর্গত অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়।

যদি, তাই, আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাই, বিশেষ করে শর্ত (২) এবং (৩) এর, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এ কিছুই নেই যা অনুচ্ছেদ ২৮৯ এ 'কর' শব্দের দেওয়া ব্যাপক অর্থকে সীমাবদ্ধ করে। অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর শর্ত (২) এর ক্ষেত্রেও একই অবস্থান। এটি আবার অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর শর্ত (১)-এর ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে এবং কেন্দ্রের যেকোন সম্পত্তির উপর যে কোন কর সংরক্ষণ করে যার কাছে এই জাতীয় সম্পত্তি সংবিধান প্রবর্তনের অবিলম্বে দায়বদ্ধ ছিল বা করের জন্য দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, যতক্ষণ না সেই রাজ্যে সেই কর আরোপ করা অব্যাহত থাকে।

বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেলের বিতর্কের প্রতি একটি অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি, একটি আপত্তি যা আমাদের কাছে প্রায় মারাত্মক বলে মনে হয়, তা হল তালিকা।-এর কর আরোপ এন্ট্রিগুলিতে (এন্ট্রি ৮২ থেকে এন্ট্রি ৯২এ পর্যন্ত) এমন কোনও এন্ট্রি নেই যা সক্ষম করবে কেন্দ্র যেমন সম্পত্তির উপর কর আরোপ করতে, অর্থাৎ, অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দ্বারা প্রস্তাবিত অর্থে সম্পত্তি হিসাবে সম্পত্তির উপর একটি প্রত্যক্ষ কর। যাইহোক, তালিকা ॥-তে কিছু এন্ট্রি রয়েছে যার মধ্যে আমরা আগে উল্লেখ করেছি, যা রাজ্য আইনসভাকে সম্পত্তির উপর সরাসরি কর আরোপ করতে সক্ষম করবে, যেমন, 'জমি এবং ভবন এবং 'প্রাণী এবং নৌকা' ইত্যাদি। বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল তার যুক্তিতে সঠিক, তাহলে একমাত্র কর যা থেকে একটি রাষ্ট্রের সম্পত্তি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) এর অধীনে অব্যাহতি দাবি করতে পারে তা হল 'সম্পত্তি কর' যা কেন্দ্র দ্বারা আরোপ করা হবে, এবং তবুও তালিকা ।-এর আইনী এন্ট্রিগুলির অধীনে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পত্তির উপর 'সম্পত্তি কর' ধার্য করতে পারে না। এই দিক থেকে ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেলের উত্তর দ্বিগুণ হয়েছে; তিনি প্রথমে আমাদেরকে এন্ট্রি ৮৯-এ উল্লেখ করেছেন (যার দ্বারা বহনকৃত পণ্য ও যাত্রীদের উপর টার্মিনাল কর

রেলপথ, সমুদ্র বা বায়ু), এন্ট্রি ৮৬ (সম্পত্তির মূলধন মূল্যের উপর কর, ব্যক্তি ও কোম্পানির কৃষি জমি ব্যতীত) এবং এন্ট্রি ৯৭, অবশিষ্ট এন্ট্রি; দ্বিতীয়ত, তিনি আমাদেরকে অনুচ্ছেদ ২৪৬ (৪) উল্লেখ করেছেন যার অধীনে সংসদের কাছে ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশের জন্য যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে যে কোনও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় তা সত্ত্বেও যে এই জাতীয় বিষয় রাজ্য তালিকায় গণনা করা একটি বিষয়। তার যুক্তি হল যে কেন্দ্র উপরোক্ত তিনটি এন্ট্রির যে কোন একটির অধীনে সম্পত্তি কর আরোপ করতে পারে; দ্বিতীয়ত, অনুচ্ছেদ ২৪৬ (৪) এর অধীনে কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির উপর একটি সম্পত্তি কর আরোপ করতে পারে যদি সেই সম্পত্তি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত হয়। এটা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে যুক্তিটি রাজ্যের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তির সাথে সত্যই মিলিত হয় না। এন্ট্রি ৮৬ ব্যক্তি এবং কোম্পানির সম্পদের মূলধন মূল্যের সাথে সম্পর্কিত এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি নয়। এন্ট্রি ৮৯ একটি টার্মিনাল করের সাথে সম্পর্কিত যা বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দ্বারা বিরোধিত অর্থে সম্পত্তি করের থেকে মূলত আলাদা। আমাদের বিশ্বাস করা কঠিন যে শর্ত (১), অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর দ্বারা অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে অবশেষ এন্ট্রি অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষা হিসাবে বোঝানো হয়েছে। তা ছাড়া, তালিকা ॥-তে এই ধরনের কর সংক্রান্ত এন্ট্রি থাকা অবস্থায় অবশিষ্ট এন্ট্রি 'সম্পত্তি কর' হিসেবে নেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সংবিধানে স্টিয়ার সম্পত্তির উপর 'সম্পত্তি কর' থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য সংবিধানে শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ, ২৪৬ (৪) এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে এমন বিরল মামলাগুলির জন্য একটি ছাড়ের ব্যবস্থা করা হলে এটি কিছুই না করার মতো ঘটনা হবে। একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় অঞ্চল। এই ধরনের পরিস্থিতি খুব বিরল হবে, এবং সংবিধানের সূচনাকালে রাজ্যগুলিকে প্রথম তফসিলের অংশ ক বা অংশ খ এর অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করার সময় খুব কমই একটি গৌরবময় সুরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। যদি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) বিস্তৃত ব্যাখ্যা গৃহীত হয়, মামলার সম্পত্তিও কেন্দ্র কর থেকে ছাড় পাবে সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২) দ্বারা আচ্ছাদিত।

এটা কঠিন যে বিবাদ মেনে নিতে অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ২৪৬ (৪) দ্বারা আচ্ছাদিত এই ক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে; কারণ এটি কেন্দ্রের পক্ষে প্রচারিত ব্যাখ্যার ফলাফল হবে।

আমরা এখন তিনটি অন্যান্য দিক থেকে সমস্যাটি বিবেচনা করার জন্য এগিয়ে যাই: (১) ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর অনুরূপ বিধানের পটভূমিতে; (২) রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের সংবিধানের অধীনে প্রকল্পের আলোকে; এবং (৩) রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে কর দেওয়ার ক্ষমতা বণ্টন।

ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ তে রয়েছে। তারা নিম্নরূপ পঠিত (আমাদের উদ্দেশ্যে যতদূর প্রাসঙ্গিক):

> "ধারা ১৫৪ সংযুক্ত রাষ্ট্র সরকারের উদ্দেশ্যে মহামহিম-এ ন্যস্ত সম্পত্তি, যতদূর পর্যন্ত কোনো ফেডারেল আইন অন্যথায় প্রদান করতে পারে, কোনো প্রদেশ বা সংযুক্ত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে:
>
> তবে শর্ত থাকে যে, যতক্ষণ না কোনো ফেডারেল আইন অন্যথায় প্রদান করে, ততক্ষণ অর্পিত কোনো সম্পত্তি যা এই আইনের খণ্ড ।।। শুরু হওয়ার অব্যবহিত আগে ছিল, বা এই জাতীয় যে কোনো করের জন্য দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, যতক্ষণ না সেই কর অব্যাহত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে, দায়বদ্ধ, বা দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৫৫ (১) এর পরে প্রদত্ত বিষয়, একটি প্রদেশের সরকার এবং একটি ফেডারেটেড রাষ্ট্রের শাসক ব্রিটিশ ভারতে অবস্থিত জমি বা ভবন বা আয়ের ক্ষেত্রে ফেডারেল করের জন্য দায়ী থাকবে না

ব্রিটিশ ভারতে সঞ্চয়, উদ্‌ভূত বা প্রাপ্তি:

শর্ত থাকে যে--

(ক) যেখানে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশে, সেই প্রদেশের বাইরে বা এর দ্বারা কোনো প্রদেশের সরকারের পক্ষ থেকে বা তার পক্ষে কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসা করা হয় ব্রিটিশ ভারতের যে কোন অংশে একজন শাসক, এই উপ-ধারার কোন কিছুই সেই সরকার বা শাসককে সেই বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে, বা তার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ, বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোন আয়, বা যে কোন বিষয়ে কোন ফেডারেল কর থেকে ছাড় দেবে না এই উদ্দেশ্যে দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে;

(খ)

(২)

ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর আগে সরকারের পরিকল্পনাটি মূলত একক ছিল যদিও সীমিত ক্ষমতা সহ স্থানীয় আইনসভা ছিল। কাউন্সিল এবং ভারতীয় আইনসভা, বিষয়গুলিকে ভারত সরকারের আইন, ১৯১৯-এর ধারা ৪৫-এ এবং ১২৯-এ এর অধীনে প্রণীত ডিভোলিউশন বিধিগুলির তফসিল ।-এ নির্ধারিত তালিকা অনুসারে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বিষয় হিসাবে সরকারের কার্যাবলীর সাথে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। সমস্ত সরকারী সম্পত্তি তখন ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে মহামহিম-এ ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং কর থেকে সেই সম্পত্তিকে অনাক্রম্যতা দেওয়ার কোনও বিশেষ বিধানের প্রয়োজন ছিল না। ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ সালে দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর খণ্ড ।।।, ১ এপ্রিল, ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয়। সম্পত্তির সম্পত্তি মুকুট এবং সেই তারিখের আগে বিদ্যমান ছিল

আদালত কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিচারিক মতামত অবশ্য অভিন্ন ছিল না। কিছু ক্ষেত্রে এটা ধরা হয়েছিল যে করের শুল্ক আরোপকারী বিধিগুলি সরকারকে আবদ্ধ করে যদি না শুল্ক বা করের প্রকৃতিটি সরকারের জন্য প্রযোজ্য না হয়। অন্যদিকে, কিছু ক্ষেত্রে এটা ধরা হয়েছিল যে আইনটি ইংল্যান্ডের মতো ভারতেও একই ছিল, যেখানে কর থেকে ক্রাউন সম্পত্তির অনাক্রম্যতার নীতিটি এই বিশেষাধিকার থেকে অনুসরণ করা হয়েছিল যে স্পষ্টভাবে নাম না থাকলে ক্রাউন কোনও আইন দ্বারা আবদ্ধ ছিল না। ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ দ্বারা যখন দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন একটি সরকারের দ্বারা অন্য সরকারের সম্পত্তির করের অনাক্রম্যতার প্রশ্ন ওঠে।

ইমিউনিটি অফ ইন্সট্রুমেন্টালিটিসের মতবাদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ম্যাককুলোচ বনাম মেরিল্যান্ড (৩) মামলায় উত্থাপন করেছিল, এর অর্থ হল যখন একটি ফেডারেল সংবিধানের মতো দুটি পৃথক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিটির একটি সীমিত এখতিয়ার সহ, প্রতিটি সরকারের ক্ষমতা একটি অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার অধীনে বলে বোঝানো হবে যে এটি এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে যাতে অন্য সরকারের জন্য বরাদ্দকৃত কার্যাবলী ব্যাহত না হয়। তাই, ফেডারেল সরকারের কার্যাবলীর সাথে যেকোন আনুষঙ্গিক বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ একটি রাজ্য আইনকে খারাপ করে তুলবে যদিও আইনটি রাজ্য আইনসভার জন্য বরাদ্দকৃত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এবং বিপরীতভাবে। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে একটি রাজ্য ফেডারেল সরকারের সংস্থা বা উপকরণগুলির উপর কর দিতে পারে না এবং ফেডারেল আইনসভার ক্ষেত্রে অনুরূপ সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে। আমেরিকায় আদালতের সিদ্ধান্তে এই মতবাদের ভাগ্যের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা মনে করি না যে সেসব অস্থিরতার ইতিহাস মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এবং ১৯৫০-এর সংবিধানে এমন বিধান রয়েছে যা পারস্পরিক কর থেকে অব্যাহতি সংক্রান্ত নীতিটিকে সীমিত প্রয়োগের সাথে গ্রহণ করেছিল

(১) [১৮১৯] ৪ হু. ৩১৬।

১৯৩৫ সালের আইনের ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৫ ও ২৮৯ এর অধীনে। ওয়েব বনাম আউটরিম (১) তে বিচার বিভাগীয় কমিটির কথায়, এটা বলা যেতে পারে যে উপরোক্ত বিধানগুলির অন্তর্ভুক্তিই দেখায় যে একে অপরের বিরুদ্ধে ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি অবশিষ্ট ছিল না একটি 'উহ্য নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা' কিন্তু বিধানগুলি নিজেই অনাক্রম্যতার মাত্রা নির্ধারণ করে। এই বিধানগুলির বাইরে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলি তাদের নিজ নিজ তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে, সর্বদা সংবিধানের অন্যান্য বিধানের সাপেক্ষে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৫ ও ২৮৯ এর মতে পূর্বোক্ত ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ একে অপরের পরিপূরক এবং একে অপরের দ্বারা আরোপিত কর থেকে সংযুক্ত রাষ্ট্র এবং প্রদেশগুলির সম্পত্তির পারস্পরিক অব্যাহতি প্রদান করে: এটি ফেডারেল সংবিধানের সাধারণ অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা ফেডারেল কর থেকে ইউনিটগুলির সরকারকে অব্যাহতি দেয় ,এটি একটি পারস্পরিক ব্যবস্থার অংশ, যার অধীনে ফেডারেল সরকারও বেশ কয়েকটি ইউনিট দ্বারা কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত (দেখুন সংসদীয় বিতর্ক, ভলিউম ৩০২, কলস ৫২৩ এবং ৫২৪)। দুটি বিভাগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যেখানে ধারা ১৫৪ "সংযুক্ত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে মহামান্যের কাছে অর্পিত সম্পত্তি" এর কথা বলে যাতে অস্থাবর সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত করা যায় (দেখুন বেল বনাম মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (২), ধারা ১৫৫ যা "ইউনিটগুলির সম্পত্তিতে ছাড় প্রদান করে" "জমি এবং ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর ফলে সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত অস্থাবর সম্পত্তি অক্টোরয়ের মতো শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাবে যা প্রাদেশিক আইনের অধীনে ধার্য করা যেতে পারে, অন্যদিকে, প্রাদেশিক সরকারগুলির পণ্য এবং "ইউনিট" সাপেক্ষে শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক ফেডারেল সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত। বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং ইউনিট দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্যের প্রকৃতিতে, যতক্ষণ না তারা সীমাবদ্ধ থাকে

(১) [১৯০৭] এ. সি. ৮১.(২) ২৫ মাদ্রাজ ৪৫৭।

সেই ইউনিটের অঞ্চলের মধ্যে ফেডারেল আয়করের জন্য দায়বদ্ধ নয়। এই, সংক্ষেপে, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ এর প্রকল্প ছিল। এখন, যদি ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ সাথে বিপরীত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯, একটি লক্ষণীয় পার্থক্য একবারে একটাকে আঘাত করে। অভিব্যক্তি 'ভূমি এবং ভবন' ধারা ১৫৫ তে "সম্পত্তি" তে পরিবর্তিত হয়েছে অনুচ্ছেদ ২৮৯; অন্য কথায়, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি কার্যত একই অবস্থানে রয়েছে যেখানে একে অপরের কর থেকে অব্যাহতি সম্পর্কিত। উভয় অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ উল্লেখ করেছে ' সম্পত্তি' একটি ব্যাপক অর্থে, এবং মধ্যে পার্থক্য অস্থাবর সম্পত্তি এবং অস্থাবর সম্পত্তি ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ তে উল্লেখিত বাদ দেওয়া হয়েছে। অনিবার্য উপসংহার হলো, সংবিধান প্রণেতারা সচেতনভাবে প্রস্থান করেছেন। তারা অবশ্যই ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ এ তৈরি পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং আদালতের ব্যাখ্যাও যে 'সম্পত্তি' ধারা ১৫৪ একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে সমস্ত প্রাদেশিক কর থেকে সংযুক্ত রাষ্ট্রের সম্পত্তির জন্য ছাড় পাওয়া যায়। সেই জ্ঞান নিয়ে তারা অনুচ্ছেদ ২৮৯ তে 'সম্পত্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং রাজ্যের 'সম্পত্তি'কে কেন্দ্রের 'সম্পত্তি'র সমতুল্য রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে 'সম্পত্তি' শব্দটি বা অনুচ্ছেদ ২৮৯ তে 'সম্পত্তি এবং আয়' শব্দের সংমিশ্রণ এই বিতর্কটি গ্রহণ করা অসম্ভব উদ্দেশ্য ছিল 'করাধান' শব্দটি এবং এর ফলে ব্যবহৃত ভাষার সরল অর্থ।

এখন, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের বিষয়ে। XII খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে এমন বিধান রয়েছে যা এই সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিচালনা করে। সংক্ষেপে বলা যায় এই প্রকল্পটি হল যে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের বণ্টন রয়েছে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্দ্র দ্বারা সংগ্রহ করা যেতে পারে; কেন্দ্র দ্বারা সংগৃহীত কিছু কর রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৬৯); কেন্দ্র দ্বারা আরোপিত এবং সংগৃহীত কিছু কর এর মধ্যে বিতরণ করা হয়

কেন্দ্র এবং রাজ্য (অনুচ্ছেদ ২৭০ এবং ২৭২); কিছু রাজ্যের রাজস্বের সাহায্যে অনুদানের বিধান রয়েছে, যেখানে পাট ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়, এর পরিবর্তে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি শুল্কের প্রতি বছরে নিট আয়ের যে কোনো অংশের বরাদ্দ (অনুচ্ছেদ ২৭৩); সংসদ সাহায্যের প্রয়োজন বলে নির্ধারণ করতে পারে এমন রাজ্যগুলির রাজস্বের জন্য অনুদানের বিধানও রয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৭৫), ইত্যাদি। একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় এবং সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সংস্থানের অভাবে কেন্দ্র বা রাজ্যগুলি অনাহারে থাকতে পারে। আমরা এই বিধানগুলিতে এমন কোনও নির্ধারক বিবেচনা দেখি না যা অনুচ্ছেদ ২৮৫ দ্বারা কেন্দ্র সম্পত্তিকে প্রদত্ত ছাড়ের উপর বহন করবে এবং যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা রাষ্ট্র সম্পত্তি মঞ্জুর করা হয়েছে। পূর্বোক্ত দুটি অনুচ্ছেদে প্রদত্ত একটি সীমাবদ্ধ অর্থ কীভাবে একই অধ্যায়ের আগের অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লেখ করা আর্থিক সামঞ্জস্যকে সহজতর করবে বা তাদের একটি বিস্তৃত অর্থ দেওয়া হলে এটি কীভাবে উল্লিখিত সমন্বয়কে পিছিয়ে দেবে তা আমরা দেখতে ব্যর্থ হই। আমরা যে অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ এর পুনরাবৃত্তি অবশ্যই তাদের নিজস্ব শর্তে বোঝাতে হবে, এবং বাধ্যতামূলক কারণ না থাকলে সেখানে ব্যবহৃত ভাষাকে বিকৃত বা পরিবর্তন করা আমাদের জন্য উন্মুক্ত নয় সংবিধানের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ থেকে সংগৃহীত। আমরা পার্ট XII-এর অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলিতে এমন কোনও বাধ্যতামূলক কারণ খুঁজে পাইনি যা রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে।

আমরা আগে সংক্ষিপ্তভাবে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনের কথা উল্লেখ করেছি। আমরা এও উল্লেখ করেছি যে যতদূর কর দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কিত, সপ্তম তফসিলের আইনী এন্ট্রিগুলি আইন প্রণয়নের প্রধান বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত একটি করের মধ্যে, আইন প্রণয়নের যোগ্যতার উদ্দেশ্যে একটি পার্থক্য তৈরি করে। কৃষি আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর কর (এন্ট্রি ৮২), রপ্তানি শুল্ক সহ শুল্ক (প্রবেশ ৮৩), এবং আবগারি শুল্ক

তামাক এবং ভারতে উত্পাদিত বা উত্পাদিত অন্যান্য পণ্য মানুষের ব্যবহারের জন্য অ্যালকোহলযুক্ত মদ, আফিম, শণ এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য (এন্ট্রি ৮৪) তালিকা ।-তে রয়েছে। তাই, অনুচ্ছেদ ২৪৬ এর অধীনে উপরোক্ত কর আরোপের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একা সংসদের আছে। এই ক্ষমতা, এটি কেন্দ্রের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, অনুচ্ছেদ ২৮৯ একটি বিস্তৃত অর্থ দেওয়া হলে তা গুরুতরভাবে হ্রাস করা হবে। আমরা মনে করি না যে এই যুক্তিটি আমাদের সামনে উত্থাপিত সমস্যার কোন উত্তর। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদে দেওয়া সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে। অনুচ্ছেদ, ২৮৯ এই ধরনের বিধানগুলির মধ্যে একটি। অতএব, এটা বলা সমস্যার কোন উত্তর নয় যদি অনুচ্ছেদ ২৮৯ আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া হয়, এটি সংসদের ক্ষমতা হ্রাস করবে। অনুচ্ছেদ ২৮৯ তার প্রকৃত সুযোগ এবং প্রভাব শুধুমাত্র ব্যাপক অর্থ বহন করতে সক্ষম, তারপর এটি সংসদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনুচ্ছেদ ২৪৫ স্পষ্ট ভাষায় তাই বলে।

মামলার এই দিকটির আরেকটি যুক্তি হল যে কেন্দ্রের বিদেশী দেশগুলির সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে, শুল্ক সীমান্ত জুড়ে আমদানি ও রপ্তানি এবং শুল্ক সীমান্তের সংজ্ঞা (তালিকা । এর এন্ট্রি ৪১) এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্য (একই তালিকার এন্ট্রি ৪২), এবং বিদেশী দেশ বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা শুল্ক বা আবগারি শুল্ক আরোপ করে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে। এই ক্ষমতা, এটা যুক্তিযুক্ত, খুব গুরুতরভাবে প্রভাবিত হবে যদি অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা প্রদত্ত কর থেকে অব্যাহতি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক প্রসারিত করা হয় একটি রাষ্ট্র দ্বারা আমদানি বা রপ্তানি করা বা একটি রাজ্য দ্বারা উত্পাদিত বা উত্পাদিত পণ্য। এই যুক্তিতে আমরা মুগ্ধ নই। বিদেশী দেশগুলির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রের সাথে থাকে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগে কেন্দ্র একটি রাজ্যের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে। আমরা এখন অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ আইন আমদানি নিয়ন্ত্রণ আদেশের মতো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত,

ইত্যাদি। এই নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে কেন্দ্র তার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কার্যকর করতে পারে এবং অনুচ্ছেদ ৩০২ এর অধীনে সংসদ আইন দ্বারা একটি রাজ্য এবং অন্য রাজ্যের মধ্যে বা ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশের মধ্যে জনস্বার্থে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবসা, বাণিজ্য বা মিলনের স্বাধীনতার উপর এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। অনুচ্ছেদ ২৫৬ এর অধীনে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে, এবং কেন্দ্রের নির্বাহী ক্ষমতা একটি রাজ্যকে এমন নির্দেশ প্রদানের জন্য প্রসারিত হবে যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে যে উদ্দেশ্যে, অনুচ্ছেদ ২৫৭ এর অধীনে প্রতিটি রাজ্যের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে যাতে কেন্দ্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা বা অনুমান করা না হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে। রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে (তালিকা ।।-এর ২৬ নম্বর এন্ট্রি)। আমরা মনে করি, তাই, বিদেশী বাণিজ্য বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুতর কিছু ঘটতে পারে না, যদি আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্তাবলী ধরে রাখি যে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি শুল্ক বিভাগ শুল্ক বা আবগারি শুল্ক সহ কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এই ধরনের ব্যাখ্যার ফলে বিদেশী বাণিজ্য বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উপর কেন্দ্রের নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার সাথে কোনো হস্তক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

শুল্ক আরোপের মাধ্যমে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রের রয়েছে এবং সেই ক্ষমতা বাতিল করা হবে যদি রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমদানি বা রপ্তানি করা জিনিসের ক্ষেত্রে তাদের থেকে অনাক্রম্যতা থাকে তা আমাদের কাছে ভুল বলে মনে হয়। বিদেশী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সংবিধানের বিধানাবলীর সাপেক্ষে যার মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ তে ২৮৯(১) রয়েছে। তাই অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রে এবং আইনসভা

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, পূর্বের অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। কেন্দ্র, তাই, অনুচ্ছে ২৮৯(১) এর দৃষ্টিতে পারে না রাষ্ট্র দ্বারা আমদানিকৃত জিনিসের উপর একটি শুল্ক আরোপ করে এবং এটিকে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অনুশীলন হিসাবে ন্যায্যতা দিতে চায়। তারপর, আবার আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এম. পি. ভি-তে বলা হয়েছে। সুন্দররামিয়ার অ্যান্ড কো-এর মামলা(১) আইনসভার তালিকার একটি আইটেম স্পষ্টভাবে করের ক্ষমতা প্রদান করে না এমন একটি ক্ষমতা প্রদান করে না। এটি অনুসরণ করবে যে বিদেশী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য তালিকা।-এর ক্ষমতা কর আরোপ করে ব্যবহার করা যাবে না। এটি অন্যথায় এবং কর আরোপ ছাড়াই করতে হবে।

এটা মনে রাখা দরকার যে আমাদের সংবিধানের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, যা সম্ভবত এটিকে অন্য কিছু সংবিধান থেকে আলাদা করে, এটি সম্প্রদায়ের সাথে ব্যক্তির স্বার্থ এবং কেন্দ্রের সাথে একটি রাজ্যের স্বার্থের সমন্বয় করার প্রচেষ্টা। আমাদের সংবিধান রাজ্যগুলিকে একে অপরের বা কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে স্থাপন করে না। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য অন্যের দ্বারা বাধা ছাড়াই তার নিজস্ব ক্ষেত্রে সমন্বয়ভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে, যেখানে জনস্বার্থে এটি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রের কাছে একটি অতিরিক্ত ক্ষমতার সাথে। এটি এখতিয়ারের একটি চমৎকার ভারসাম্য যা এখন পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে কাজ করেছে এবং, আশা করা যায় যে সব দিকে বিরাজমান ভালো বোধের সাথে আগত সময়েও কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা বলতে প্রস্তুত নই যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা কেন্দ্র কর থেকে রাজ্য সম্পত্তিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে বিদেশী বাণিজ্য বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার সাথে যে কোনও উপায়ে বিরোধ বা উপরে উল্লিখিত এখতিয়ারের ভারসাম্যকে বিরক্ত করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে শর্ত অনুচ্ছেদর ২৮৯, শর্ত (২) এর অধীনে একটি রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং এই ধরনের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি কেন্দ্র কর থেকে কোনো ছাড় দাবি করতে পারে না, যদি না সংসদ আইন দ্বারা ঘোষণা করে যে ব্যাবসা কার্যক্রমগুলি সরকারের সাধারণ কাজের সাথে আনুষঙ্গিক।

(১, [১৯৫৮] S.C.R. ১৪২২।

আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদে সমস্যাটি মোকাবেলা করেছি। অন্যান্য ফেডারেল সংবিধানের অধীনে একটি অনুরূপ সমস্যা আদালত দ্বারা মোকাবেলা করা হয়েছে তা বিবেচনা করা এখন সহায়ক হতে পারে।

এখানে একটি সতর্কতা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। প্রতিটি সংবিধানকে অবশ্যই তার নিজস্ব শর্তে এবং দেশ ও জাতির ইতিহাস, ভূগোল এবং সামাজিক অবস্থার নিজস্ব বিন্যাসে ব্যাখ্যা করতে হবে যার জন্য সংবিধান প্রণীত হয়েছে; একটি ভিন্ন সংবিধানের অধীনে উদ্ভূত সমস্যার সাথে একটি আপাত মিল আছে এমন একটি সাংবিধানিক সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত সমস্যার সমাধান হিসাবে নিশ্চিত গাইড নাও হতে পারে। মূলত, সমস্যাটি সংবিধানের যে শর্তে উদ্ভূত হয় তার ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। এই সতর্কবার্তাটি মনে রেখে, আমরা প্রথমে কিছু কানাডিয়ান সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে যাই যার উপর বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল নির্ভর করেছেন। বলা হয়, একটি ফেডারেল সংবিধানের অত্যাবশ্যক মূল হল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং উপাদান রাজ্য বা প্রদেশগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বিভাজন। ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭-এর ধারা ৯১ থেকে ৯৫ তে কানাডায় এই বিভাগের প্রধান লাইনগুলি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ধারা ৯২-এ বিষয়গুলির নির্দিষ্ট শ্রেণীর গণনা করা হয়েছিল এবং প্রদেশগুলিকে এই শ্রেণীর বিষয়গুলির মধ্যে আসা বিষয়গুলির বিষয়ে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্বোধনী অনুচ্ছেদ ৯১ রাজত্বকে "কানাডার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকারের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে যে সমস্ত বিষয় এই আইন দ্বারা প্রদেশের আইনসভার জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দকৃত বিষয়ের শ্রেণীতে আসে না।" অর্থাৎ, প্রদেশগুলিকে স্পষ্টভাবে দেওয়া নয় এমন ক্ষমতার অবশিষ্টাংশ রাজত্বের কাছে সংরক্ষিত ছিল। ধারাটি তারপরে ঊনিশটি বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট গণনার সাথে এগিয়ে যায়, যা ধারার আগে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দগুলির সুযোগকে চিত্রিত করে কিন্তু সীমাবদ্ধ করে না। ১২৫ ধারায় বলা হয়েছে, "কানাডা বা কোনো প্রদেশের কোনো জমি বা সম্পত্তি নেই

করের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।" ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল (১) তে এই ঘটনাগুলি ছিল। ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের সরকার তার নিয়ন্ত্রণ ও বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রয়োগে অ্যালকোহলযুক্ত মদের ব্যবসা শুরু করে অ্যালকোহলযুক্ত মদের ব্যবসা এবং জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল "হুইস্কি" আমদানির প্রয়োজনীয়তার অধীনে নিজেকে আবিষ্কার করে; এটি দাবি করেছে যে এটি রাজত্ব সংসদ দ্বারা আরোপিত স্বাভাবিক শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এবং ধারা ১২৫ এর উপর তার দাবিকে বিশ্রাম দিয়েছে। কানাডার সুপ্রিম কোর্ট একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধার্য করে যে প্রশ্নে থাকা পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করা ধারা ১২৫ এর পরিধির মধ্যে একটি প্রদেশের অন্তর্গত "সম্পত্তির" উপর "কর" নয়। সিদ্ধান্তের অনুপাত, যেমন বিচারপতি ডাফ, দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল, বহিরাগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি উপকরণ হিসাবে শুল্ক ধারা ৯১ এর অধীনে দ্বিতীয় গণনাকৃত শিরোনামের মধ্যে এসেছিল; এবং শুল্ক যখন রাজস্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়, বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে এবং তাদের সাধারণ দৃষ্টিতে, ভোগ্য পণ্যের উপর কর, ভোগের উপর কর; যদিও মূলধন, সম্পদ, সম্পত্তির কর আরোপ ছিল একেবারেই ভিন্ন বিষয়। বিচারপতি ডাফ, তারপর বললেন:

> "অবশ্যই, বিভাগটি গঠন করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল শব্দগুলির সাধারণ এবং ব্যাকরণগত অর্থ নির্ণয় করা তবে এটি সেই স্থাপন শব্দগুলির সাধারণ এবং ব্যাকরণগত অর্থের সাথে যেখানে সেগুলি পাওয়া যায় এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। বিভাগটি যা নিয়ে কাজ করছে তা সাধারণভাবে করাধান নয় তবে "সম্পত্তি" এর দায়বদ্ধতা এবং "কর" শব্দটি যখন এই অ্যাসোসিয়েশনে ব্যবহৃত হয়, তখন আমি মনে করি প্রাথমিকভাবে অনেক কম বোঝাপড়া তার চেয়েও তীব্র আমদানি যা এটি নিজে থেকে বা অন্য কোনো সংযোগে দায়ী করা হবে।"

(I) ৬৪ কানাডা সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট ৩৭৭.

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে কানাডিয়ান সংবিধানে 'করাধান' শব্দের কোন চাবিকাঠি ছিল না যেমনটি আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) তে রয়েছে। তাই রাজস্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে "সম্পত্তির কর আরোপ" এবং "শুল্ক আরোপ" এর মধ্যে পার্থক্য করা কানাডিয়ান সংবিধানের স্থাপনাতে অনুমোদিত ছিল। আমাদের সংবিধান স্পষ্ট ভাষায় বলে যে 'করাধান' এর মধ্যে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ যে কোনও কর বা চাপিয়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত। এটা ভাবা যুক্তিসঙ্গত যে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা আরও ব্যাপক এবং কম ব্যাপক অর্থের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যা হতে পারে 'করাধান' শব্দের সাথে সংযুক্ত, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাখ্যা প্রবন্ধে আরও ব্যাপক অর্থ উল্লেখ করে বেছে নেওয়া হয়েছে, পরিবর্তে এটিকে বিচারিক সিদ্ধান্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কানাডার সংবিধানে যদি এমন একটি বিধান থাকত তাহলে কানাডার সিদ্ধান্তটি একই হত এবং যদি বিচারপতি ডাফ, বলেন, একটি বিধান গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল এর সাধারণ এবং ব্যাকরণগত অর্থ নির্ণয় করা। ব্যবহৃত শব্দ। সুপ্রিম কোর্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল (১) প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল৷ ধারা ১২৫ উল্লেখ করে ব্রিটিশ উত্তরের আমেরিকা আইন, লর্ড বাকমাস্টার বলেছেন:

> "এককভাবে নেওয়া এবং সংবিধির প্রকল্প বিবেচনা না করেই পড়া, এই ধারাটি নিঃসন্দেহে আপীলকারীর মামলার সমর্থনে একটি শক্তিশালী যুক্তি তৈরি করে। এটা স্পষ্ট যে, ধারাটিকে এই বিচ্ছিন্ন এবং অসংগতিপূর্ণ উপায়ে বিবেচনা করা যায় না। এটি শুধুমাত্র প্রাদেশিক এবং রাজত্ব সরকারগুলিকে ক্ষমতার বিভিন্ন বরাদ্দ সহ সংবিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাধারণ প্রকল্পের একটি অংশ। ধারা ৯১ যা রাজত্বকে ক্ষমতা প্রদান করে, এটি একচেটিয়া আইনী সুবিধা ভোগ করবে।

(১) [১৯২৪] A.C. ২২২।

তফসিলে গণনা করা সমস্ত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ এবং যে কোনও পদ্ধতি বা কর ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ। যে কোনও দেশে আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের অনেকগুলি বস্তু থাকতে পারে; এটি রাজস্ব বাড়াতে বা দেশীয় অনুচ্ছেদকে রক্ষা করে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডিজাইন করা হতে পারে, অথবা উভয় প্রান্তকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টার দ্বিগুণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে; উভয় ক্ষেত্রেই এটি রাজত্বের কাছে সংরক্ষিত একটি ক্ষমতা। এটা আসলে অস্বীকার করা হয়নি যে এই ধরনের একটি সাধারণ ক্ষমতা বিদ্যমান, তবে এটা বলা হয় যে শুল্ক প্রাচীরের মধ্যে একটি লঙ্ঘন তৈরি করা হয়েছে, যা রাজত্বের ক্ষমতা রয়েছে নির্মাণ করার, ধারা ১২৫ দ্বারা, যা প্রদেশ বা রাজত্বের পণ্যগুলিকে দায়িত্ব দ্বারা প্রভাবিত না করে পার হতে সক্ষম করে। কিন্তু ধারা ১২৫, তাদের লর্ডশিপের মতে, তাই বিবেচনা করা যাবে না। এটি বিভাগগুলির একটি সিরিজে পাওয়া যায় যা ধারা ১০২ দিয়ে শুরু হয়, রাজত্ব এবং প্রদেশের মধ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করুন এবং তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অংশের বিষয়ে প্রদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রদান করুন। কিন্তু এটি ধারা ৯১ দ্বারা প্রদত্ত কর্তৃত্বের অনুশীলনে তৈরি আধিপত্য আইনের কার্যকলাপকে বাদ দেয় না। রাজত্বের সমগ্র রাজত্ব জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং, এই ক্ষমতাটি যে পরিমাণে প্রযোজ্য, তার কার্যকলাপে কোন পক্ষপাত নেই। ধারা ১২৫, তাই, সর্বোত্তম উদ্দেশ্যকে এইভাবে পরাজিত হওয়া থেকে রোধ করার জন্য বিবেচনা করতে হবে।

এটা স্পষ্ট যে লর্ড বাকমাস্টারের পর্যবেক্ষণে কানাডিয়ান সংবিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে, বিশেষ করে রাজত্ব জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজত্ব ক্ষমতার সর্বোত্তমতা

ধারা ১২৫ তে ফলন করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানের পরিকল্পনা ভিন্ন: (১) সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সংবিধানের অন্যান্য বিধানের অধীন; (২) ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ের কাছেই অর্পণ করা হয়েছে; এবং (৩) আইন প্রণয়নের মূল বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত করের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। আমরা এই সত্যের উপর জোর দিচ্ছি না যে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭-এর ধারা ৯১-এ "এই আইনে কিছু থাকা সত্ত্বেও" অভিব্যক্তিটি দেখা যায়, কারণ সেই অভিব্যক্তিটিকে ধারা ১২৫ এর পরিবর্তে বিষয়ের গণনার সাথে সম্পর্কিত বলা যেতে পারে। আমাদের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তটি সংবিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবর্তিত হয়েছে যার অধীনে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে এবং এটি আমাদের সংবিধানের ব্যাখ্যার জন্য কোন নিরাপদ নির্দেশিকা নয়। এটা হয়তো যোগ করা যেতে পারে কানাডিয়ান মামলা যদি আমাদের সংবিধানের অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শর্ত অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২) সমস্যাটির একটি পর্যাপ্ত উত্তর দেওয়া হবে, কারণ একটি রাজ্য তার ব্যবসায়িক কার্যকলাপপের ক্ষেত্রে কোন ছাড় দাবি করতে পারে না এবং যখন ব্রিটিশ কলম্বিয়া অ্যালকোহলযুক্ত মদের ব্যবসা শুরু করার জন্য হুইস্কি আমদানি করে, তখন এটি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) এর অধীনে কোনো ছাড় দাবি করতে পারে না।

আমরা এখন অস্ট্রেলিয়ার কিছু সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে যাই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া কনস্টিটিউশন আইন, ১৯০০ একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র তৈরি করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এমনভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ যাতে ক্ষমতাগুলি রাজ্য বা জনগণের অবশিষ্টাংশের সাথে ফেডারেল সরকারকে অর্পণ করা হয়। এটি একটি ফেডারেল ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকারের যন্ত্রকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়াসে কানাডিয়ান সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু ক্ষমতার বিভাজনে কানাডিয়ান এবং আমাদের সংবিধান থেকে আলাদা। কমনওয়েলথ সম্পর্কে, ধারা ৫১ তে ঊনত্রিশটি গণনাকৃত ক্ষমতার একটি তালিকা রয়েছে যার সাথে এটি অর্পিত। এতে বলা হয়েছে যে, সংবিধানের সাপেক্ষে, সংসদের শান্তির জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে,

আদেশ এবং সুশাসন কমনওয়েলথ সাপেক্ষে-

(i) অন্যান্য দেশের সাথে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্য; এবং

(ii) কর, কিন্তু যাতে রাজ্য বা রাজ্যের অংশগুলির মধ্যে বৈষম্য না হয়।

ধারা ৫২ সেই ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত করে যেখানে কমনওয়েলথের ক্ষমতা একচেটিয়া হতে হবে। রাজ্যের ক্ষেত্রে, বিভাগের বিস্তৃত নীতিটি পাওয়া যায় ধারা ১০৭ যা বাস্তবে বলে যে রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতাগুলি সংবিধান দ্বারা প্রভাবিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীতে স্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে; যে সাপেক্ষে প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব বলয়ের মধ্যে সার্বভৌম থাকে। এখন, ধারা ১১৪, কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া আইন, ১৯০০ বলে:

"কোন রাষ্ট্র, কমনওয়েলথের সংসদের সম্মতি ছাড়া, কোন নৌ বা সামরিক বাহিনী বাড়াতে বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না, বা কমনওয়েলথের অন্তর্গত কোন প্রকার সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না, বা কমনওয়েলথ ধরনের একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না।

যে সিদ্ধান্তের উপর বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন তা হল নিউ সাউথ ওয়েলসের অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কালেক্টর অফ কাস্টমস ফর এন এস ডাবলু (১)। এটি এমন একটি মামলা ছিল যেখানে নিউ সাউথ ওয়েলসের অ্যাটর্নি-জেনারেল নিউ সাউথ ওয়েলসের শুল্ক বিভাগ কালেক্টরের কাছ থেকে কমনওয়েলথে আমদানির সময় বিবাদী কর্তৃক দাবিকৃত শুল্ক বিভাগের শুল্কের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন নির্দিষ্ট স্টিলের রেলের, এবং নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের সরকার কর্তৃক প্রতিবাদের অধীনে অর্থ প্রদান করা হয়, প্রশ্নবিদ্ধ রেলগুলি ইংল্যান্ডে রাজ্য দ্বারা কেনা হয়েছিল রাজ্যের রেলপথ নির্মাণে ব্যবহারের জন্য।

(১) ৫ সি. এল. আর. ৮১৮।

সিডনি বন্দরে তাদের আগমনে বিবাদী বলেছে তারা শুল্ক দায়বদ্ধ বলে দাবি করেছে। রাষ্ট্র শুল্ক প্রদানের দায়বদ্ধতাকে বিতর্কিত করেছে এবং প্রতিবাদের অধীনে দাবিকৃত অর্থ জমা দিয়েছে। দুটি প্রধান প্রশ্নে অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের মতামতের জন্য একটি মামলা বলা হয়েছিল: (১) শুল্ক বিভাগ আইন ১৯০১ এবং শুল্ক বিভাগ ট্যারিফ ১৯২২-এর বিধানগুলি নিউ সাউথ ওয়েলসের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ক্রাউনকে প্রভাবিত করেছে কিনা; এবং (২) ইস্পাত রেলগুলিকে সংবিধানের ধারা ১১৪ এর দ্বারা শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল কিনা। যতদূর প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কিত ছিল প্রধান বিচারপতি গ্রিফিথ বলেছেন যে এটি দ্য কিং বনাম সাটন (১) এর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। যতদূর দ্বিতীয় প্রশ্নটি উদ্বিগ্ন ছিল, বেশিরভাগ বিচারক মনে করেছিলেন যে প্রথাগত শুল্ক সক্ষম হোক বা না হোক "কর" শব্দে অন্তর্ভুক্ত করা হোক না কেন, সম্পত্তির উপর কর নয় যে অর্থে সেই অভিব্যক্তিটি ধারা ১১৪ তে ব্যবহৃত হয়েছে। বিচারপতি আইজ্যাকস মনে করেছিলেন যে শুল্ক বিভাগের দায়িত্বগুলি, যেমনটি সাধারণত বোঝা যায় এবং শুল্ক বিভাগ আইনে প্রণীত, পণ্যগুলির উপর আরোপিত হয়, এবং তাই, "সম্পত্তির উপর" ধারা ১১৪ এর অর্থের মধ্যে, কিন্তু তারা "কর" শব্দের অর্থের মধ্যে আসেনি যেমনটি ধারায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং সাধারণভাবে সংবিধানে। প্রধান বিচারপতি গ্রিফিথ শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্যই আঁকেননি বরং এটাও ধরে রেখেছেন যে ধারা ১১৪ শুধুমাত্র কমনওয়েলথের সীমার মধ্যে থাকা সম্পত্তিতে প্রযোজ্য এবং সেই সীমার মধ্যে আসার প্রক্রিয়ায় পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি আরও স্থির করেন যে কর আরোপের ক্ষমতা ধারা ৫১ (ii) দ্বারা প্রদত্ত সেইসাথে ধারা ৫১ (i) দ্বারা প্রদত্ত আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল সর্বোপরি এবং সীমাহীন এবং একটি নির্মাণ যা ধারা ১১৪ এর শব্দগুলি তৈরি করবে ধারা ৫১ এর সরল অভিপ্রায়ে পূর্ণ প্রভাব দেওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পছন্দ করা উচিত। সে সেই পায়ে এগিয়ে গেল যে কথায় ধারা ১১৪ দুটি নির্মাণে সক্ষম ছিল। তারপর তিনি লক্ষ্য করলেন:

"কোনও সন্দেহ নেই যে কিছু প্রসঙ্গে "যেকোনো কর আরোপ" শব্দগুলি সক্ষম হতে পারে

(১) ৫ সি. এল. আর. "৮৯.

প্রথাগত শুল্ক আবেদনে। কিংবা ধারা ৫১ (ii) তে 'করাধান' শব্দটি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, শুল্ক বিভাগের শুল্ক আরোপের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই কর্তব্যগুলিকে সংবিধানের কোথাও "কর" হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি, যদি না ধারা ৫১(ii) "করাধান" শব্দটি ব্যবহার করা হয় তাদের এমন একটি বর্ণনা; বা তাদের উপর ধার্য করাকে কখনও সম্পত্তির উপর কর আরোপ হিসাবে বলা হয় না। ধারা ৮৬ "শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ" এর কথা বলে। ধারা ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, সবাই শুল্ক বিভাগের শুল্ক আরোপের কথা বলে। এই ধরনের শুল্কগুলি "পণ্যের" ক্ষেত্রে আরোপ করা হয় এবং এক অর্থে, নিঃসন্দেহে, "পণ্যের উপর", যা বলার আরেকটি উপায় যে "আপন" শব্দটি কখনও কখনও "সম্পর্কে" এর সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে স্ট্যাম্প শুল্ক, উত্তরাধিকার শুল্ক এবং অন্যান্য ধরণের পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে "তার উপর" বা "উপরে" শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যেমন কৃতকর্মের উপর কর ইত্যাদি, বা বাস্তব এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। এখন এটি স্বীকৃত এই ধরনের করাধান প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তির ওপর নয়, সম্পত্তির ক্রিয়াকলাপ বা নড়াচড়ার ওপর।

বিচারপতি হিগিন্স, তার সিদ্ধান্ত কিছুটা ভিন্ন ভিত্তিতে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে এই ভিত্তিটি নিতে পারেননি যে ধারা ১১৪ তে "কর" শব্দের অর্থের মধ্যে একটি শুল্ক একটি কর হতে পারে না। তিনি বলেছেন যে ধারা ১১৪, "যে কোনও প্রকারের কর" শব্দটি ব্যবহার করেননি, কিন্তু বলেছেন, "যেকোনো প্রকারের কর যে কোনও প্রকারের সম্পত্তিতে যা রাষ্ট্রের অন্তর্গত"। তিনি মালিকানার ধারণাকে গুরুত্বপূর্ণ পরিক্ষা হিসেবে, "যে কোনও ধরনের সম্পত্তির অন্তর্গত" অভিবাক্তি টি ব্যবহার করে। বিজ্ঞ বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"রাজ্যের করের উপর নিষেধাজ্ঞা, নিঃসন্দেহে, ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ধারা ১২৫ দ্বারা প্রস্তাবিত ছিল। কিন্তু "জমি বা সম্পত্তি" এর জন্য "সম্পত্তি"

শব্দটি প্রতিস্থাপন করে উদ্দেশ্য-যদি এটি উদ্দেশ্য ছিল- নিষেধাজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ করা যা "সম্পত্তি কর" নামে পরিচিত তা কিছুটা অস্পষ্ট করা হয়েছে। সম্পত্তি, সংবিধান অনুসারে, রাজ্যের পাশাপাশি কমনওয়েলথের ক্ষেত্রে কর আরোপ করা হয়; শুল্ক বিভাগ করাধান শুধুমাত্র কমনওয়েলথের জন্য একটি বিষয় (ধারা ৯০)। রাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথের মধ্যে প্রতিশোধের কর, সম্পত্তি করের হিসাবে সম্ভব; কিন্তু শুল্ক বিভাগ কর হিসাবে অসম্ভব। কিন্তু এই প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞার কারণ যা-ই হোক না কেন, এই নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও এই আদালত সংবিধানের প্রকৃতি থেকে রাজ্য বা কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদের কর ধার্য করার জন্য যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছে, শব্দগুচ্ছটি এমন যে এই এক্সপ্রেস নিষেধাজ্ঞার বিষয় হিসাবে সম্পত্তি হিসাবে সম্পত্তি করের জন্য। "কোন রাষ্ট্র, সংসদ বা কমনওয়েলথের সম্মতি ব্যতীত, ...কমনওয়েলথের অন্তর্গত কোন প্রকার সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না, বা কমনওয়েলথ কোন রাষ্ট্রের কোন প্রকার সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না। "

আমরা মনে করি যে বিজ্ঞ বিচারকদের যে বিবেচনার কারণে তারা উপসংহারে পৌঁছেছেন তা আমাদের সংবিধানের অধীনে আমাদের কাছে উপলব্ধ বিবেচনা নয়। আমরা অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর অধীনে একটি অব্যাহতি ধারা নিয়ে কাজ করছি; সেই ছাড়ের শর্তটিকে অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) দ্বারা সজ্জিত দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে আমাদের সংবিধানের অধীনে 'করাধান' শব্দটি সংবিধান দ্বারাই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আমরা শব্দটিকে আলাদা অর্থ দিতে স্বাধীন নই অথবা কমনওয়েলথের সীমার মধ্যে সম্পত্তির উপর কর আরোপের মধ্যে এবং সেই সীমার মধ্যে আসার প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পত্তি; অথবা আমরা একটি করের মধ্যে পার্থক্য করতে স্বাধীন নই

সম্পত্তির উপর এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে কর এর মধ্যে। এটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ যে কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া আইন, ১৯০০ এর ধারা ১১৪ "সম্পত্তির উপর কর" অভিব্যক্তি ব্যবহার করে। অনুচ্ছেদ ২৮৯ তে আমাদের অব্যাহতি শর্ত একটি ভিন্ন শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে, একটি বাক্যতত্ত্ব যা কোনোভাবেই 'কর' শব্দটিকে যোগ্য করে না, কিন্তু বলে যে কোনো রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং আয় যে কোনো কর বা আরোপ থেকে অব্যাহতি পাবে যেটি সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ, যা ইউনিয়ন দ্বারা আরোপ করা হবে। এমনকি কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া আইন, ১৯০০-এর ধারা ১১৪, এর খেত্রেও সম্পত্তি এবং সম্পত্তির আমদানির মধ্যে পার্থক্য অঙ্কন করতে অসুবিধা হয়েছিল, কারণ "কোনও ধরনের সম্পত্তি" ধারা ১১৪-এর জন্য। অসুবিধাটি নিকোলাস অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানে নির্দেশ করেছেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪৩)। তিনি বলেছেন

> "সমাধানটি সম্পত্তি এবং সম্পত্তির আমদানির মধ্যে পার্থক্য এবং শুল্ক এবং করের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেছে কারণ এই পদগুলি সংবিধানে ব্যবহৃত হয়েছে৷ উভয় পার্থক্যই কিছু অসুবিধা জড়িত ছিল,ধারা ১১৪ এর কারণে "যেকোনো ধরণের" শব্দ ব্যবহার করে এবং একমাত্র শুল্ক আরোপ করার জন্য প্রকাশ্য ক্ষমতা পাওয়া যায় ধারা ৫১ (ii) তে। এইভাবে অনুমোদিত নয় এমন। সব রাজ্যে শুল্ক দিতে বাধ্য করা হয়েছে আমদানি যা অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি নয়, যাতে তাদের ঋণের আয় কমনওয়েলথ রাজস্বের সুবিধার জন্য হ্রাস করা হয়েছে এবং অব্যাহতির ক্ষমতা যেখানে এটি হতে পারে সেখানে ব্যবহার করা হয়নি (রয়্যাল কমিশনের রিপোর্ট, পৃ. ৩৬১)।"

অস্ট্রেলিয়ান মামলার অনুপ্রেরণায় এটি সম্ভবত উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের সংবিধানের অধীনে 'কর দেওয়ার ক্ষমতা' 'নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা' থেকে আলাদা বলে বিবেচিত হয়। আবার, যেমন আমরা আগেই বলেছি, 'প্রত্যক্ষ' এবং 'পরোক্ষ করের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে

আমাদের সংবিধান দ্বারা গৃহীত হয়নি। তাছাড়া অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর অধীনে আমাদের বিবেচনার জন্য যে সমস্যাটি এমন নয় যেটিকে আইনী ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করতে হবে। আমাদের সামনে সমস্যাটি আসলেই অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা প্রদত্ত অনাক্রম্যতা বা ছাড়ের পরিমাণ। অ্যাটর্নি-জেনারেল ফর সাসকাচোয়ান বনাম কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে কোম্পানির (১), কানাডিয়ান সরকার এবং উল্লিখিত কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তির শর্ত ১৬ দ্বারা কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে কোম্পানিকে মঞ্জুর করা একটি ছাড় তৈরি করার প্রশ্ন উঠেছে৷ ছাড়ের শর্ত টি অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রদান করেছে যে "কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে, এবং সমস্ত স্টেশন এবং স্টেশন গ্রাউন্ড, ওয়ার্কশপ, ইমারৎ, ইয়ার্ড এবং অন্যান্য সম্পত্তি ইত্যাদি, রাজত্ব, বা এর পরে যে কোনও প্রদেশ দ্বারা কর থেকে চিরতরে মুক্ত থাকবে, বা সেখানে যে কোনো পৌর কর্পোরেশন দ্বারা।" সাসকাচোয়ান প্রদেশটি ১৯০৫ সালে গঠিত হয়েছিল এবং পূর্বোক্ত অব্যাহতি শর্তের অধীনে এর বাধ্যবাধকতাগুলি মেনে চলার জন্য, রাজত্ব সংসদ ১৯০৫ সালের সাসকাচোয়ান আইনের ২৪ ধারায় সরবরাহ করেছিল যে "উক্ত প্রদেশকে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করা হবে চুক্তির শর্ত ১৬ এর বিধান। কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে কোম্পানি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে এটি সাসকাচোয়ানের সিটি আইন, ১৯৪৭ দ্বারা অব্যাহতি ধারার কারণে আরোপিত ব্যবসায়িক কর থেকে মুক্ত ছিল। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির সামনে এটি সাসকাচোয়ান প্রদেশের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে কর দেওয়ার জন্য দায়ী সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে মালিকের উপর আরোপিত করের ক্ষেত্রে ছাড়টি সীমাবদ্ধ ছিল, তবে ছাড়টি কোম্পানির পরিচালনার ব্যবসার ক্ষেত্রে তার উপর আরোপিত করের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়নি। এই যুক্তি মোকাবেলা করে বিচার বিভাগীয় কমিটি বলেছেন:

> "যদিও শর্ত ১৬-এর ভাষা হল যে সম্পত্তি চিরকালের জন্য কর থেকে মুক্ত থাকবে' তারপরে যে কোনো প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে,

(১) [১৯৫৩) এ. সি, ৫৯৪,

এটা বলা হয় যে সম্পত্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোম্পানিকে কর দেওয়া (নিজেই ছাড়ের একটি শব্দ), সম্পত্তির উপর কর দেওয়া নয় এবং এটি একাই নিষিদ্ধ।"

তাদের লর্ডশিপগুলি তার নিজস্ব শর্তে ছাড়কে বোঝায় এবং ধরেছিল যে সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মালিকের উপর একটি কর সম্পত্তির উপর করের মতোই ছাড়ের মধ্যে ছিল। আমাদের দৃষ্টিতে অনুচ্ছেদ ২৮৯ অব্যাহতি শর্ত একইভাবে তার নিজস্ব শর্তাবলীতে বোঝাতে হবে। আমরা আরও বিবেচনা করি যে এই সংযোগে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সর্বোত্তমতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

রাজ্যগুলির তরফে, মহারাষ্ট্র রাজ্য ব্যতীত যেগুলি কেবলমাত্র আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অবস্থানকে সমর্থন করেছে, এটি আমাদের সামনে খুব জোরালোভাবে দাবি করা হয়েছে যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ অব্যাহতি শর্তের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির উপর কর এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত করের মধ্যে পার্থক্যের উপর কিছুই আসে না। উভয়ই সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এবং যদি সম্পত্তি কেন্দ্র করাধান থেকে মুক্ত হতে হয়, তাহলে করটি সম্পত্তির মালিকানা বা দখলে থাকুক বা এর উৎপাদন বা উত্পাদন বা আমদানি বা রপ্তানির উপর থাকুক না কেন তা কোন পার্থক্য করে না। শুল্ক এবং আবগারি শুল্কের প্রকৃত প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সামনে বিপুল সংখ্যক সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছিল। এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে আবগারি শুল্ক উত্পাদিত বা উত্পাদিত পণ্যের উপর কর কর আরোপ দেশে; একইভাবে শুল্ক বা রপ্তানি শুল্ক হল একটি শুল্ক যা পণ্যের উপর আরোপিত হয় যা আমদানি বা রপ্তানির বিষয়। আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগের শুল্ক এবং অর্থ ফেরতের নিয়মের ক্ষেত্রে "ড্র ব্যাক" সম্পর্কিত বিধানগুলি থেকেও এটি স্পষ্ট। আমরা আমাদের সামনে সমস্যাটির উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্তগুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে একটি ইম্পোস্ট, তা কর, শুল্ক বা ফি হোক না কেন, একটি আইটেমের অধীনে পড়ে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য

সপ্তম তফসিলের আইনী তালিকার, কর, শুল্ক বা ফি এর প্রকৃতি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বনাম মাদ্রাজ প্রদেশে(1) জুডিশিয়াল কমিটি যেমন উল্লেখ করেছে, আবগারি শুল্ক প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত বা উত্পাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে একজন প্রস্তুতকারক বা উত্পাদকের উপর আরোপিত একটি শুল্ক; তবে এটি পণ্যের উপর একটি কর, বিক্রয়ের উপর কর বা পণ্য বিক্রয়ের আয় থেকে আলাদা করা; দুটি কর, একটি তার পণ্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের উপর আরোপিত, অন্যটি তার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার উপর এক অর্থে ওভারল্যাপ হতে পারে। কিন্তু আইনে কোনো ওভারল্যাপিং নেই, কর আলাদা এবং স্বতন্ত্রভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷ কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, আমাদের সামনে সমস্যাটি চাপের প্রকৃতি নয়, বরং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা প্রদত্ত অনাক্রম্যতার পরিমাণ৷ সেই অনাক্রম্যতার পরিধি, যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৫, ২৮৫, ২৮৯ এবং ৩৬৬(২৮) এর প্রকৃত সুযোগ এবং প্রভাবের উপর নির্ভর করে। অনাক্রম্যতার পরিমাণের ক্ষেত্রে সম্পত্তির উপর করের মধ্যে পার্থক্য বা সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত আসলেই কোন বস্তুগততা নেই। সম্পত্তির উপর একটি কর এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি কর - উভয়ই সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে - এবং যদি আমরা উল্লেখ করেছি যে অনুচ্ছেদগুলির সত্যিকারের সুযোগ এবং প্রভাব হল যে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে অবশ্যই যে কোনও কর বা চাপিয়ে দেওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে, সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ, কেন্দ্র দ্বারা, তারপরে লোকেদের উপর কর এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত করের মধ্যে পার্থক্যটি তার তাৎপর্য হারায়।

উপরে প্রদত্ত কারণগুলির জন্য আমাদের মতামত হল যে এই আদালতে উল্লেখ করা তিনটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই ইতিবাচক এবং কেন্দ্রের গৃহীত অবস্থানের বিরুদ্ধে হতে হবে।

বিচারপতি হিদায়াতুল্লাহ-- সংশোধনের জন্য একটি বিল সংসদে উত্থাপনের প্রস্তাবের ফলস্বরূপ সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর ধারা ২০ (১৮৭৮ সালের আইন ৮) এবং ধারা ৩, কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ (আইন ১

(১) ৭২ I.A. ৯১, ১০৩।

১৯৪৪ সালের) রাজ্য সরকারের অন্তর্গত পণ্যগুলিতে এই দুটি আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করার লক্ষ্যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ এর অধীনে উল্লেখ করতে পেরে খুশি হয়েছেন প্রস্তাবিত সংশোধনী সাংবিধানিক হবে কিনা তা নিশ্চিত করতে এই আদালতের মতামতের জন্য তিনটি প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রশ্নগুলি হল:

"(১) সংবিধানের ২৮৯ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি কি কেন্দ্রকে আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে বিরত রাখে কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তি সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২) তে উল্লেখ করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়?

(২) ভারতের সংবিধানের ২৮৯ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি কি সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২) তে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাজ্যের সম্পত্তির ভারতে উত্পাদন বা উত্পাদনের উপর আবগারি শুল্ক আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয়?

(৩) সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সালের আইন ৮) এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১এ) (আইন ১ ১৯৪৪-এর) সংশোধিত বিল দ্বারা সংশোধিত সংযোজন কি ভারতের সংবিধানের ২৮৯ অনুচ্ছেদের বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ?

দুটি আইনের ধারাগুলি যেমন আজ দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি একটি রাজ্যের সমস্ত পণ্যের উপর প্রথাগত শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক ধার্য করার বিধান করে তবে শুধুমাত্র যদি সেই সরকারের দ্বারা বা তার পক্ষে পরিচালিত কোনও ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ যেমন তারা অন্তর্গত নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

যেকোনো সরকারের কাছে। এই দুটি বিভাগ বর্তমানে পড়ুন:

"২০. (১) অতঃপর প্রদত্ত ব্যতীত, আপাতত বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা তার অধীনে নির্ধারিত হারে শুল্ক ধার্য করা হবে-

(ক) সমুদ্রপথে যে কোনো কাস্টম-বন্দর থেকে বা কোনো বিদেশী বন্দর থেকে আমদানি বা রপ্তানি করা পণ্য;

(খ) সমুদ্রপথে কোন কাস্টম-বন্দর থেকে অন্য কোন শুল্ক-বন্দরে আমদানিকৃত আফিম, লবণ বা লবণযুক্ত মাছ;

(গ) কোনো বিদেশী বন্দর থেকে কোনো কাস্টম-বন্দরে আনা পণ্য, এবং শুল্ক পরিশোধ ছাড়াই, অন্য কোনো শুল্ক-বন্দরে পাঠানো বা সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া এবং আমদানি করা; এবং

(ঘ) এক কাস্টম-বন্দর থেকে অন্য শুল্কবন্দরে বন্ডে আনা পণ্য।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি একটি রাষ্ট্রের সরকারের অন্তর্গত সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং সেই সরকারের দ্বারা বা তার পক্ষে পরিচালিত যে কোনও ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। , বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ যেমন তারা কোনো সরকারের অন্তর্গত নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা.- এই উপ-ধারায় 'রাজ্য' একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে না"।

"৩. (১) নির্ধারিত শুল্কের মতো পদ্ধতিতে ধার্য ও আদায় করা হবে ভারতে উৎপন্ন বা উৎপাদিত লবণ ছাড়া অন্য সব আবগারি পণ্যের ওপর আবগারি শুল্ক

এবং ভারত এর যে কোনো অংশে উৎপাদিত বা স্থলপথে আমদানিকৃত লবণের ওপর শুল্ক, এবং হারে, যা প্রথম তফসিলে উল্লিখিত।

(১ক) উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি লবণ ব্যতীত অন্য সমস্ত আবরণযোগ্য পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা ভারতে বা তার পক্ষে উত্পাদিত বা উত্পাদিত হয় একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের সরকারের এবং সেই সরকারের দ্বারা বা তার পক্ষে, বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত যে কোনও ক্রিয়াকলাপের জন্য যে কোনও ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় কোন সরকার দ্বারা উৎপন্ন বা উত্পাদিত হয় না এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

X X X X

দুটি ধারাকে নিম্নরূপ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে:

"১৮৭৮ সালের ধারা ২০, আইন ৮ এর সংশোধন।

সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর ধারা ২০-এ, উপ-ধারা (২) এর জন্য নিম্নলিখিত উপ-ধারাগুলি প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:-

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হবে৷ সরকারের অন্তর্গত সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন তারা প্রযোজ্য পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারের নয়।"

১৯৪৪ সালের ধারা ৩, আইন ১-এর সংশোধনী।

কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪-এর ধারা ৩-তে উপ-ধারা (১এ) এর জন্য নিম্নলিখিত উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হবে, যথা

(১এ) উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি সমস্ত আবরণযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে

লবণ ব্যতীত যেগুলি ভারতে উত্পাদিত বা উৎপাদিত হয়, সরকার বা তার পক্ষে, তারা যে পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যেগুলি সরকার দ্বারা উত্পাদিত বা উত্পাদিত হয় না।"

প্রশ্নটি শুধুমাত্র রাজ্যগুলির জন্যই নয়, কেন্দ্রের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্র যা করতে চায় তা হল রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের কর-দাতাদের তালিকায় রাখা, কেবল তাদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের ক্ষেত্রেই নয়, তাদের সরকারী কার্যাবলীর ক্ষেত্রেও। সংবিধান যদি এটা নিষিদ্ধ না করে তাহলে তাদের ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এইভাবে একমাত্র প্রশ্ন হল সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা এটি নিষিদ্ধ করেনি কি না যা প্রসঙ্গ বর্তমানে করা হবে।

আমাদের প্রজাতন্ত্র তাদের নিজস্ব সরকার সহ রাজ্যগুলি নিয়ে গঠিত। এই সরকারগুলি অন্য যেকোনো সরকারের মতো তাদের নিজস্ব ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রয়োগ করে। তারপরে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার যা তার নিজের বলয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ কিন্তু এর আধিপত্য একটি সাধারণ বা অনির্ধারিত আধিপত্য নয়। রাজ্য সরকারগুলিকে আধিপত্য দেওয়ার জন্য এটি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে হ্রাস করা হয়েছে। এই ধরনের একটি ছেদন অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) তে পাওয়া যায় এবং একমাত্র প্রশ্ন যা সত্যিই উঠতে পারে তা হ'ল সেই সীমাবদ্ধতা কতটুকু যায়?

আমরা এখানে সংসদের কর আরোপ ক্ষমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন যা স্বীকার করেই রপ্তানি শুল্ক (এন্ট্রি ৮৩, তালিকা I, ৭ম তফসিল) সহ শুল্ক আরোপের জন্য প্রসারিত এবং ভারতে তামাক ও অন্যান্য পণ্যের উপর আবগারি শুল্ক যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া এন্ট্রি (এন্ট্রি ৮৪, ইবিড)। করের ক্ষমতা ছাড়াও, সংসদের "বিদেশের সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্য; শুল্ক সীমান্ত জুড়ে আমদানি ও রপ্তানি" (এন্ট্রি ৪১, ইবিড) এবং "আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্য" (এন্ট্রি ৪২,) এর উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা রয়েছে ইবিড)। এগুলো থেকে শক্তি পাওয়া যায়

সেই এন্ট্রিগুলি থেকে পূর্ণাঙ্গ এবং সংবিধান যদি তা প্রদান করে তবেই তা সংযমের বিষয় হতে পারে। অনুচ্ছেদ ২৪৫ এর অধীনে, এই ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৪৬ দ্বারা, যা সংসদ এবং রাজ্যগুলির আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইনগুলির বিষয়বস্তুকে ভাগ করে, কেন্দ্র তালিকায় গণনা করা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সংসদকে একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয়। একইভাবে, রাজ্য তালিকায় গণনা করা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভাগুলিকে একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয়। "সমসাময়িক তালিকা" নামে একটি তৃতীয় তালিকা রয়েছে এবং এতে এমন বিষয়গুলি রয়েছে যেগুলির উপর সংসদ এবং রাজ্যগুলির আইনসভাগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে৷ আইনগুলির মধ্যে অসঙ্গতি অনুচ্ছেদ ২৫৪ দ্বারা এড়ানো যায় যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন তৈরি করে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের আগে হোক বা পরে আইনসভা, পরেরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া। এই বিধানগুলি ছাড়াও, সংসদের কাছে রাজ্যের তালিকায় গণনা করা বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও ভারতের ভূখণ্ডের জন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রয়েছে এবং সমসাময়িক বা রাজ্য তালিকায় গণনা করা হয়নি এমন কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে। এটি, সংক্ষেপে, আমাদের সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়ন সম্পর্ক এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বন্টনের পরিকল্পনা। তিনটি তালিকায় এন্ট্রি রয়েছে যা কর, শুল্ক এবং ফি এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম করে করাধান এন্ট্রিগুলি শুধুমাত্র কেন্দ্র এবং রাজ্যের তালিকায় পাওয়া যাবে। সমবর্তী তালিকায় শুধুমাত্র দুটি এন্ট্রি রয়েছে যা (ক) বিচারিক স্ট্যাম্পের মাধ্যমে সংগৃহীত শুল্ক বা ফি ব্যতীত স্ট্যাম্প শুল্ক নিয়ে কাজ করে, তবে স্ট্যাম্প শুল্কের হার অন্তর্ভুক্ত করে না (এন্ট্রি ৪৪, সমবর্তী তালিকা,) এবং (খ) ফি সেই তালিকার যেকোনো বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু কোনো আদালতে নেওয়া ফি সহ নয় (এন্ট্রি ৪৭, ইবিড)। অন্য দুটি তালিকায় এন্ট্রি রয়েছে যা কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে তাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্যে রাজস্ব বাড়াতে কর, শুল্ক এবং ফি আরোপ করতে সক্ষম করে। এই এন্ট্রিগুলি, যতদূর মানুষের বুদ্ধিমত্তা অর্জন করতে পারে, একটি পরিষ্কার এবং ন্যায্য বিভাজন করার চেষ্টা করে।

বিভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রের দ্বারা উত্থাপিত কিছু করের অর্থ তাদের কার্যকলাপগুলির অর্থায়নের জন্য বন্টনের জন্য একটি বিস্তৃত পদ্ধতি রয়েছে তবে আমরা বর্তমানে এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন নই।

করের ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গ হওয়া ব্যতীত ক্ষমতার প্রয়োগকে বলা যেতে পারে যে একচেটিয়া ক্ষেত্রের রূপরেখা দেওয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বী তালিকায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, দ্বৈত সরকারে একটি বিপদ ছিল, যা আমাদের দেশে গণতন্ত্র দ্বারা গৃহীত হয়েছে, একটি সরকার অন্য সরকারকে কর আরোপ করে কিনা তা দিয়ে শুরু হোক বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে। অন্যান্য ফেডারেল সংবিধান দ্বারা এই ধরনের সম্ভাবনার পূর্বে হয় স্পষ্টভাবে বা দ্বৈত রূপের অন্তর্নিহিততা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের মধ্যে সম্পত্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের অনাক্রম্যতা প্রদান করা হয়েছিল। আমাদের সংবিধানেও এর বিধান রয়েছে। এই বিধানগুলি XI। এবং XIII। অংশে পাওয়া যাবে। পরবর্তী অংশটি সম্প্রতি এই আদালতে অনেক উদ্বিগ্ন চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং এটি ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং মিলনের স্বাধীনতা প্রদান করে। অংশ XII। এর অনুচ্ছেদ ২৮৫-২৮৯ অনুচ্ছেদগুলি নির্দিষ্ট অন্যান্য পরিস্থিতিতে কর থেকে অনাক্রম্যতা প্রদান করে। এর মধ্যে অনুচ্ছেদ ২৮৬, যার মধ্যে পণ্য বিক্রয় এবং ক্রয়ের উপর কর আরোপের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে, এই আদালতের সামনে বহুবার রয়েছে এবং বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। অনুচ্ছেদ ২৮৫ রাজ্যের কর থেকে কেন্দ্রের সম্পত্তির অব্যাহতি প্রদান করে, এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯, কেন্দ্র কর থেকে রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয়ের ছাড়ের জন্য। আমরা প্রাথমিকভাবে অনুচ্ছেদ ২৮৯ নিয়ে উদ্বিগ্ন এই প্রসঙ্গে। অনুচ্ছেদ ২৮৭ এবং ২৮৮ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যুতের উপর কর থেকে বিশেষ ছাড় প্রদান করে এবং বর্তমান উদ্দেশ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়।

২৮৬, ২৮৭ এবং ২৮৮ অনুচ্ছেদগুলিকে একপাশে রেখে, আমি অনুচ্ছেদ ২৮৫ এবং ২৮৯ কে নীচে স্থাপিত করেছি:

"২৮৫. (১) কেন্দ্রের সম্পত্তি হবে,

ব্যতীত যতদূর সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে, একটি রাজ্য বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

(২) শর্ত (১) এর কোনো কিছুই, যতক্ষণ না সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় বিধান করে, একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে কোনো কর্তৃপক্ষকে এই সংবিধানের সূচনার অব্যবহিত পূর্বে এই জাতীয় সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধ বা হিসাবে বিবেচিত কেন্দ্রের দাইবদ্ধতা কোনো সম্পত্তির উপর কোনো কর আরোপ করতে বাধা দেবে না, যতক্ষণ না সেই রাজ্যে সেই কর আরোপ করা অব্যাহত থাকে।"

"২৮৯. (১) একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

(২) শর্ত (১) এর কোন কিছুই কেন্দ্রকে এমন পরিমাণে কোন কর আরোপ বা আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে না, যদি থাকে, যেমন সংসদ আইনের দ্বারা পরিচালিত কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রদান করতে পারে, বা এর পক্ষে, একটি রাষ্ট্রের সরকার, বা এর সাথে সংযুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ, বা এই জাতীয় বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তি, বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও আয় সংগৃহীত বা উদ্ভূত।

(৩) শর্ত (২) এর কোন কিছুই কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা বাণিজ্য বা ব্যবসার কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা সংসদ আইন দ্বারা আনুষঙ্গিক বলে ঘোষণা করতে পারে সরকারের সাধারণ কাজ।"

এগুলি সংবিধানের বিধান যা প্রস্তাবিত বর্ধিতকরণ কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য এই প্রসঙ্গ তৈরি করার সময় ভারতের রাষ্ট্রপতির মনে আছে

রাজ্য সরকারের অন্তর্গত সমস্ত পণ্যের শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক, একটি ক্ষেত্রে আমদানি বা রপ্তানি করা হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে উত্পাদিত বা উত্পাদিত হয়, অনুচ্ছেদ ২৮৯ কে আঘাত করবে না।

এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে ১৫৪ এবং ১৫৫ ধারাগুলিও অনুরূপ অনাক্রম্যতার জন্য প্রদান করেছিল, কিন্তু এই ধারাগুলিকে একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছিল। আমি ভবিষ্যতের তুলনার জন্য এই বিভাগগুলি উদ্ধৃত করছি:

"১৫৪. কর থেকে কিছু সরকারী সম্পত্তির অব্যাহতি। - সংযুক্ত রাষ্ট্র সরকারের উদ্দেশ্যে মহামহিম-এ অর্পিত সম্পত্তি, যতদূর পর্যন্ত কোন ফেডারেল আইন অন্যথায় প্রদান করতে পারে, বা কোন দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে একটি প্রদেশ বা ফেডারেটেড স্টেটের মধ্যে কর্তৃপক্ষ:

তবে শর্ত থাকে যে, ফেডারেল আইন অন্যথায় প্রদান না করা পর্যন্ত, এই আইনের অংশ ।।। শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে অর্পিত যেকোন সম্পত্তি এই ধরনের যেকোন করের জন্য দায়বদ্ধ বা দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত ছিল, যতক্ষণ না সেই কর অব্যাহত থাকবে, ততক্ষণ তা অব্যাহত থাকবে, বা দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে।"

"১৫৫. ফেডারেল করের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার এবং ফেডারেল রাজ্যের শাসকদের অব্যাহতি।-(১) এখানে প্রদত্ত বিষয় হিসাবে, একটি প্রদেশের সরকার এবং একটি ফেডারেল রাজ্যের শাসক জমির ক্ষেত্রে ফেডারেল করের জন্য দায়ী থাকবে না বা ব্রিটিশ ভারতে অবস্থিত ভবন বা ব্রিটিশ ভারতে আয়, উদ্ভূত বা প্রাপ্ত আয়:

শর্ত থাকে যে-

(ক) যেখানে কোনো প্রদেশের সরকারের পক্ষ থেকে বা তার পক্ষে কোনো ধরনের ব্যবসা বা ব্যবসা করা হয়

সেই প্রদেশের বাইরে ব্রিটিশ ভারতের অংশ বা ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশে একজন শাসক দ্বারা, এই উপ-ধারার কোনো কিছুই সেই সরকার বা শাসককে সেই বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে, বা তার সাথে যুক্ত কোনো কাজ, বা যেকোনো বিষয়ে কোনো ফেডারেল কর থেকে ছাড় দেবে না এর সাথে সম্পর্কিত আয়তে, বা দখলকৃত কোনো সম্পত্তি এর উদ্দেশ্যে;

(খ) এই উপ-ধারার কোন কিছুই একজন শাসককে যে কোন জমি, ভবন বা আয় তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে কোন ফেডারেল কর থেকে ছাড় দেবে না।

(২) এই আইনের কোনো কিছুই সেই তারিখের আগে জারি করা কোনো ভারতীয় সরকারী সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজ্যের শাসকের দ্বারা এই আইন লাগু হওয়া করার অধিকার হিসাবে উপভোগ করা কর থেকে কোনো ছাড়কে প্রভাবিত করে না।"

যেমনটি আমি আগেই বলেছি, একটি ফেডারেশনে দ্বৈত সরকারের জন্য একটি সরকারকে অন্য সরকারের কর থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই কিন্তু এই ধরনের অনাক্রম্যতা দ্বৈত সরকারের প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে। কানাডায়, ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭ এর ধারা ১২৫, প্রদান করে:

"কানাডা বা কোনো প্রদেশের কোনো জমি বা সম্পত্তি করের জন্য দায়ী থাকবে না।"

অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানে, যা এর একজন প্রণেতা (মিঃ জাস্টিস হিগিন্স) আমেরিকান সংবিধানের একটি "পেডান্টিক অনুকরণ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন, ধারা ১১৪ প্রদান করে:

"একটি রাষ্ট্র কমনওয়েলথের সংসদের সম্মতি ছাড়া, উত্থাপন করবে না বা

কোন নৌ বা সামরিক বাহিনী বজায় রাখা, বা কমনওয়েলথের কোন প্রকার সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করা, বা কমনওয়েলথ কোন রাষ্ট্রের কোন প্রকার সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না।"

এমনকি আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের মতো তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সংবিধানেও আমরা অনুরূপ বিধান খুঁজে পাই। ব্রাজিলের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ প্রদান করে:

"কেন্দ্র, রাজ্য এবং পৌরসভাগুলি নিষিদ্ধ-

* * * *

(গ) একে অপরের পণ্য, আয় বা পরিষেবার উপর কর দিতে হবে।"

আমাদের সামনে যে যুক্তিগুলিতে কেন্দ্রের জন্য ভারতের সলিসিটর-জেনারেল এবং কয়েকটি রাজ্যের অ্যাডভোকেটস-জেনারেল এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতা সহায়তা করেছিলেন, সেখানে দুটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা স্পষ্ট ছিল। একটি লাইন ছিল নির্দিষ্ট কিছু আমেরিকান, কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা যেখানে সংশ্লিষ্ট সংবিধানের অধীনে বিধিনিষেধগুলি হয় বহাল বা নেতিবাচক, এবং তারপর সমানতা থেকে যুক্তি দেখানো। অন্য লাইনটি ছিল সংবিধানের কথাগুলো নেওয়া এবং সংবিধান বলতে কী বোঝায় তা দেখা। এই দুটি লাইন একটি লিখিত সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং নির্মাণের সনাতন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে। কুলি তাদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন ('সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা', পৃ. ৯৭) এই বলে যে ব্যাখ্যা হল "কোনও রূপের শব্দের প্রকৃত অর্থ খুঁজে বের করার অনুচ্ছেদ; অর্থাৎ, যে অর্থটি তাদের লেখক বোঝাতে চেয়েছিলেন", যখন নির্মাণ হল "সিদ্ধান্তের অঙ্কন, এমন বিষয়কে সম্মান করা যা সরাসরি অভিব্যক্তির বাইরে থাকে পাঠ্য, পাঠ্য থেকে পরিচিত এবং দেওয়া উপাদান থেকে; উপসংহার যা প্রকৃত অর্থের মধ্যে আছে, যদিও না

লেখার অক্ষরের মধ্যে।" লিখিত সংবিধানের সাথে, যেমন আমাদের আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজটি অবশ্যই ব্যাখ্যার একটি হতে হবে, কিন্তু যেখানে সংবিধানের ভাষা পরামর্শ দেয় যে পূর্বে অন্যান্য দেশের উচ্চ কোর্ট দ্বারা যা লাগু হওয়া হয়েছিল সমান্তরাল বিষয়গুলিতে স্পষ্টতই একটি নির্দেশিকা হিসাবে নেওয়া হয়েছে, কী অর্জন করতে চাওয়া হয়েছিল এবং কী এড়ানো হয়েছিল তা জানতে একজনকে পাঠ্যের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতে হতে পারে। আমি জানি যে ওয়েব বনাম আউটট্রিম (১), লর্ড হালসবারি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এটা বলা অসম্ভব যে অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান প্রণয়নকারীদের অনুমিত ইচ্ছা কি ছিল। আমি এই বিষয়েও অবগত যে ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় জনগণের জন্য তৈরি করা একটি দলিল। সংবিধানকে ব্যাখ্যা করতে, সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা উচিত নয় সংবিধানের লেখন মুরিং এবং ভিন সমুদ্রে প্রবাহিত করতে। তবে, আমি বলতে পারি যে সংবিধানেই বাধ্যতামূলক শক্তির ইঙ্গিত রয়েছে যা দেখায় যে কারিগরেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ কোর্টের এই রায়গুলির কিছু প্রভাব এড়াতে চেয়েছিলেন। এই বিজ্ঞ আদালতগুলির পর্যবেক্ষণগুলি আমাদের সামনে পরামর্শের দ্বারা পরিষেবাতে চাপ দেওয়া হয়েছে, কারণ সেগুলি আমাদের সংবিধানের বিধানগুলির ঐতিহাসিক পটভূমি তৈরি করে। আমি প্রথমে তাদের সাথে মোকাবিলা করা সুবিধাজনক বলে মনে করি কারণ তারা আমাদের নিজেদের সংবিধান বোঝার জন্য প্রস্তুত করে। সম্ভবত অন্যান্য স্থাপন এবং পরিবেশে সমস্যাটি দেখে, কেউ নিজের মধ্যে এটি আরও ভালভাবে দেখতে সক্ষম হয়।

আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে শুরু করব, কারণ এই মতবাদের প্রথম সূচনা সেখানে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, দ্বৈত ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অন্তর্নিহিত প্রভাব হিসাবে অন্য সরকারের কর থেকে এক সরকারের অনাক্রম্যতা। এর শিকড় ছিল বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টার ম্যাককুলোচ বনাম মেরিল্যান্ড (২) এ চিফ জাস্টিস মার্শালের একটি "প্রলোভনশীল ক্লিচ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে করের ক্ষমতা কর দ্বারা ধ্বংস করার ক্ষমতা জড়িত। কিন্তু

(১) [১৯০৭] A.C. ৮১. (২) ৪ গম ৩১৬,

মতবাদ একটি নিছক ক্লিচ চেয়ে বেশি ছিল; এটাকে প্রধান বিচারপতি মার্শাল দ্বৈত সরকারের জন্য মৌলিক বলে উল্লেখ করেছেন। তার কথাগুলো মনে করিয়ে দিই:

"যদি আমরা একটি রাজ্যে বসবাসকারী করের ক্ষমতাকে পরিমাপ করি, একটি একক রাজ্যের জনগণ যে সার্বভৌমত্বের অধিকারী, এবং তার সরকারকে প্রদান করতে পারে, তাহলে আমাদের কাছে একটি বোধগম্য মান রয়েছে, যা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ক্ষমতা হতে পারে। আমাদের কাছে একটি নীতি রয়েছে যা একটি রাষ্ট্রের জনগণ এবং সম্পত্তির উপর কর দেওয়ার ক্ষমতা অক্ষম রেখে দেয়, যা একটি রাষ্ট্রকে তার সমস্ত সম্পদের আদেশ দেয় এবং যা তার নাগালের বাইরে থাকে, যা সমস্ত লোকদের দেওয়া হয় সংযুক্ত রাষ্ট্র, সংযুক্তের সরকারের উপরে, এবং সেই সমস্ত উপায় যা সেই ক্ষমতাগুলিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে একটি নীতি রয়েছে যা রাজ্যগুলির জন্য নিরাপদ এবং কেন্দ্রের জন্য। আমরা অব্যাহতিপ্রাপ্ত, আমাদের উচিত হতে, সার্বভৌমত্বের সংঘর্ষ থেকে, ক্ষমতার হস্তক্ষেপ থেকে; একটি বিরধিতা একটি ক্ষমতার মধ্যে এক সরকারের কাছে যা আছে তা টেনে নামানোর অধিকার অন্য সরকারের কাছে গড়ে তোলার স্বীকৃত অধিকার; একটি সরকারে একটি অধিকারের অসঙ্গতি থেকে অন্য সরকারের যা সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে তা ধ্বংস করার জন্য। আমরা বিভ্রান্তিকর তদন্তে চালিত নই, তাই বিচার বিভাগের জন্য অযোগ্য, কত মাত্রার কর বৈধ ব্যবহার এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের পরিমাণ কী হতে পারে।"

তাই প্রধান বিচারপতি এই বিখ্যাত কথায় শেষ করলেন:

"আদালত এই বিষয়টিকে তার সবচেয়ে সুচিন্তিত বিবেচনার অধিকার দিয়েছে৷ ফলাফল হল একটি দৃঢ় প্রত্যয় যে, রাজ্যগুলির কোন ক্ষমতা নেই, কর দিয়ে বা অন্যথায়, ক্রিয়াকলাপগুলিকে পিছিয়ে দেওয়া, বাধা দেওয়া, বোঝা বা যে

কোনও উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সংবিধানিক আইনগুলিকে সাধারণ সরকারের উপর অর্পিত ক্ষমতাগুলি কার্যকর করার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত। এটা আমরা মনে করি, সংবিধান ঘোষণা করেছে সেই আধিপত্যের অনিবার্য পরিণতি।"

এই মতবাদের প্রথম দিকে ভিন্নমত ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিচারপতি ব্র্যাডলি যিনি এটিকে একটি ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বর্ণনা করেছিলেন যা দুষ্টু পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। কালেক্টর বনাম দিন (১) ম্যাককুলচের মামলায় একটি রাষ্ট্রীয় কর জড়িত ছিল যা একটি জাতীয় ব্যাঙ্কের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সত্যিই বৈষম্যমূলক ছিল এবং এই ধরনের কোনো প্রস্তাব না রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মতবাদটি গৃহীত হয়েছিল এবং তা বেড়ে উঠতে থাকে। এটি কেবল সরকারের সম্পত্তি এবং কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে না এর সুরক্ষাতে কিন্তু সেই সাথে সমস্ত উপায়, সংস্থা এবং যন্ত্র যা দ্বারা সরকার কাজ করে। বহু বছর পরেই এই মতবাদের নাগাল সংকুচিত হতে শুরু করে। প্যানহ্যান্ডেল অয়েল কো. বনাম মিসিসিপি (২), জনাব বিচারপতি হোমস এই ক্লিচটি বাদ দিয়েছিলেন "এই আদালত বসার সময় কর দেওয়ার ক্ষমতা ধ্বংস করার ক্ষমতা নয়"। কিন্তু এটি শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্য যা গ্রেভস বনাম নিউ ইয়র্ক (৩) মধ্যে একটি ভাল ডজন মামলা উত্খাত করেছে।

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই মতবাদটি খর্ব করা হয়েছিল তার ইতিহাসে প্রবেশ করার দরকার নেই। আমি কেবল সেই অংশটি উল্লেখ করব যা এই মতবাদের অধীনস্থতাকে প্রতিরোধ করেছে। ষ্টেট অফ সাউথ ক্যারোলিনা বনাম ইউ.এস. (৪), (অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর ব্যাখ্যা করার জন্য রাজ্যস দ্বারা একটি মামলার উপর নির্ভর করে), রাজ্য তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে নেশাজাতীয় মদ বিক্রির ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। রাজ্যের বিতরণ এবং বিক্রয় প্রতিনিধিদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল, ফেডারেল রাজস্ব সংবিধির অধীনে, একটি আবগারি ছাড়পত্র কর যা নেশাজাতীয় মদের সমস্ত বিক্রেতাদের উপর আরোপ করা হয়েছিল। প্রতিনিধি ছিল না বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল

(১) ১১ ওয়াল। ১১৩:২০ এল. এড. ১২২।

(২) ২৭৭ ইউএস ২১৮, ২২৩:৭২ এল. এড ৮৫৭, ৮৫৯।

(৩) ৩০৬ ইউ. এস., ৪৬৬: ৮৩ এল. এড. ৯২৭.

(৪) ১৯৯ ইউ.এস. ৪৩৭: ৫০ এল. এড. ২৬১।

মতবাদ দ্বারা সুরক্ষিত কারণ তারা ব্যবসা করছিল এবং সরকারের কার্যাবলী পালন করছিল না। জনাব বিচারপতি ব্রুয়ার এই কথায় কারণটি দিয়েছেন:

> "নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার সাথে লাভের চিন্তা মিশ্রিত করা রাজ্যকে একইভাবে তামাক, ওলিওমারগারিন এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব করের অন্যান্য সমস্ত বস্তুর দখল নিতে প্ররোচিত করতে পারে। যদি একটি রাজ্য এটিকে লাভজনক বলে মনে করে তবে অন্যান্য রাজ্যগুলি অনুসরণ করতে পারে এবং এইভাবে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব করের পুরো অংশকে বাদ দেওয়া হবে"।

বিচারপতি ব্রুয়ার উল্লেখ করেছিলেন যে এইভাবে সমস্ত জন উপযোগী, গ্যাস, জল এবং রেল-রোড পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ রাজ্যগুলির কাছে চলে যাবে এবং রাজ্যগুলি সমস্ত সম্পত্তি এবং ব্যবসার মালিক হয়ে যাবে এবং তারপরে রাজ্যগুলি কী করবে যে জাতির রাজস্ব আয়ে অবদান রাখবে? তিনি মনে করেন যে রাজ্যের মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তির উপর কর আরোপ করা হয়নি, কিন্তু কোনো ব্যবসা থেকে কোনো মুনাফা অর্জনের আগে, বা অন্য কথায়, যে উপায়ে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু তা অধিগ্রহণের আগে তার উপর একটি চার্জ ছিল। সেই ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী হিসাবে রাজ্য এবং সরকার হিসাবে রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল। এই পার্থক্যটি পরে ওহিও হেলভারিং (১), যেখানে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল জোর দেওয়া হয়েছিল:

> "যখন একটি রাজ্য গ্রাহকদের খোঁজার জন্য বাজারে প্রবেশ করে তখন এটি তার আধা সার্বভৌমত্বের স্বপক্ষে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং একজন ব্যবসায়ীর চরিত্র গ্রহণ করে, অন্ততপক্ষে, ফেডারেল সরকারের কর আরোপ ক্ষমতা সম্পর্কিত।"

পরবর্তী ক্ষেত্রে সরকারী কার্যাবলী এবং ব্যবসায়ী হিসাবে কাজগুলির মধ্যে এই পার্থক্যটি সংরক্ষিত ছিল। 'সরকারি কার্যাবলী' শব্দটি

(১) ২৯২ ইউ এস ৩৬০: ৭৮ এল. এড. ১৩০৭,

'কঠোরভাবে', 'প্রয়োজনীয়' বা 'স্বাভাবিক' শব্দগুলির দ্বারা আরও যোগ্য। এমনকি এটি বলা হয়েছিল যে এই কার্যগুলি অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে রাজ্য সরকারগুলিকে অবশ্যই 'ঐতিহ্যগতভাবে নিযুক্ত' থাকতে হবে, অন্যথায় তারা সাধারণ সরকারের কর দেওয়ার ক্ষমতা থেকে প্রত্যাহার করতে সক্ষম হবে না। ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় বনাম ইউএসএ (১) এ মতবাদের প্রয়োগে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কঠোরতা লক্ষণীয় ছিল। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় তার একটি বিভাগে ব্যবহারের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে। শুল্ক বিভাগ শুল্ক আদায় করেছিল যা প্রতিবাদের অধীনে প্রদান করা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়টি ইলিনয় রাজ্যের একটি উপকরণ হিসাবে দাবি করে, একটি সরকারী কার্য সম্পাদন করে। ১৯২২ সালের শুল্ক আইন, যার অধীনে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটি ছিল রাজস্ব প্রদানের জন্য একটি আইন, বিদেশী দেশগুলির সাথে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পগুলিকে উত্সাহিত করার জন্য যা গিবন্স বনাম ওগডেনের(১) উপর নির্ভর করে, এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়া ছিল এবং এর অনুশীলন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের দ্বারা সীমিত, যোগ্য বা কোনও পরিমাণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে না এবং রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করে আমদানি ও রপ্তানির উপর চাপ বা শুল্ক বসাতে অস্বীকার করা হয়েছিল কংগ্রেস এর ইচ্ছা ছাড়া (অনুচ্ছেদ ১, ১০, ২)। সুতরাং, এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে দ্বৈততার নীতিটি বাইরের দেশগুলির সাথে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকে স্পর্শ করে না। এটা যুক্তি ছিল যে ট্যারিফ আইন একটি কর নির্ধারণ করেছে এবং কর একটি উপকরণের উপর পড়ে। এটা হতে পারে যে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এটা নির্দেশ করা হয় যে শুল্ক আরোপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে হতে পারে এবং বিধানগুলি বিদেশী বাণিজ্যকে বিবেচনায় নিয়ে এবং এটিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং রাজস্ব ছিল আনুষঙ্গিক এবং সুরক্ষা সরকারী কার্যাবলীর বাইরে যায় না। প্রধান বিচারপতি হিউজ তখন পর্যবেক্ষণ করেন:

> "রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনে রাষ্ট্র আমদানিকৃত সামগ্রি ব্যবহার করতে পারে তার অর্থ এই নয় যে আমদানি একটি ক্রিয়া

(১) ২৮৯ ইউএস ৪৮: ৭৭ এল. এড. ১০২৫

(২) ৯ হয়েটন।.

স্বাধীন রাজ্য সরকারের ফেডারেল ক্ষমতার।"

* * * * * *

"কংগ্রেসের দ্বারা আরোপিত প্রয়োজনীয়তা নির্বিশেষে, রাজ্যগুলিকে তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য পণ্য আমদানি করার অনুমতি দেওয়া, ধ্বংস না করলে, ধ্বংস করবে একক নিয়ন্ত্রণ যা গঠন করা সংবিধানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কতটা হবে সমস্ত, রাজ্য এবং তাদের উপকরণগুলি আমদানিকৃত পণ্যগুলির উপর শুল্ক প্রদান থেকে মুক্তি পাবে।"

বাণিজ্যের উপর করের নিয়ন্ত্রক দিকটি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যা জনপ্রিয়ভাবে 'সফট ড্রিংক কেস' নামে পরিচিত। রাজ্যে প্রাকৃতিক খনিজ জলগুলি বোতলজাত করে বিক্রি করা হয়েছিল এবং এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে সমস্ত ব্যক্তির উপর একটি অ-বৈষম্যমূলক কর রাজ্য সরকার প্রদেয় কারণ খনিজ জল বিক্রির ক্ষেত্রে, যদিও রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি অংশ, এটি একটি সরকারী কার্যক্রম বহন করছিল না এবং কর এর সার্বভৌমত্বকে প্রভাবিত করেনি। জনাব বিচারপতি ফ্রাঙ্কফার্টার বলেছেন:

"অবশ্যই কর দেওয়ার ক্ষমতা কংগ্রেসের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার চেয়ে কম নয়। অবশ্যই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি রয়েছে যা আন্তঃ-সরকারি সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতন্ত্রতা গ্রহণ করে। এগুলি সহজাতভাবে নিজেরাই একটি শ্রেণী গঠন করে। একটি রাষ্ট্রীয় বাড়ির মালিক হতে পারে; শুধুমাত্র একটি রাজ্য কর দিয়ে আয় পেতে পারে। এগুলি রাজ্যকে রাজ্য হিসাবে কর না করে করদাতাদের যে কোনও বিমূর্ত বিভাগে ফেডারেল ট্যাক্সেশনের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না। তবে কংগ্রেস যতক্ষণ না

সাধারণত রাজস্বের একটি উৎস ট্যাপ করে যার দ্বারা উপার্জন করা হয় এবং শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্র দ্বারা অর্জিত হতে স্বতন্ত্রভাবে সক্ষম নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান শুধুমাত্র এটি নিষিদ্ধ করে না কারণ এর ঘটনা একটি রাষ্ট্রের উপরও পড়ে। যদি কংগ্রেস ইচ্ছা করে, তবে এটি অবশ্যই জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজ্যগুলি দ্বারা অনুসৃত আকরহীন উদ্যোগগুলি ছেড়ে দিতে পারে যখন এটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সংগঠিত এই জাতীয় উদ্যোগগুলিকে কর দেয়"।

বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টার রাজ্যগুলির 'সরকারি' কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 'মালিকানা' বা 'সরকারের ঐতিহাসিকভাবে অনুমোদিত কার্যকলাপ' বা 'অধিকাংশ লাভের জন্য পরিচালিত কার্যকলাপ'-এর বিরুদ্ধে 'মালিকানা' হিসাবে অযোগ্য মানদণ্ড হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং "কংগ্রেসের উপর রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনও সীমাবদ্ধতা নেই" একই বিষয়ের উপর প্রাইভেট ব্যক্তিদের কাছ থেকে আকস্মিকভাবে আদায়কৃত কর আরোপ করা।" বিচারপতি রুটলেজ শেষ প্রসারণের সাথে একমত হননি কিন্তু ভিন্নতা না বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি স্টোন, যার সাথে বিচারপতি রিড, মারফি এবং বার্টন একমত হয়েছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মামলাগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল- যেগুলিতে সম্পত্তি, আয় বা রাষ্ট্রের কার্যকলাপপের উপর কর আরোপ করা হয়েছিল এবং যেগুলি রাজ্যের প্রতিনিধি এবং উপকরণগুলির উপর কর ধার্য করা হয়েছিল, যা কর বলা হয়েছিল পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকে বাধা বা পঙ্গু করে। তারা মনে করেছিল যে সরকারী এবং মালিকানাধীন স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য অযোগ্য, এবং সম্মত হয়েছিল যে কখনও কখনও একটি অ-বৈষম্যমূলক কর স্থাপন করা যেতে পারে রাষ্ট্রর উপরে, যদি এটি তার সার্বভৌমত্বকে প্রভাবিত না করে, তবে বিষয়টির সারমর্ম ছিল না যে করটি বৈষম্যমূলক নয় বরং এটি সরকারের রাষ্ট্রের কার্য সম্পাদনে অযথা হস্তক্ষেপ করেছিল। তাই, ধরে রেখে যে সেখানে প্রশ্নবিদ্ধ কর রাজ্য সরকারকে তার ব্যবচ্ছেদে কমিয়ে দেয়নি, এটি নির্দেশ করা হয়েছিল যে "ফেডারেল করাধান থেকে রাজ্যের মিনারেল ওয়াটার ব্যবসাকে অনাক্রম্যতা" দিতে বা অস্বীকার করার জন্য সংবিধান পড়া যাবে না কর ধার্য করার ক্ষমতা জন্য ফেডারেল সরকারের। জনাব বিচারপতি জ্যাকসন কোনও

অংশ নেননি কিন্তু বিচারপতি ডগলাস এবং ব্ল্যাক একটি শক্তিশালী ভিন্নমত প্রবেশ করেছেন। মতামতটি এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যে কোনও একটি সরকারের কর দেওয়ার ক্ষমতা যদি অন্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় তবে তার পরিচালনার ব্যয়কে প্রভাবিত করতে পারে এবং "যদি ফেডারেল সরকার স্থানীয় সরকারগুলিকে তার কর সংগ্রাহকের তালিকায় রাখতে পারে, তাহলে, ক্ষমতা তাদের নাগরিকদের চাহিদা একযোগে বাধাগ্রস্ত বা হ্রাস করা হয়।"

আমেরিকান মামলাগুলির উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে (এবং সেগুলি সবই আমাদের গণপরিষদের অন্তর্গত ছিল), আমরা একত্রিত করি যে প্রতিরোধ ক্ষমতা এখন প্রতিনিধি, উপায় বা উপকরণগুলিতে প্রসারিত হয় না যেমনটি আগে ছিল, এবং এটি প্রসারিত হয় না রাজ্যের যেকোন বাণিজ্য বা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যদিও বাণিজ্যের সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ জড়িত থাকে (যদিও এটি স্বীকার করা হয় যে কংগ্রেস একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাণিজ্যের অজুহাত দিতে পারে)। এটি রাষ্ট্র হিসাবে মালিকানাধীন রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে প্রসারিত হয় তবে ব্যবসার সময় নয়। প্রান্তিক ক্ষেত্রেগুলি হল সেগুলি যেখানে কর দেওয়া হয়, রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের সাথে অযথা হস্তক্ষেপ করে এবং এটি সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় যা ব্যতীত এই ধরনের প্রান্তিক ক্ষেত্রে, রাজ্যগুলি অনাক্রম্য নয়। কিছু রাজ্যের পক্ষ থেকে বিতর্ক হল যে দক্ষিণ ক্যারোলিনা মামলায় (১) বিচারপতি ব্রুয়ার, দ্বারা তৈরি পার্থক্যটি অনুচ্ছেদ ২৮৯ প্রকল্পটিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে, এবং যদি আমদানি ও রপ্তানি অপরিহার্য সরকারী কার্য সম্পাদনের মধ্যে থাকে, তাহলে অবশ্যই শুল্ক থেকে অব্যাহতি থাকতে হবে কিন্তু লেনদেন হলে নয়। একইভাবে, একই বা অনুরূপ বিবেচনার ভিত্তিতে আবগারি শুল্ক থেকে অব্যাহতি রয়েছে বলে দাবি করা হয়। অন্য কথায়, দাবি হল যে আমাদের সংবিধান তার বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যে সেই মতবাদকে পুনরুত্পাদন করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের সংবিধান প্রণয়নের সময় পর্যন্ত বোঝা যায়।

অনুচ্ছেদ ২৮৯ বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যে কোন সন্দেহ নেই আমেরিকান মতবাদের সাথে মিলে যায় যা আমাদের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের আগে বোঝা যায়। অনুচ্ছেদ ২৮৯ কর থেকে ছাড় দেয়

(১) ১৯৯ ইউ এস ৪৩৭: ৫০ এল. এড. ২৬১

রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয়। আমি কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানগুলি স্পর্শ না করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া মামলাগুলি উল্লেখ না করা পর্যন্ত আমি আলোচনার জন্য রেখে যাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ২৮৯, যদিও, বেশ স্পষ্টভাবে করের বিরুদ্ধে অব্যাহতিকে এমনভাবে সীমিত করে যাতে রাজ্যের ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তিকে করের জন্য দায়ী করা যায়। এটি নিঃসন্দেহে শর্ত (২) কে অনুসরন করে। সেই শর্তের বাধ্যতামূলক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা ছাড়া এবং এর সম্পর্ক শর্ত (১) এবং (৩) এর মধ্যে, আমি এটা যথেষ্ট ভাবে খুঁজে পেয়েছি এটা বলতে যে, শর্ত (২) ছাড়ের বাইরে রাখা হয়েছে শর্ত (১) দ্বারা প্রেরিত রাজ্যের সমস্ত বাণিজ্যিক কার্যকলাপ এবং সম্পত্তি এই সংযোগে বাবহারিত। প্রারম্ভিক শব্দের বল "অনুচ্ছেদ (১) এর মধ্যে কিছুই নেই" শর্ত (২) শর্ত (১) এর ব্যতিক্রম করে না। এই শব্দগুলি জোর দেয় যে শর্ত (২) দ্বারা ঘোষিত শক্তির অস্তিত্ব সত্যিই অপ্রভাবিত শর্ত (১) দ্বারা। এটি এই মতের প্রবণতা ইউ এস এ তে, যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। ঠিক একই প্রারম্ভিক কথা যা শর্ত (৩) এ পুনরায় দেওয়া আছে এবং চূড়ান্ত শব্দগুলি "সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর জন্য" এমনকি ব্যাবসাকেও গণ্য করা যেতে পারে, যদি সংসদ আইন দ্বারা ঘোষণা করে, "সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর জন্য এটি আবার স্বীকৃত।" ইউ.এস.এ., যেখানে আইন কখনও কখনও রাজ্যগুলির ব্যবসায়িক কার্যকলাপপের পক্ষে বিশেষ ছাড় অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং, এটি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর সাধারণ রূপরেখা অনুসরণ করে আমেরিকান প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে রাজ্যগুলির সম্পত্তি এবং আয়ের উপর কর ধার্য করা হবে না, সেই ব্যবসাটি সরকারের একটি সাধারণ কাজ নয় যদিও সংসদ আইন দ্বারা ঘোষণা করতে পারে যে কোনও বাণিজ্য বা ব্যবসা বা বাণিজ্য বা ব্যবসার কোনও শ্রেণি আনুষঙ্গিক সরকারের কার্যাবলীতে।

এখন পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র সাধারণ প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করেছি এবং আমেরিকার সাথে এর মতবাদ মিল খুঁজে পেয়েছি । এই পর্যায়েও এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের সংবিধানে সরকারের প্রতিনিধি বা যন্ত্রের ব্যাপারে কোনো অনাক্রম্যতা নেই। ছাড়টি "একটি রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং আয়" এর ক্ষেত্রে। কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানের অধীন অন্যান্য ক্ষেত্রে এই শব্দগুলির শক্তি উপস্থিত হয়। আমি প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার সাথে মোকাবিলা করব, কারণ সেই সংবিধানের অধীনে শীর্ষস্থানীয় মামলাটি কানাডার সংবিধানের অধীনে শীর্ষস্থানীয় মামলার আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

আমি ইতিমধ্যেই উদ্‌ধৃত করেছি অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ সংবিধান আইনের ধারা ১১৪ এর উপাদান অংশ এখানে পুনরুত্পাদন করা যেতে পারে:

"একটি রাষ্ট্র ..... কমনওয়েলথের অন্তর্গত কোন প্রকারের সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না, বা কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের কোন প্রকার সম্পত্তির উপর কোন কর আরোপ করবে না"।

সংবিধানে একটি অন্তর্নিহিত নিষেধাজ্ঞা হিসাবে যন্ত্রের অনাক্রম্যতার মতবাদ হাইকোর্ট গঠনের আগে ভিক্টোরিয়ার সুপ্রিম কোর্ট অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে অপ্রযোজ্য ছিল কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এই মতবাদটি প্রয়োগ করেছিল। দেখুন ডি'এমডেন বনাম পেডার (১)। এই মতবাদের ইতিহাস খুঁজে বের করা খুব কমই প্রয়োজন কারণ এটি ইঞ্জিনিয়ারদের মামলা (২) নামে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এটি অবশ্য ডি'এমডেন বনাম পেডার (১), যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধারা ১১৪ শুধুমাত্র "সম্পত্তির উপর কর" হিসাবে উল্লেখ করেছে এবং এটি আমেরিকান মতবাদের থেকে ভিন্ন একটি নিষেধাজ্ঞা ছিল। ১৯০৮ সালে দুটি মামলায় বিষয়টি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিং বনাম সাটন (৩), ইংল্যান্ডে কেনা এবং নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার কর্তৃক কমনওয়েলথে আমদানি করা তারের জালের একটি পরিমাণ সিডনি বন্দরে অবতরণ করা হয়। কোন এন্ট্রি করা বা লাগু হওয়া করা ছাড়া এবং শুল্ক বিভাগ কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়া, এটি নির্বাহী অধীনে অপসারণ করা হয়েছিল

(১) (১৯০৪) ১ সি. এল. আর. ৯১ (২) (১৯২০) ২৮ সি. এল. আর. ১২৯ (৩) (১৯০৮) ৫ সি. এল. আর. ৭৮৬,

রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। শুল্ক কর্তৃপক্ষ বিবাদীর বিরুদ্ধে ১৯০১ সালের শুল্ক আইনের ধারা ৩৬ এবং ২৩৬ এর অধীনে মামলা করে। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে শুল্ক আইন, ১৯০১, এর ধারা ৫২(ii), ৮৬ এবং ৯০ দ্বারা প্রদত্ত কমনওয়েলথের একচেটিয়া ক্ষমতার একটি বৈধ অনুশীলন ছিল সংবিধান আইনের, শুল্ক ও আবগারি শুল্ক আরোপ, সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং আইনটি একটি রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন এটি ব্যক্তিগত ব্যক্তি এবং পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়ে ধারা ৩০ এর অধীনে শুল্ক বিভাগ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধানের বিপরীতে অপসারণ করা যাবে না। পরের দিন, হাইকোর্ট নিউ সাউথ ওয়েলসের অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম দ্য কালেক্টর অফ শুল্ক বিভাগ (১) এ রায় প্রদান করে, যেখানে ধারা ১১৪ বিবেচনা করা হয়েছিল। নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ইস্পাত রেলের কমনওয়েলথে আমদানির প্রতিবাদে দাবীকৃত এবং পরিশোধিত শুল্কের পরিমাণ বিবাদীর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য এটি একটি পদক্ষেপ ছিল। রেলগুলি ইংল্যান্ডে কেনা হয়েছিল এবং রাজ্যের পাবলিক ওয়ার্কস সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সেই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান কর্তৃত্ব ডি'এমডেন বনাম পেডার (২) তে হাইকোর্ট দ্বারা নির্ধারিত যন্ত্রের অনাক্রম্যতার আমেরিকান মতবাদ প্রয়োগের পক্ষে ছিল, যদিও সেই ক্ষেত্রে, এটি ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে ধারা ১১৪ "সম্পত্তির উপর কর" নিয়ে কাজ করেছে এবং এটি একটি খুব ভিন্ন বিষয় ছিল। রাষ্ট্রের সুরক্ষা চেয়েছিল ধারা ১১৪ এর। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কমনওয়েলথকে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলির জন্য এই মতবাদের কোন প্রয়োগ ছিল না যা তাদের স্বভাবতই রাজ্য সরকারের কিছু ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ জড়িত এবং এইরকম একটি অনুদান হল বহিরাগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। এটি আরও অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে শুল্ক আরোপ অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের একটি মোড এবং সেইসাথে কর দেওয়ার ক্ষমতার একটি অনুশীলন, পণ্য আমদানির রাজ্যগুলির অধিকার অবশ্যই সাপেক্ষে কমনওয়েলথ শক্তির।

(১) (১৯০৮) ৫ সি. এল. আর. ৮১৮ (২) (১৯০৪) ১ সি. এল. আর. ৯১।

কমনওয়েলথ শক্তি ধারা ৫১ থেকে প্রবাহিত বলা হয়েছিল। [(i) এবং (ii)] যা পড়ে:

"৫১. সংসদের, সংবিধান সাপেক্ষে, কমনওয়েলথের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সুশাসনের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে:-

(i) অন্যান্য দেশের সাথে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্য,

(ii) করাধান; কিন্তু যাতে রাজ্য বা রাজ্যের অংশগুলির মধ্যে বৈষম্য না হয়।"

এই প্রসঙ্গে, অন্য একটি বিভাগ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"৫৫. কর বিল- কর আরোপকারী আইনগুলি কেবলমাত্র কর আরোপের সাথে মোকাবিলা করবে, এবং এতে অন্য কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো বিধান কার্যকর হবে না৷

শুল্ক বা আবগারি শুল্ক আরোপ আইন ব্যতীত, কর আরোপকারী আইনগুলি শুধুমাত্র করের একটি বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করবে; কিন্তু শুল্ক বিভাগের শুল্ক আরোপকারী আইন শুধুমাত্র শুল্ক বিভাগের শুল্ক নিয়ে কাজ করবে, এবং আবগারি শুল্ক আরোপকারী আইনগুলি কেবলমাত্র আবগারি শুল্ক নিয়ে কাজ করবে"।

রাজ্য সরকারকে এটি দ্বারা আমদানিতে শুল্ক প্রদান করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, ধারা ১১৪ এর বিধানগুলির সত্ত্বেও, বিজ্ঞ বিচারকরা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কারণ দিয়েছেন। এই কারণগুলি আমাদের সামনে যুক্তিতে পরিষেবাতে চাপ দেওয়া হয়েছিল, এবং আমি সংক্ষেপে সেগুলি লক্ষ্য করব। প্রধান বিচারপতি গ্রিফিথ ধারা ৫১ দ্বারা প্রদত্ত কর ও প্রবিধানের ক্ষমতার মধ্যে স্বতন্ত্রতা খুঁজে পান এবং ধারা ১১৪ দ্বারা মঞ্জুর করা অব্যাহতি অপরদিকে, এবং ধরে নিয়েছিল যে যদি একটি নির্মাণ সম্ভব হয় যা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তবে এটি পছন্দ করা উচিত।

:

শেখা প্রধান বিচারপতি, তাই, সংবিধান আইনের প্রকল্প পরীক্ষা করে দেখেছেন যে যদিও ধারা ৫১ (ii) তে 'কর' শব্দটি রয়েছে যা প্রথাগত শুল্কের অন্তর্ভুক্ত, পরবর্তীগুলিকে সংবিধানে 'কর' বা 'সম্পত্তির উপর কর' হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি। তিনি ধরেন যে শুল্ক পণ্য চলাচলের উপর একটি কর এবং ধারা ১১৪ এ 'কর' শব্দটি শুল্ক বিভাগ শুল্ক অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাখা যায়নি কারণ ধারায় 'সম্পত্তির উপর' 'রাষ্ট্রের অন্তর্গত' একটি কর উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি অভিমত পোষণ করেছিলেন যে এই ধরনের সম্পত্তি অবশ্যই রাজ্যের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে থাকতে হবে এবং পণ্যগুলি রাজ্যের সম্পত্তি হওয়ার আগে রাজ্যের সীমানায় শুল্ক আদায় করা হয়েছিল। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন, অতএব, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা ধারা ১১৪ এর আক্ষরিক অর্থের মধ্যে সম্পত্তির উপর কর আরোপ নয়, এবং তা হলেও, সংবিধান আইনের সাধারণ বিধানের আলোকে ধারাটিকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। বিচারপতি বার্টন এবং ও'কনর, পৃথক বিচারে একই চিন্তাধারা অনুসরণ করেছিলেন। বিচারপতি হিগিন্স, উল্লেখ করেছেন যে, নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করার আগে, সম্পত্তির কর অবশ্যই 'সম্পত্তি হিসাবে' হতে হবে। তার উপসংহার তার নিজের ভাষায় বলা যেতে পারে:

> "আমি যা বলেছি তার ভিত্তিতে আমি আমার রায়ের ভিত্তি করতে পছন্দ করি। আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি না যে ১১৪ ধারায় 'কর' শব্দের অর্থের মধ্যে প্রথাগত শুল্ক একটি কর হতে পারে না। এটা সত্য যে 'শুল্ক শুল্ক' এবং 'আবগারি শুল্ক' স্বাভাবিক অভিব্যক্তি; কিন্তু শব্দগুচ্ছ, যেমন ধারা ৫৫ ব্যবহার করা হয়, দেখায় যে সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া আচরণ করে কর আরোপ হচ্ছে যেমন কর্তব্য। শুল্ক বা আবগারি শুল্ক আরোপ করা আইন ব্যতীত কর আরোপকারী আইনগুলি শুধুমাত্র করের একটি বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করবে'। শুল্ক বা আবগারি শুল্ক আরোপ করা আইন ব্যতীত কর আরোপকারী আইনগুলি শুধুমাত্র করের একটি বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করবে'। তবে সত্য যে ধারা ১১৪ নিছক 'কর' শব্দটি ব্যবহার করেছে- "যে কোনও ধরনের কর" না যদিও এটি বলে, "যে কোনও ধরনের সম্পত্তি "- এই দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ় করে যে বিভাগের নির্মাণকারীরা সেই সময়ে

তাদের মনে শুল্ক রাখতে পারত না। তারা চিন্তার উপর জোর দেয় মালিকানার উপরে - 'যেকোনো ধরনের সম্পত্তি'। (পৃষ্ঠা ৮৫৫)

যে সেকশনের ফ্রেমার্স সেই সময়ে তাদের মনে শুল্ক রাখতে পারত না। তারা যে কোনো ধরনের মালিকানা-সম্পত্তির ওপর চিন্তার ওপর জোর দেয়' ইত্যাদি" (পৃ. ৮৫৫)।

অন্যদিকে বিচারপতি আইজ্যাকস, শুল্ক বিভাগের শুল্ককে সাধারণভাবে বোঝার মতো বা শুল্ক আইনে ধার্য করেছিলেন, পণ্যের উপর আরোপিত হয়েছিল এবং তাই, ধারা ১১৪ এর অর্থের মধ্যে 'সম্পত্তির উপর' ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে সেই ধারা এবং সংবিধানে ব্যবহৃত 'কর' অর্থের মধ্যে আসেনি। তিনি কিছু কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে যদিও 'করাধান' শব্দটি, যখন সরকারকে ক্ষমতা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন সর্বোত্তম অর্থ বহন করতে পারে, একটি সাধারণ শব্দ হওয়ায়, কর শব্দটি কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার করার সময় অর্থের দিক থেকে প্রশস্ত হতে পারে বা নাও হতে পারে। অন্য প্রসঙ্গ বিজ্ঞ বিচারক দেখতে পান যে 'কর' শব্দটি শুধুমাত্র ধারা ১১৪ তে ব্যবহৃত হয়েছে এবং করেছে, ব্যাপক অর্থ বহন করে না, এবং 'সম্পত্তি' শব্দের সাথে প্রথাগত শুল্ক অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পড়া যাবে না।

অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের উপর বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন। তবে দেখা হবে ধারা ১১৪ এ ব্যবহৃত শব্দের নির্মাণ সংবিধান আইনের অন্যান্য অংশের প্রকল্প এবং ভাষার সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে আমাদের জন্য সামান্য সহায়তা হতে পারে। 'কর' এবং 'করাধান' শব্দগুলি অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, যদিও সেগুলি আমাদের নিজস্ব। অধিকন্তু, 'কর' এবং 'করাধান' এর মধ্যে পার্থক্য সমস্ত যথাযথ সম্মানের সাথে ধরা কিছুটা কঠিন। আমি কেবল বিচারপতি ক্যাসেলসের কথায় বলতে পারি, একটি কানাডিয়ান ক্ষেত্রে যেখানে আমি বর্তমানে উল্লেখ করব যে:

> "আমি ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি-জেনারেলের সাথে তার বিবৃতিতে আমার সামনে কর এবং করের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে একমত। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন 'আমি খুব একটা নির্ভর করছি না দৃঢ়ভাবে যুক্তি যে পর্যায়ে'। তিনি মনে করেন পার্থক্যটি বরং সূক্ষ্ম এবং পাতলা, তাই আমিও করি।"

আমরা শীঘ্রই করব যে প্রিভি কাউন্সিল এই পার্থক্যের উপর নির্ভর করেনি যখন এই মামলাটি এটির সামনে উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ান মামলার সিদ্ধান্তে কিছু সাধারণ প্রস্তাবনা রয়েছে যা বলা যেতে পারে। এটি স্বীকার করে যে শুল্কের রাজস্ব বাড়ানো এবং বহিরাগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বৈত দিক রয়েছে। এই প্রস্তাব, অবশ্যই, বৈধ। এটি আমেরিকান মামলাগুলিতেও গৃহীত হয়েছিল যা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি এবং কানাডা থেকে প্রিভি কাউন্সিলের ক্ষেত্রেও যা আমি উল্লেখ করব। এটিও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শুল্ক নেওয়ার জন্য 'কর' শব্দটি যথেষ্ট প্রশস্ত। এটি বিচারপতি আইজ্যাকস, দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং অন্যান্য বিজ্ঞ বিচারকদের দ্বারা এটিকে ভিন্নমত বলা যায় না। এই প্রস্তাবটি আমাদের নির্মাণে সহায়তা হিসাবে খুব কমই প্রয়োজনীয় সংবিধান যেটি 'করাধান' শব্দটি ব্যবহার করে, যেমনটি আমি যুক্তিগুলি সময় উল্লেখ করেছি, অনুচ্ছেদ ২৮৯ তে, এবং শব্দটি সংজ্ঞায়িত করে:

> "অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮)। 'করাধান' কোন কর বা চাপিয়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত করে, সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ হোক, এবং সেই অনুযায়ী 'কর' বোঝানো হবে"।

এটি অস্ট্রেলিয়ান মামলাতে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে বিচারপতি হিগিন্স দ্বারা অনুভূত অসুবিধা অতিক্রম করে, যা আমি তার রায় থেকে তৈরি করেছি। আমাদের সংবিধানে 'করাধান' শব্দটি শুধুমাত্র একটি জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে তা আমাদের প্রেক্ষাপট পরীক্ষা করার কাজ থেকে রক্ষা করে, কারণ সংজ্ঞাটি একটি মৃত অক্ষরে পরিণত হবে যদি সংজ্ঞায়িত অর্থে সেই জায়গায় ব্যবহার না করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানের প্রকল্পের ক্ষেত্রে, অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান আইন এর ধারা ৫১ দ্বারা প্রদত্ত করের ক্ষমতাগুলির মধ্যে কিছু মিল রয়েছে

আমাদের সংবিধানের মতোই সেই সংবিধানের বিধানের সাপেক্ষে কিন্তু কানাডার সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত আইনের বিপরীতে। আমি এই পয়েন্টগুলি উল্লেখ করব যা আমি আমাদের সংবিধানের সাথে কাজ করার সময় যুক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। আমি এখন বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দ্বারা নির্ভরশীল কানাডিয়ান মামলার উল্লেখ করব।

কানাডিয়ান নজির বা বিচার বিভাগীয় কমিটির আপিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার আগে, আমি কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি যেখানে প্রিভি কাউন্সিল ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের সাধারণ পরিকল্পনা এবং সেই আইনের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেছিল। বিশেষ করে আইনের ধারা ৯১-৯৫, যা ডোমিনিয়নে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং রাজত্ব সংসদ এবং প্রদেশের আইনসভার মধ্যে তাদের বন্টন নিয়ে কাজ করে। একের আগে এই নীতিগুলি না থাকলে, বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দ্বারা নির্ভরশীল মামলাগুলির প্রভাবগুলি ভুল বোঝার আশঙ্কা রয়েছে। প্রারম্ভিক শব্দের বাইরে ধারা ৯১ এবং ৯২ সম্পূর্ণরূপে পুনরুত্পাদন করার প্রয়োজন নেই যা প্রিভি কাউন্সিলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া সমস্যার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। ধারা ৯১, আমাদের উদ্দেশ্যের উপাদান হিসাবে, পড়ে:

ধারা ৯১-

> "কানাডার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সুশাসনের জন্য আইন প্রণয়ন করা, সেনেট এবং হাউস অফ কমন্সের পরামর্শ এবং সম্মতিতে রানীর পক্ষে আইন প্রণয়ন করা বৈধ হবে, এমন সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যা এই শ্রেণীর মধ্যে আসে না এই আইন দ্বারা প্রদেশগুলির আইনসভাগুলির জন্য একচেটিয়াভাবে বরাদ্দ করা বিষয়গুলি এবং আরও নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু এই ধারার শর্তগুলিকে সীমাবদ্ধ না করার জন্য, এটি ঘোষণা করা হয়েছে যে (এই আইনে কিছু থাকা সত্ত্বেও) কানাডার সংসদের একচেটিয়া আইনী কর্তৃত্ব সমস্ত বিষয়ে প্রসারিত

পরবর্তীতে গণনা করা বিষয়গুলির ক্লাসের মধ্যে আসছে, অর্থাৎ, "

"তারপর ঊনবিংশ শ্রেণীর বিষয়গুলির একটি গণনা অনুসরণ করে"।

* * * * * *

"এবং এই বিভাগে গণনা করা বিষয়গুলির যে কোনও শ্রেণীর মধ্যে আসা যে কোনও বিষয়কে এই আইনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রদেশগুলির আইনসভাগুলির জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলির শ্রেণিগুলির গণনার অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিষয়গুলির শ্রেণির মধ্যে আসা বলে গণ্য করা হবে না। "

ধারা ৯২ নিম্নরূপ:

"প্রতিটি প্রদেশে আইনসভা একচেটিয়াভাবে পরবর্তীতে গণনা করা বিষয়গুলির শ্রেণির মধ্যে আসা বিষয়গুলির জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে, অর্থাৎ,

"তারপর ষোলটি শ্রেণীর বিষয়ের একটি গণনা অনুসরণ করে।"

আইনের সাধারণ প্রকল্প মোকাবেলা করার সময়, দা সিটিজেনস ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অফ কানাডা বনাম উইলিয়াম পার্সনস এবং দ্য কুইন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বনাম উইলিয়ামস পার্সনস (১)-এর বোর্ড নির্দেশ করে যে প্রকল্পটি রাজত্ব সংসদকে প্রাধান্য দেওয়া ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আইনে যা কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সত্ত্বেও দুটি আইনসভার ক্ষেত্রের একচেটিয়াতা কীভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে ছিল। পরের বছর রাসেল বনাম রানীতে অবস্থানটি আবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, যার প্রতিবেদনটি একই ভলিউমে পাওয়া যায় পৃষ্ঠা ৮২৯ এ। আবার, টিনেন্ট বনাম সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ কানাডা (২), এটি অনুষ্ঠিত হয় যে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের ধারা ৯১ (নং ১৫) রাজত্ব দিয়েছিল

(১) (১৮৮১-৮২) ৭ অ্যাপ কাস ৯৬ (২) (১৮৯৪) এ.সি, ৩১ এ ৪১

একজন ব্যাংকারের বৈধ ব্যবসার মধ্যে প্রতিটি লেনদেনের জন্য সংসদের ক্ষমতা, যদিও এই ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ প্রদেশের সম্পত্তি এবং নাগরিক অধিকারের সাথে হস্তক্ষেপ করেছে (ধারা ৯২, ২০, ১৩) এবং একটি ঋণদাতা হিসাবে ব্যাঙ্কের সুবিধাগুলি প্রদান করেছে যা প্রাদেশিক আইন স্বীকৃতি দেয়নি। এই সিদ্ধান্তটি আবারও রাজত্ব সংসদের সর্বোত্তমতার মতবাদের উপর বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল যতক্ষণ না আইনে কিছু থাকুক না কেন এটি ধারা ৯১ এর অধীনে প্রাদেশিক আইনসভার একচেটিয়া ক্ষমতার মধ্যে পড়েনি। লর্ড ওয়াটসন পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "... কিন্তু ধারা ৯১ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, 'এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন,' কানাডার সংসদের একচেটিয়া আইনী কর্তৃত্ব সকলের কাছে প্রসারিত হবে গণনা করা ক্লাসের মধ্যে আসা বিষয়গুলি; যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে সংসদের আইন, যতক্ষণ না এটি এই বিষয়গুলির সাথে কঠোরভাবে সম্পর্কিত, ততক্ষণ সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। ঘোষণাটি কার্যকর করতে অস্বীকার করলে কানাডিয়ান পার্লামেন্টে বিশেষভাবে অর্পিত কিছু আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অপব্যবহার হবে।"

রাজত্ব সংসদের এই প্রাধান্য ছিল সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন, বিষয়, অবশ্যই, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির জন্য যা একচেটিয়াভাবে বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু কানাডার সংসদের প্রাধান্য একই আইনের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত উদ্‌ধৃতিগুলি থেকে, এটা স্পষ্ট যে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের সাধারণ প্রকল্প কিছু বিষয়কে রাজত্ব সংসদের একচেটিয়া এবং পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে, এবং কিছু অন্যান্য বিষয়গুলি একচেটিয়াভাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে অর্পণ করে। ধারা ৯১ দ্বারা, ইম্পেরিয়াল সংসদ দ্ব্যর্থহীনভাবে স্থানীয় আইনসভাকে অর্পিত নয় এমন সবকিছুই রাজত্ব সংসদের এখতিয়ারের মধ্যে রেখেছে আইনে কিছু থাকা সত্ত্বেও।

এইভাবে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনটিকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রথমে প্রাদেশিক আইনসভার একচেটিয়া ক্ষেত্রের প্রসঙ্গর সাথে, পরবর্তীতে, রাজত্ব সংসদের প্যারামাউন্টসি এবং এই আইনের সাধারণ পরিকল্পনার প্রসঙ্গ দিয়ে তৈরি করতে হবে। যদি না একটি বিষয় ধারা ৯২ এর মধ্যে পড়ে এবং ধারা ৯১ এর মধ্যে পড়ে না, রাজত্ব সংসদের ক্রিয়াটি আইনে পাওয়া অন্য কিছুর দ্বারা কোন বাধা সাপেক্ষে নয়।

বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেলের উপর এত দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা মামলাটি আমরা এখন বিবেচনা করার অবস্থানে আছি। ঘটনাটি বুঝতে হলে আগে ঘটনাগুলো দেখতে হবে। এটি প্রদেশের অধিকারে ক্রাউনের একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি পরীক্ষামূলক মামলা ছিল যে এটি ঘোষণা করেছিল যে এটি কানাডার রাজত্বের অধিকারে ক্রাউন দ্বারা আরোপিত শুল্ক পরিশোধ না করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কানাডায় মদ আমদানি করতে পারে কানাডার শুল্ক আইনের ভিত্তিতে। ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের পদক্ষেপ ছিল কানাডিয়ান প্যাসিফিক ওয়াইন কোম্পানি লিমিটেড বনাম টিউলি (১) এর প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক অন্তঃসত্ত্বা ঘোষণা করা সরকারি মদ আইনের বিধানের উপর ভিত্তি করে। কোষাগার আদালতের সামনে, কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্য স্বীকার করা হয়েছিল:-

> "এতদ্বারা স্বীকার করা হচ্ছে, এই ক্রিয়াকলাপের সমস্ত উদ্দেশ্যে, "জনি ওয়াকার" 'ব্ল্যাক লেবেল' হুইস্কির মামলা, যা ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের ডানদিকে এইচ এম কিং জর্জ V কে মদ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের যত্নে ক্রয় করা হয়েছিল, ভিক্টোরিয়া বি. সি. এখানে দাখিল করা দাবির বিবৃতির পারা ১-এ অভিযুক্ত, ব্রিটিশ কলম্বিয়া রাজ্যের সরকারি মদ আইন অধ্যায় ৩০ এর অধীনে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সরকারি মদের দোকানগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কেনা এবং পাঠানো হয়েছিল ১৯২১ এ এবং উল্লিখিত সরকারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে

(১) [১৯২১] ২ এ. সি. ৪১৭।

উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে মদের দোকান"।

প্রদেশের পক্ষে বিরোধ ছিল যে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের ধারা ১২৫ যেটি "কানাডা বা কোনো প্রদেশের মালিকানাধীন কোনো জমি বা সম্পত্তি করের জন্য দায়বদ্ধ হবে না" প্রদান করে, প্রথাগত শুল্কের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিয়েছে। রাজত্বের পক্ষে যুক্তি ছিল যে হুইস্কিটি সরকারের উদ্দেশ্যে নয়, বাণিজ্যের জন্য আমদানি করা হয়েছিল। এটা উল্লেখ করা হয়েছিল যে আইনের ধারা ১১৮ এর অধীনে, প্রদেশগুলিকে রাজত্ব দ্বারা প্রদেয় বড় অংক এবং প্রসঙ্গও ধারা ১২২, ১২৩ এবং ১২৪ করা হয়েছিল, যার অধীনে শুল্ক এবং আবগারি আইন এবং কানাডার সংসদ দ্বারা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কিছু অন্যান্য বকেয়া অব্যাহত ছিল। এটি ধারা ১৪৬ এর অধীনে ডোমিনিয়নে দাখিল করা হয়েছিল ১৮৭১ সালের ১৬ মে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের, কাউন্সিলের মহামহিমের একটি আদেশে। আদেশের ৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় বিদ্যমান শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক কিছু সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে, রাজত্ব আইন যার অধীনে শুল্ক আরোপ করতে চাওয়া হয়েছিল তা নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:-

> "এই আইন দ্বারা আরোপিত শুল্কের হার এবং শুল্ক, বা প্রথাগত শুল্ক বা শুল্ক সম্পর্কিত অন্য কোনো আইন, সেইসাথে শুল্ক আইন বা প্রথাগত শুল্ক বা শুল্ক সম্পর্কিত কোনো আইন দ্বারা পূর্বে আরোপিত শুল্কের হার এবং শুল্ক, ১৮৬৭ সালের জুলাইয়ের প্রথম দিন থেকে যে কোনো সময়ে প্রণীত এবং বলবৎ, বাধ্যতামূলক হবে, এবং ঘোষণা করা হবে এবং সর্বদা বাধ্যতামূলক এবং মহামহিম কর্তৃক প্রদেয় বলে গণ্য হবে, যে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে, যা পরবর্তীতে হতে পারে ইতিপূর্বে কানাডা বা মহামহিম সরকারের অধিকারে মহামহিম দ্বারা বা তার জন্য আমদানি করা হয়েছে

কানাডার কোন প্রদেশের, এবং সেই সময়ে আমদানিকৃত পণ্যগুলি ছিল কিনা মহামান্যের কাছে আমদানি; এবং পূর্বোক্ত যেকোন এবং এই জাতীয় সমস্ত আইনকে এমনভাবে বোঝানো হবে এবং ব্যাখ্যা করা হবে যেন পূর্বোক্ত শুল্কগুলির হার এবং শুল্কগুলি মহামহিম কর্তৃক অভিযুক্ত এবং প্রদেয় ব্যক্ত শব্দগুলির দ্বারা এবং।

তবে শর্ত থাকে যে, এখানে উল্লেখিত কিছুই কানাডার বা একটি প্রদেশের অধিকারে মহামহিম-এর মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তির উপর কোনো কর আরোপ করা বা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে নয়"।

কোষাগার কোর্টে, বিচারপতি ক্যাসেলস, তার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে যে হুইস্কি কোনো সরকারি উদ্দেশ্যে নয়, বাণিজ্যের জন্য আমদানি করা হয়েছিল। তাই, তিনি সাউথ ক্যারোলিনা মামলায় জাস্টিস ব্রুয়ারের আদেশ অনুসরণ করে প্রদেশের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্রিভি কাউন্সিলের দুটি মামলার উল্লেখ করেছেন, ফার্নেল বনাম বোম্যান (১) এবং অ্যাটর্নি-জেনারেল অফ দ্য স্ট্রেট সেটেলমেন্ট বনাম ওয়েমিস (২), যেখানে বলা হয়েছিল যে "যদি একটি রাষ্ট্র অন্যান্য ব্যবসার সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করতে পছন্দ করে, তবে তাদের দায়বদ্ধ হওয়া উচিত ঠিক যেমন অন্যান্য ব্যক্তি বাণিজ্যে জড়িত"। নিউ সাউথ ওয়েলসের অ্যাটর্নি জেনারেল বনাম শুল্ক বিভাগের কালেক্টর (৩) এর অস্ট্রেলিয়ান মামলাটি উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু অনুসরণ করা হয়নি।

কানাডার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়। দ্য অ্যাটর্নি-জেনারেল অফ দ্য প্রভিন্স অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া বনাম দ্য অ্যাটর্নি-জেনারেল অফ দ্য রাজত্ব অফ কানাডা (৪) এ সিদ্ধান্তের রিপোর্ট পাওয়া যায়। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ধারা ১২৫, ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, 'করাধান' শব্দটিতে শুল্ক আরোপ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং 'সম্পত্তি' শব্দটি কেবলমাত্র নয়, সমস্ত ধরণের অস্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করেছে

(১) (১৮৮৭) ১২ অ্যাপ সি ৬৪৩ (২) (১৮৮৮) ১৩ অ্যাপ ক্যাস ১৯২

(৩) (১৯০৮) ৫ সি. এল. আর. ৮১৮ (৪)৬৪ কানাডা এস. সি. আর. ৩৭৭

সেই সম্পত্তি প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনের জন্য আনুষঙ্গিক হতে পারে। রাজত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে শুল্কগুলি 'করের' মধ্যে আসেনি তবে কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবিধানের প্রকৃতির মধ্যে ছিল এবং আরও এটি 'সম্পত্তির উপর কর' নয়, এবং নিউ সাউথের অ্যাটর্নি-জেনারেল ওয়েলস বনাম শুল্ক বিভাগ কালেক্টর (১), নির্ভর করা হয়েছিল।

আদালতে পাঁচজন বিজ্ঞ বিচারক ছিলেন এবং তারা পৃথক রায় প্রদান করেন। বিচারপতি ইডিংটন, 'করাধান' শব্দটি প্রথাগত শুল্ক অন্তর্ভুক্ত করবে বা থাকবে না এই প্রশ্নে যেতে অস্বীকার করেছেন। তিনি ধরেন যে ধারা ১২৫ একটি অধ্যায়ে ছিল যা জমি এবং সম্পত্তি নিয়ে কাজ করে এবং এইভাবে সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যেমনটি সেখানে বা ৩য় এবং ৪ র্থ তফসিলে উল্লিখিত ছিল এবং এই উপসংহারে এবং ধারা ৯১ নং ২ এবং ৩ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে পৌঁছেছিল, শুল্ক দাবি করার ক্ষমতা বহাল রাখতে হবে। বিচারপতি অ্যাংলিন, নিউ সাউথ ওয়েলসের অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম শুল্ক বিভাগের কালেক্টর (১), যে ধারা ১২৫ এই ধরনের ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে না, এবং যে শুল্ক শুধুমাত্র কর ছিল না বরং নিয়ন্ত্রকও ছিল এবং পণ্যের চেয়ে সীমান্তের ওপারে চলাচলের উপর আরোপ করা হয়েছিল এবং এইভাবে 'সম্পত্তির উপর' কর ছিল না কানাডা তে। বিচারপতি মিগনলত, অনুরূপ একটি লাইন অনুসরণ করেছেন। বিচারপতি ডাফ, ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের পরিকল্পনার একটি মৌলিক অংশ ছিল বহিরাগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়াভাবে রাজত্বের সাথে সর্বাধিক কর্তৃত্ব প্রদান করা এবং শুল্ক ছিল নিয়ন্ত্রণের একটি উপকরণ। তাই, তিনি ধরেছিলেন যে রাজত্ব প্রাধান্য তত্ত্বটি ধারা ১২৫ এর এই ধরনের নির্মাণের উপর আবশ্যক যে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাধান্যকে দুর্বল করে এমন যেকোন কিছুর অস্বীকৃতির ক্ষমতা পোষণ করতে। সম্পত্তির ক্ষেত্রে 'করাধান' কম বলেও মনে করেন তিনি 'করাধান' এর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ

(১) (১৯০৮) ৫ সি. এল. আর. ৮১৮।

সরল, এবং যদিও শুল্ক এক অর্থে পণ্যের উপর কর ছিল, সেগুলি 'সম্পত্তির উপর কর' ছিল না যেমনটি ধারা ১২৫ এ ব্যবহৃত যেখানে 'সম্পত্তি' শব্দটি রাজত্ব এবং প্রদেশের মধ্যে 'জমি' এবং 'সম্পত্তি' বণ্টনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিচারপতি ব্রদেউর, মনে করেন যে কানাডায় শুল্ক বিভাগ শুল্ক উভয়ই নিয়ন্ত্রিত এবং রাজস্ব বাড়ায় এবং যে আইনের অধীনে তাদের ধার্য করা হয়েছিল সেগুলিকে 'পণ্যের উপর বা উপর' রাখা হয়েছিল এবং এটি ধারা ১২৫ কে আকৃষ্ট করেছিল।

এই সব কারণ অবশ্যই আমাদের সামনে আর্গুমেন্ট সেবা মধ্যে চাপা ছিল। আমি এখন সুপ্রিম কোর্টের আপিলের বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে নিজেকে সম্বোধন করব। প্রিভি কাউন্সিল এসব কারণে কোনো মতামত প্রকাশ করেনি।

লর্ড বকমাস্টার ধারা ১২৫ এর ব্যাপকতা উল্লেখ করেছেন কিন্তু উল্লেখ করেছেন যে এটি একটি বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন উপায়ে পড়া যাবে না। এটি সংবিধান আইনের সাধারণ পরিকল্পনার একটি অংশ হিসাবে পড়তে হবে যার দ্বারা রাজত্বকে ধারা ৯১ এ গণনা করা বিষয়গুলির উপর একচেটিয়া আইনী কর্তৃত্ব উপভোগ করতে হবে যার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ এবং যে কোনো পদ্ধতি বা কর ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে প্রথাগত শুল্কের এই দ্বৈত কার্যাবলী রয়েছে এবং এটি একটি ক্রিয়া বা অন্য বা উভয়ই হোক না কেন, একমাত্র রাজত্বের ক্ষমতা রয়েছে। প্রদেশগুলির দাবি যে যদিও রাজত্বের একটি শুল্ক প্রাচীর তৈরি করার ক্ষমতা ছিল, তবে প্রদেশগুলি ধারা ১২৫ এর ভিত্তিতে এতে লঙ্ঘন করতে পারে যার মাধ্যমে পণ্যগুলি শুল্ক বিভাগ শুল্ক দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যেতে পারে, তা গ্রহণ করা হয়নি, কারণ ধারা ১২৫ বিভাগগুলির একটি গোষ্ঠীর একটি অংশ যা রাজত্ব এবং প্রদেশগুলির মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করে এবং প্রদেশগুলিকে তাদের বরাদ্দকৃত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি ধারা ৯১ দ্বারা প্রদত্ত কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করেনি, যে ক্ষমতাটি রাজত্ব জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণে প্রসারিত এবং এর কার্যের ক্ষেত্র নির্বিশেষে। লর্ড বকমাস্টার, অতএব,

ধরে যে এই উদ্দেশ্য ছিল সর্বোপরি এবং ধারা ১২৫ এটাকে পরাজিত করার জন্য পড়তে হবে না। অন্য কথায়, বহিরাগত ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজত্ব সংসদের প্রাধান্য এবং এই ধরনের করের ক্ষেত্রে ধারা ১২৫ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। লর্ড বাকমাস্টার নিউ সাউথ ওয়েলসের অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম শুল্ক বিভাগের কালেক্টর (১) এর কাছে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটি প্রয়োগ করেননি এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "সত্যিকারের সমাধান ধারা ১২৫ এর সম্পূর্ণ সরকারের প্রকল্পের সাথে অভিযোজনের মধ্যে পাওয়া যাবে যা ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন সংজ্ঞায়িত করেছে।

কানাডিয়ান সিদ্ধান্তগুলি ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা রাজত্ব সংসদকে সর্বোত্তমতা দেয় যা ধারা ১২৫ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি যা রাজত্ব এবং প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন সম্পত্তি নিয়ে কাজ করে এমন একটি গোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছে।

এখন, বর্তমান মামলার যুক্তিগুলো আমার পর্যালোচনা করা মামলায় নেওয়া লাইন অনুসরণ করে। এটি কেন্দ্রের পক্ষে যুক্তিযুক্ত যে শুল্ক ধার্য করার একচেটিয়া ক্ষমতা এবং বহিরাগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংসদের, প্রথাগত শুল্ক উভয়ই রাজস্ব বাড়ায় এবং নিয়ন্ত্রণ করে, যে তারা 'কর' নয় 'সম্পত্তির উপর কর', এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯ সংসদের একচেটিয়া এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্য দিকে, এটা যুক্তিযুক্ত যে ধারা (২) এবং (৩) নির্দেশ করে যে সংসদের অধিকার হল রাজ্য সরকারগুলির ব্যবসায়িক কার্যকলাপপের উপর কর দেওয়ার কিন্তু রাজ্যগুলির সরকার হিসাবে তাদের সাধারণ কাজগুলিকে বিনামূল্যে ছেড়ে দেওয়া, এবং এতে নিষেধাজ্ঞা শর্ত (১) অনুচ্ছেদ ২৮৯ শুধুমাত্র পরম বিষয় যা স্পষ্টভাবে শর্ত (২) দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছে। যুক্তিগুলি বোঝার জন্য এবং অন্যান্য দেশের নজিরগুলি কীভাবে আমাদের সংবিধান বোঝার জন্য আমাদের পরিবেশন করে তা দেখতে, আমি প্রথমে আমাদের সংবিধানের অধীনে করের প্রকল্পটি বিশ্লেষণ করব।

শুরুতে, অনুচ্ছেদ ২৮৯ 'সম্পত্তি' শব্দটি কিনা তা প্রতিফলনের জন্য একটি বিষয়।

(১) (১৯০৮) ৫ C.L.R. ৮১৮।

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সম্পত্তি যা ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার আগে কর বহন করতে হবে। অনুচ্ছেদটি একটি রাজ্য সরকারের অন্তর্গত সম্পত্তির উপর কর আরোপ নিষিদ্ধ করে। যদি সম্পত্তি বলতে শুধুমাত্র সেই সম্পত্তি বোঝানো হয় যা একটি রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমার মধ্যে থাকে, তাহলে সেই সীমার বাইরে সম্পত্তি এবং শুল্ক সীমান্ত পেরিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করতে চাইলে শুল্ক বহন করতে হতে পারে। একইভাবে, যদি শুল্ক 'করাধান' শব্দের মধ্যে না আসে, তবে ধারাটি আবার রাজ্য সরকারের সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য অকার্যকর। কেন্দ্র দাবি করে যে শুল্ক 'করাধান' বা 'সম্পত্তির উপর কর' নয়। এটি চলনে একটি কর শুল্ক সীমান্ত জুড়ে পণ্যের উল্লেখ এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা প্রযোজ্য নয়। সংবিধানের প্রকল্প স্পষ্টভাবে দেখায় যে কেন্দ্রের কোনো দাবিই বহাল রাখা যাবে না।

কেন্দ্র তালিকায় এমন কোনো কর অন্তর্ভুক্ত নেই যা প্রযুক্তিগত বা জনপ্রিয় অর্থে 'সম্পত্তি কর' বা সম্পত্তি হিসাবে সম্পত্তির উপর ধার্য করা একটি কর বলা যেতে পারে। এই কর এন্ট্রিগুলি ৮২ নং থেকে শুরু হয় যা "কৃষি আয় ছাড়া অন্য আয়ের উপর কর"। তারপর নং ৮৩ এবং ৮১ অনুসরণ করুন যা প্রথাগত শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সম্পর্কিত। এই এন্ট্রিগুলিই বিতর্কের বিষয়। যদি এগুলিকে 'সম্পত্তি'-এর উপর কর হিসাবে গণ্য না করা হয়, তবে, বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল, নং ৮৫ এবং ৮৬ কোম্পানিগুলির সাথে চুক্তির প্রস্তাবিত অর্থে রাজ্যের সম্পত্তির সাথে অন্য কোনও কর দূরবর্তীভাবে সংযুক্ত করা যাবে না এবং নং ৮৭ এবং ৮৮, মৃত্যু কর্তব্য সহ। অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে, মার্কিন বনাম পারকিন্স (১) এবং স্নাইডার বনাম বেটম্যান (২) এর মতো একটি রাজ্য উত্তরাধিকারী হতে পারে, তবে এটি কল্পনা করা কঠিন যে এই জাতীয় মামলাটি চিন্তার মধ্যে ছিল। টার্মিনাল কর এবং রেলওয়ে ভাড়া এবং নং ৮৯ এর মালবাহী কর রাজ্যের উপর পড়তে পারে, কিন্তু অনুচ্ছেদ ২৬৯ এর অধীনে, আয় রাজ্যগুলিতে বরাদ্দ করতে হবে। নং ৯০ স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ভবিষ্যত বাজারে লেনদেনের উপর স্ট্যাম্প শুল্ক ব্যতীত অন্যান্য করের সাথে সম্পর্কিত। তারা খুব কমই, যদি সব হয়, সম্ভবত

(১) ১৬৩ ইউ এস ৬২৫: ৪১ এল. এড. ২৮৭ (২) ১৯০ ইউ এস ২৪৯: ৪৭ এল. এড. ১০৩৫

রাজ্যগুলির উপর পড়ে এবং আয়ও রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দযোগ্য। নং ৯১ হল স্ট্যাম্প শুল্কের হার, এবং নং ৯২, সংবাদপত্রের বিক্রয় বা ক্রয় এবং তাতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর কর, এবং নং ৯২-ক, সংবাদপত্র ব্যতীত অন্যান্য পণ্য বিক্রয় এবং ক্রয়ের উপর কর, যেখানে এই ধরনের বিক্রয় বা ক্রয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা বাণিজ্যের সময় সঞ্চালিত হয়, আবার কর নয় যেমন 'সম্পত্তির উপর' বলে বিবেচিত হতে পারে। এই করের নিট আয় আবার রাজ্যগুলিকে দিতে হবে। বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেলের কাছে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সম্পত্তির উপর কোন কর নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল, তিনি কেবল সংসদের অবশিষ্ট ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করতে পারেন। এই দেখায় যে যদি না অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) শুল্ক বিভাগ শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সম্পর্কিত এন্ট্রি গ্রহণ করেছে, ধারা দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা মূলত অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় হবে।

ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ শুধুমাত্র জমি এবং ভবনের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে। বর্তমান অনুচ্ছেদটি 'সম্পত্তি এবং আয়' শব্দগুলিকে পরিবর্তন করেছে। বাক্যাংশটি রাজ্যগুলির সমস্ত সম্পদ এবং আয়ের সম্পূর্ণ। অনুচ্ছেদের শর্ত (২) নির্দেশ করে যে ছাড়টি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং যেকোন ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে বা তার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ এবং ব্যবহৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে কোনো কর আরোপ করা যেতে পারে বা এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে দখল করা হয়েছে এবং এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনো আয় সংগৃহীত বা উদ্ভূত। 'যেকোন' শব্দের বারবার ব্যবহার দেখায় যে অস্ট্রেলিয়ায় এক জায়গায় এই শব্দের ব্যবহার এবং অন্য জায়গায় এর বাদ দেওয়া থেকে যে পার্থক্য তৈরি করতে চাওয়া হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। 'ব্যবহৃত বা দখলকৃত' শব্দগুলি দেখায় যে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত। শর্ত (৩) দেখায় যে আইন দ্বারা ঘোষণা করার ক্ষমতা সংসদের কাছে সংরক্ষিত যে কোন বাণিজ্য বা ব্যবসা বা বাণিজ্য বা ব্যবসার শ্রেণি সরকারের সাধারণ কাজের সাথে আনুষঙ্গিক, এইভাবে বিষয়টিকে আইনের বাইরে নিয়ে যাওয়া

আদালতের এখতিয়ারের। যতক্ষণ না সংসদ ঘোষণা করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো ধরনের বাণিজ্য ও ব্যবসার কর আরোপের আওতায় থাকতে হবে।

উপরোক্ত থেকে, এটি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর তিনটি শর্ত অনুসরণ করে একসাথে পড়তে হবে এবং সমন্বয়ভাবে একসাথে তাদের সঠিক আমদানি করতে হবে। শর্ত (১) পড়া সম্ভব নয় অন্যান্য আদালতের রায়ের সহায়তায়। যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে তা হল: 'রাষ্ট্রের সম্পত্তি' অভিব্যক্তিতে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? এটি অবশ্যই সমস্ত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা রাষ্ট্র দাবি করতে পারে। 'সম্পত্তি' শব্দটি স্থাবর এবং অস্থাবর জাতগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত। অনুচ্ছেদ ২৮৯ ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ভাষা থেকে 'জমি বা ইমারৎ' বাতিল করে এবং আরও ব্যাপক অভিব্যক্তি 'সম্পত্তি' ব্যবহার করে, এবং শর্ত (২)-এ 'যেকোনো' এবং 'ব্যবহৃত বা দখলকৃত' দ্বারা সেই শব্দটিকে যোগ্য করেছে। এই অভিব্যক্তিগুলির সংমিশ্রণ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে রাজ্যের সম্পত্তি যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, বোঝানো হয়েছিল এবং কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং একমাত্র সম্পত্তি যা করের অধীন করা হয়েছিল ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তি। সম্পত্তি, যা বিদেশে মালিকানা এবং দখলে আনা হয়, বা সম্পত্তি, যা রাষ্ট্র দ্বারা উত্পাদিত বা উত্পাদিত হয়, রাষ্ট্রের সম্পত্তি। যদি তা না হয়, তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে, "এটি তাহলে কার সম্পত্তি?", এবং এই ধরনের প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া যাবে না। আমি, তাই, অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১)-এর ভাষা গ্রহণ করার মত নিজে থেকেই অথবা শর্ত (২) এবং (৩) দ্বারা পরিবর্তিত হলেও, উপসংহারটি অনিবার্য যে রাজ্যের সমস্ত ধরণের সম্পত্তি ব্যবসা বা ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তিগুলিকে ব্যতীত, 'কর' থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা ছিল। এই প্রকারের সম্পত্তি হতে পারে স্থবর বা অস্থাবর সম্পত্তি এবং ভৌগলিক সীমানার অধীনের প্রয়োজন নয়। এই অনুচ্ছেদটি "অর্থ" এর সাথে সম্পর্কিত অংশে রয়েছে এবং অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিবিধ আর্থিক শিরোনামের একটি উপাধ্যায়ে বিধান" এটা গুরুত্বপূর্ণটা হল না এইভাবে কম তৈরি

কোন বিশেষ বিবেচনার দ্বারা ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের ধারা ১২৫ ক্ষেত্রে ছিল। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, যা সংসদ তালিকা ।-এ করাধান এন্ট্রিগুলির দ্বারা ভোগ করে, স্পষ্টতই সংবিধান এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধানের অধীন, তাই, ওভাররাইড করতে হবে যদি না এটি প্রযোজ্য হয়। অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রকল্প স্বীকার করে না যে 'সম্পত্তি' শব্দটি কোনো বিশেষ অর্থে পড়া উচিত। আমি তাই, আমদানীকৃত পণ্য এবং রাজ্য দ্বারা উৎপাদিত বা উত্পাদিত দ্রব্যগুলি 'সম্পত্তি' শব্দের অন্তর্ভুক্ত বলে অভিমত।

পরবর্তীতে বলা হয় যে শুল্ক বা আবগারি শুল্ক উভয়কেই "কর" বলা যায় না, এবং এমনকি যদি সেগুলিকে "করাধান" বা "কর" হিসাবে বর্ণনা করা যায়, তবে সেগুলি সম্পত্তির উপর কর নয়। এগুলিকে কর হিসাবে বলা হয় একটি ক্ষেত্রে পণ্যের চলাচল, এবং অন্যের উৎপাদন বা উৎপন্নের ক্ষেত্রে। অনেক রায় উদ্ধৃত করা হয়েছিল যে এইভাবে বিচারকরা সেই শুল্ক গুলিকে বিবেচনা করবে। আমি প্রথমে শুল্ক মোকাবেলা করব, কারণ, আমার মতে, আবগারি শুল্ক মোকাবেলা করা সহজ। কিছু বিচারক আবগারি শুল্ককে "উত্পাদিত পণ্যের উপর" এবং কিছুকে "উৎপাদন ও উত্পাদনের উপর" হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক মামলা উদ্ধৃত করা সহজ।

আমাদের সংবিধানে 'কর' শব্দের সংজ্ঞা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সত্য। এটি অস্ট্রেলিয়ান মামলাগুলিকে আলাদা করতে কাজ করে এবং এটি আমাদের বলে যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) দ্বারা কী ধরনের শুল্ক আঘাত করা হবে৷ এটি যা বলে:

> "'করাধান' এর মধ্যে যেকোন কর বা চাপিয়ে দেওয়া, সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ যাই হোক না কেন, এবং সেই অনুযায়ী 'কর' বোঝানো হবে"।

যদিও এটি একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা নয় এবং শুধুমাত্র শব্দটিতে কী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা দেখায়, একজন আঘাতপ্রাপ্ত হয়

অবিলম্বে তার ভাষার ব্যাপকতা দ্বারা। যদিও এটি কোনো কর বা চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলে, এটি আরও এক ধাপ এগিয়ে "সাধারণ বা স্থানীয় হোক বা বিশেষ" যোগ করে যা নির্দেশ করে যে কোনও বিশেষ বা স্থানীয় বিবেচনা প্রাসঙ্গিক নয় এবং এমনকি একটি সাধারণ অ-বৈষম্যমূলক শুল্ককে অবশ্যই কর হিসাবে গণ্য করা উচিত। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে "করাধান" শব্দটি শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) তে ব্যবহৃত হয় এবং এটি অবশ্যই অনুচ্ছেদের প্রথম ধারায় এর সমস্ত অর্থের সাথে পড়তে হবে। এটি না করা সংজ্ঞাটিকে সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা হবে। সংজ্ঞার আলোকে যখন ধারাটি প্রসারিত করা হয়, তখন এটি পড়ে:

> "একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় যেকোন কেন্দ্র কর বা ইম্পোস্ট থেকে রেহাই পাবে, সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ"।

রেখাচিহ্নিত করা অংশ সংজ্ঞা প্রতিনিধিত্ব করে।

এইভাবে প্রশ্ন জাগে কেন এই শব্দটি ব্যবহার করা হবে এবং এই ব্যাপকভাবে সংজ্ঞায়িত করুন যদি তালিকা ১-এর আইনী এন্ট্রিতে কোনও কর না থাকে যা শুল্ক এবং আবগারির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা না করলে বলা যেতে পারে যে রাজ্যগুলির সম্পত্তির উপর পড়ে? ওয়েলস (১) এর মতে।

> "বৈজ্ঞানিকভাবে বিবেচনা করা করাধান হল একটি দেশ বা সম্প্রদায়ের পণ্য বা সম্পত্তির এমন অংশ নেওয়া বা বরাদ্দ করা যা তার সরকারের সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলি দ্বারা চাঁদাবাজি, শাস্তি বা বাজেয়াপ্ত করার প্রকৃতিতে নয়"।

এই বিস্তৃত উপায়ে দেখা এবং মনে রাখা যে অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত 'করাধান' শব্দটি বিশেষভাবে প্রশস্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, আমার দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরটি সুস্পষ্ট। কিন্তু যে সব হয় না। সংজ্ঞাটি "ইমপোস্ট" এর কথা বলে। "ইম্পোস্ট" শব্দের সাধারণ অর্থে কর বা ট্রিবিউট বা শুল্ক বোঝায় এবং এটি ব্যক্তি বা পণ্যের উপর হতে পারে।

(১) ট্যাক্সেশনের তত্ত্ব এবং অনুশীলন, পৃ. ২০৪।

বিশেষ অর্থে এর অর্থ আমদানিকৃত পণ্য এবং পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক। দেখুন প্যাসিফিক ইনস কোং বনাম সোনলে (১)। ওয়ার্ড বনাম মেরিল্যান্ড (২) এ বলা হয়েছে:

> "একটি চাপানো, বা আমদানির উপর শুল্ক হল একটি কাস্টম বা কর যা একটি দেশে আনা পণ্যের উপর আরোপিত হয়"।

অক্সফোর্ড ডিকশনারী বলে যে এই বিশেষ অর্থটি কাওয়েলের পরে এবং এর উত্সের কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু আইনি পদের প্রতিটি অভিধান বিশেষ অর্থ বহন করবে। প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকান সংবিধান সম্পত্তি বা ক্যাপিটেশনের করের বিপরীতে পরোক্ষ কর হিসাবে "শুল্ক" এবং "আদায়" সহ "চাপ" শ্রেণীবদ্ধ করে। "শুল্ক" শব্দটি কখনও কখনও করের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে একটি বিশেষ অর্থে, এর অর্থ পণ্যের আমদানি বা ব্যবহারের উপর আরোপিত একটি পরোক্ষ কর। পোলক বনাম কৃষকদের ঋণ ও বিশ্বাস সংস্থা (৩) দেখুন।

অনুচ্ছেদ ২৮৯(১), রাজ্যের সম্পত্তি কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। কেউ একা "সম্পত্তি" শব্দটি দিয়ে যেতে পারে না তবে "কর প্রদান" শব্দের পরিধিকেও বিবেচনা করতে হবে। আমি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর প্রথম শর্তে সংজ্ঞাটি পড়েছি। সংজ্ঞায় আরও পড়লে "আবর্তন" শব্দের অর্থ "কর" হিসাবে নয় (যা অপ্রয়োজনীয় কারণ "কর" শব্দটি ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং ট্যাটলজির বিরুদ্ধে একটি অনুমান রয়েছে) তবে একটি "আমদানি শুল্ক" হিসাবে বা খরচ", কেউ এই ফলাফল পায়:

> "একটি রাজ্যের সম্পত্তি এবং আয় সকল প্রকারের আমদানিকৃত পণ্য বা পণ্যদ্রব্যের উপর কোন কেন্দ্র কর বা শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে"।

অন্য কথায়, রাজ্যের সম্পত্তি প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর থেকে মুক্ত থাকবে।

এইভাবে দেখা যাবে যে "সম্পত্তি" শব্দের দৃষ্টি কোণ থেকে এবং "করাধান" শব্দটির দৃষ্টি কোণ থেকেও

(১) ৭ প্রাচীর। (ইউ.এস.) ৪৩৩: ১৯ এল. এড. ৯৫।

(২) ১২ ওয়াল। (ইউ.এস.) ৪১৮:২০ এল. এড. ৪৪৯।

(৩) ১৫৮ ইউএস ৬০১, ৬২২ : ৩৯ এল. এড. ১১০৮।

আমরা দুই ধরনের করের কাছে পৌঁছাই যা এখানে বিতর্কের বিষয়। অন্যদিকে, ভাষার এই সমস্ত ব্যাপকতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায় যদি এই করগুলি বাদ দেওয়া হয় এবং অন্য সম্ভাব্য করের সন্ধানে যায়। সংজ্ঞাটি সম্ভবত খুব বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের কিছুকে আচ্ছাদিত করতে পারে তবে এই করের আয়গুলি রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দযোগ্য, এবং তাদের করের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা এবং তারপরে রাজ্যগুলির কাছে অর্থ হস্তান্তর করা অর্থহীন বলে মনে হয়। রাজ্য সরকারগুলির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ এবং তাদের সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য, যা আমেরিকান প্যাটার্নে এইরকম বিস্তৃত যত্নের সাথে কাজ করা হয়, তার মত ও হারায়। শর্ত (২) খুব কমই প্রয়োজনীয় হবে এবং শর্ত (৩), এমনকি কম।

পরবর্তী প্রশ্ন হল প্রথাগত শুল্ক ও আবগারি শুল্ক এক ক্ষেত্রে আমদানি এবং অন্য ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত প্রকৃতির কর, এবং "সম্পত্তির উপর কর" হিসাবে বর্ণনা করা যায় না। শুরুতে, "সম্পত্তির উপর কর" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয় না; বা "সম্পত্তির ক্ষেত্রে কর" অভিব্যক্তিটিও নয়, যার সাথে পূর্বের অভিব্যক্তিটির তুলনা করা হয়েছিল। প্রাক্তন অভিব্যক্তিটি অস্ট্রেলিয়ান সংবিধান আইনে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সেই দেশের হাইকোর্ট দ্বারা পার্থক্য করা হয়েছিল। আমরা শুধুমাত্র রাজ্যের আমদানি কেন্দ্র কর থেকে মুক্ত হবে কিনা তা দেখার জন্য উদ্বিগ্ন। যদি পণ্যের চলাচলের উপর কর হিসাবে শুল্ক শুল্কের প্রকৃতির দ্বারা, এটা বলা যায় না যে ছাড় অর্জিত হয়েছে, সংশোধনের বৈধতার পক্ষে একটি উত্তর থাকতে হবে। যদি শুল্ককে "সম্পত্তির উপর কর" বলা যায়, তবে উত্তরটি অন্যভাবে হতে হবে।

এই সংযোগে, ব্রাউন বনাম মেরিল্যান্ডে (১) প্রধান বিচারপতি মার্শালের উচ্চ কর্তৃত্ব রয়েছে, যেখানে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "আমদানিতে শুল্ক বা শুল্ক হল একটি কাস্টম বা একটি কর যা দেশে নিয়ে আনা একটি সামগ্রীর উপর আরোপিত

(১) ১২ হয়েটন ৪১৯, ৪৩৭:৬ এল. এড. ৬৭৮, ৬৮৫,

, এবং আমদানিকারককে তাদের উপর তার মালিকানার অধিকার প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়ার আগে এটি সাধারণত সুরক্ষিত হয়, কারণ পণ্যগুলি তার হেফাজতে থাকাকালীন এটি কার্যকর করার মাধ্যমে আইনের ফাঁকিগুলি আরও নিশ্চিতভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যাইহোক, এটি পণ্যগুলির উপর একটি চাপ বা শুল্ক কম হবে না, যদি এটি অবতরণ করার পরে তাদের উপর আরোপ করা হয়। বন্দরে প্রবেশের আগে বা শুল্ক আরোপ করার বা সুরক্ষিত করার নীতি এবং ফলস্বরূপ অনুশীলন, সেই অবস্থার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে না, বা, ফলস্বরূপ, নিষেধাজ্ঞা, যদি না ধারাটির প্রকৃত অর্থ এটিকে সীমাবদ্ধ করে। তাহলে, 'আমদানি' কী? অভিধানগুলি আমাদের জানায়, সেগুলি 'আমদানি করা জিনিস'। যদি আমরা শব্দের অর্থের জন্য ব্যবহারের জন্য আবেদন করি, আমরা একই উত্তর পাব। তারা নিজেরাই পণ্য যা দেশে আনা হয়। 'আমদানিতে শুল্ক', তাহলে, নিছক আমদানির আইনের উপর একটি শুল্ক নয়, বরং আমদানিকৃত জিনিসের উপর একটি শুল্ক।

ম্যারিয়ট বনাম ব্রুনে (১), পরবর্তীতে লডার বনাম স্টোন (২) এ অনুমোদিত, এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে শুল্ক একটি দেশে আমদানি বা রপ্তানি করা পণ্যগুলির উপর আরোপ করা হয়। অতএব, এটা বলা ঠিক নয় যে শুল্ক পণ্যের চলাচলের উপর এবং পণ্যের উপর নয়। সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮-এর দিকে এক নজরে দেখা যায়, যা সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে, দেখায় যে আমাদের দেশে আইন প্রথাটি পণ্য বা পণ্যের উপর ধার্যকৃত শুল্ককে বর্ণনা করা হয়েছে। ধারা ২০ নিজেই, যা সংশোধন করতে চাওয়া হয়েছে, বলে:"

....শুল্ক ধার্য করা হবে..... এর উপর

(ক) পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা, ইত্যাদি

(খ) আফিম, লবণ বা লবণযুক্ত মাছ আমদানি করা ইত্যাদি।

(১) ৯ হাওয়ার্ড (ইউ.এস.) ৬১৯ এ ৬৩২: ১৩ এল. এড. ২৮২।

(২) ১৮৭ (ইউ.এস.) ২৮১:৪৭ এল.এড. ১৭৮,

(গ) কোন বিদেশী বন্দর থেকে আনা পণ্য...ইত্যাদি

(ঘ) একটি শুল্ক বন্দর থেকে অন্য শুল্ক বন্দরে বন্ডে আনা পণ্য"।

একইভাবে, ধারা ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ২৯এ, ৩১, ৩২ এবং আরও বেশ কিছু পণ্য করের বিষয় হিসাবে উল্লেখ করেছে। ধারা ৪৩, যা ক্রটিগুলি নিয়ে কাজ করে, এই সংযোগে দেখা যেতে পারে:

"৪৩. কোনো পণ্য, যখন একটি শুল্ক-বন্দরে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয় এবং তারপরে অন্যটিতে রপ্তানি করা হয়, পূর্বোক্ত হিসাবে সমুদ্রপথে পুনরায় রপ্তানি করা হয়, তখন এই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রটি অনুমোদিত হবে যেন সেগুলি থেকে পুনরায় রপ্তানি করা হয়েছিল সাবেক বন্দর থেকে।"

****

শুল্ক পণ্যের উপর ধার্য করা হয় এবং এটি পণ্য যা অপূর্ণতা অর্জন করে। এটা বললে ভুল হবে না যে, সমুদ্র শুল্ক আইনের পুরোটাই সব সময় পণ্যের কথা বলে।

তাহলে যদি পণ্যগুলি রাজ্যের সম্পত্তি হয় এবং সেই পণ্যগুলিকে তাদের ক্ষেত্রে মালিকানার অধিকার প্রয়োগ করার আগে কর বহন করতে হয়, তবে এটি কি অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) এর অব্যাহতি বলা ভুল তাদের কাছে উপলব্ধ হবে, "করাধান" এর সংজ্ঞা সহ পড়া ধারাটির ভাষা বিবেচনা করা হচ্ছে।

"একটি রাজ্যের সম্পত্তি..... কোন কেন্দ্র কর বা চাপমুক্ত করা হবে, সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ"?

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৫১ সালে সংসদ, গণপরিষদ দ্বারা সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরপরই, ধারা ২০, সমুদ্র শুল্ক আইনের, ১৮৭৮, উপ-ধারা (২) সংশোধন করে যা পঠিত হয়:

"উপ-ধারা (১) এর বিধানগুলি একটি রাজ্য সরকারের অন্তর্গত সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং সেই সরকারের দ্বারা বা তার পক্ষে পরিচালিত যে কোনও ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত যেকোন ক্রিয়াকলাপ যেমন তারা কোনো সরকারের অন্তর্গত নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"

এই অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২), উপ-ধারাকে পুনরুত্পাদন করে। এটি সম্পত্তি হিসাবে আমদানিকৃত পণ্য, প্রথাগত শুল্ককে "করাধান" হিসাবে বিবেচনা করে এবং ঘোষণা করে যে এই জাতীয় পণ্যগুলি রাজ্য সরকারের অন্তর্গত হলেও উল্লিখিত ধারায় উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কর বহন করবে। যদি কখনও সমসাময়িক ব্যাখ্যার একটি নিখুঁত উদাহরণ থাকে তবে এটি অবশ্যই হতে হবে। এটি একটি আধুনিক আইন একটি পুরানো একটি প্রসঙ্গ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় একটি ঘটনা নয়। কিংবা তাদের কোনো বিচারিক ব্যাখ্যা জড়িত নয়। এটি পুরুষদের একই সংস্থার একটি মামলা যা তাদের দ্বারা পূর্বে গৃহীত সংবিধানের একটি বিধানের উদ্দেশ্য এবং অর্থ বহন করার জন্য একটি আইনে একটি বিধান প্রণয়ন করে। সংবিধান সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়ায়, সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর অধীনে আরোপিত শুল্কগুলি, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ১৫৪ এর "জমি এবং ভবন" থেকে পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল "সম্পত্তি" পর্যন্ত এবং কেন্দ্র কর থেকে এই জাতীয় সম্পত্তিকে ছাড়ের মঞ্জুরি। অনুচ্ছেদ ২৮৯ নির্মাণ সম্পর্কে আমার যদি কোন সন্দেহ ছিল, এই পথ দেখাতে আমাকে পরিবেশন করা হবে. যাইহোক, আমি মনে করি যে বিষয়টি খুব কমই কোনো সন্দেহ স্বীকার করে।

বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল বারবার শুল্ক আরোপের মাধ্যমে অর্জিত দ্বৈত উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ। তিনি একই নিঃশ্বাসে শুল্ক বিভাগের সাথে আবগারি শুল্ক যুক্ত করেন এবং কানাডার প্রিভি কাউন্সিল মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেন যে যদি প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় ক্ষেত্রেই অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করা হয়, তাহলে, নিয়ন্ত্রক অংশ

একই আইন অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়ে ব্যর্থ হবে বা সংবিধানের অন্য কোথাও পাওয়া যাবে। এই যুক্তিটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রনের জন্য সংসদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ এবং অনুচ্ছেদ ২৮৯ এ থাকা কোন কিছুর দ্বারা তা সীমাবদ্ধ নয়। আবগারি শুল্কের পক্ষেও অনুরূপ অনুমান করা যেতে পারে, যদিও নিয়ন্ত্রণের উপাদান সেখানে কর্তব্যের শুল্ক বিভাগের তুলনায় কিছুটা দুর্বল হতে পারে। তবে প্রশ্ন হল, প্রস্তাবিত সংশোধনীর উদ্দেশ্য কী? করকরণ থেকে নিয়ন্ত্রক দিকটিকে আলাদা করা একটু কঠিন। এমনকি অস্ট্রেলিয়াতে, যেখানে কর আইন শুধুমাত্র করের সাথে মোকাবিলা করতে হবে এবং অন্য কোন বিষয় নয়, শুল্ক বিভাগ শুল্কের নিয়ন্ত্রক দিকটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, শুল্কের এই নিয়ন্ত্রক দিকটি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। অতএব, আমরা কি বলতে পারি যে তালিকা ।-এর ৮৩ এবং ৪১ নম্বর এন্ট্রিগুলির সম্মিলিত প্রভাব প্রস্তাবিত সংশোধনীকে টিকিয়ে রাখবে? যদি এটি করের মধ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে বোনা হওয়ার প্রশ্ন হয়, আমি বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বিরতি দিতাম। আমি ইতিমধ্যে প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করছি না তবে কিছু প্রশ্নে মতামত দিচ্ছি। এই প্রশ্নগুলি অবশ্যই শুল্কের রাজস্ব দিককে নির্দেশ করে। যদি আইনটি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এবং এমনকি আমদানি নিষিদ্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়, রাজ্য সরকার অন্যদের সাথে সাধারণভাবে, নির্দিষ্ট পণ্য বা শ্রেণির পণ্যের, তবে আমি বলতে দ্বিধা করব না যে এই ধরনের আইন অনুচ্ছেদ ২৮৯ ছাড়কে বিক্ষুব্ধ করবে না। এমনকি যদি আইনটি 'উভয় প্রান্ত' অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় তবে কেন্দ্রের পক্ষে একটি যুক্তি থাকবে। কিন্তু যদি সরল প্রশ্নে পরামর্শ চাওয়া হয় যে রাজস্ব বাড়ানোর জন্য রাজ্যগুলির পণ্যের উপর কর আরোপ করা যেতে পারে, উত্তরটিও সমানভাবে সরল যে দুটি উপ-ধারায় ইতিমধ্যে সংশোধন করা পরিস্থিতি ছাড়া এটি অনুমোদিত নয়।

সমুদ্র শুল্ক আইনের ধারা ২০, এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইনের ধারা ৩, একটি ক্ষেত্রে বাহ্যিক বাণিজ্য এবং অন্য ক্ষেত্রে উত্পাদন এবং উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ করার ভান করবেন না। এগুলি প্রথাগত ইংরেজি পদ্ধতিতে রাজস্ব বাড়ানোর বিধান। যাই হোক না কেন সামান্য ভান হতে পারে প্রস্তাবিত সংশোধনী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলা হয় যা, মিঃ বিচারপতি ডগলাসের কাছ থেকে আবার ধার নেওয়ার জন্য, "রাজ্যগুলিকে কর সংগ্রহকারীদের তালিকায় রাখার জন্য পরিকল্পিত একটি পরিমাপ"। এই পরিস্থিতিতে, আমি কেন্দ্র তালিকার এন্ট্রি ৪১ এ বিজ্ঞাপন না দিয়ে শুল্ক সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। এটি যুক্তিযুক্ত যে রাজ্যগুলি কেবল বিনামূল্যে নয়, অবাধে পণ্য আমদানি করবে এবং এইভাবে মূল্যবান বিনিময় হারাবে। কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর শুধুমাত্র জাহির হিসাবে দেওয়া যেতে পারে এবং ভয়ঙ্কর কল্পনার ভিত্তিতে নয়। এটি সমান শক্তির সাথে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে রাজ্য সরকারগুলি আমাদের অর্থের প্রতি একটি বুদ্ধিমান মনোভাব প্রকাশ করবে বলে আশা করা যেতে পারে।

যতদূর আবগারি শুল্ক সম্পর্কিত, কিছু বিরল পরিস্থিতিতে ছাড়া বাণিজ্য বা উত্পাদন বা উত্পাদন নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। উৎপাদন ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতার বেশির ভাগই (তালিকা III এর ৩৩ নং এ উল্লিখিত কিছু প্রয়োজনীয় পণ্য বাদে এবং তালিকা I এ বিশেষভাবে উল্লিখিত) রাজ্যগুলির অন্তর্গত। এন্ট্রি নং ৮৪-এ, আমরা তামাক এবং মানুষের খাওয়ার জন্য অ্যালকোহলযুক্ত মদ, আফিম, ভারতীয় শণ এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য এবং মাদকদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি প্রবিধান উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে, ক্ষমতা প্রথমে তালিকা I বা তালিকা III-তে পাওয়া যাবে। কিন্তু এটা যদি খাঁটি করের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে পণ্যের ওপর আবগারি শুল্ক অনেকটা শুল্ক বিভাগের মতোই ধার্য করা হয়। আমরা বিচারকদের পর্যবেক্ষণকে বিবেচনা করতে পারি না, যেখানে তারা আবগারিকে "উৎপাদন এবং উত্পাদনের উপর" বলে, আইনের মতো বাধ্যতামূলক হতে পারে। অন্যান্য বিচারক অন্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, যেমন "উৎপাদিত বা উৎপাদিত পণ্যের উপর"। কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন

পরেরটি ব্যবহার করে, এবং সংবিধানের তালিকাগুলিও তাই করে। সুতরাং, আবগারি এবং শুল্ক বিভাগের মধ্যে এই ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য নেই। আবগারি দ্রব্যের ব্যাপারটি আরও সহজ এবং চল্লিশটি, কারণ রাজ্যগুলি তাদের সরকারের সাধারণ কাজের জন্য উত্পাদিত পণ্যগুলি এবং ব্যবসা বা ব্যবসার জন্য নয়, রাজ্যগুলির সম্পত্তি এবং সরাসরি তাদের মালিকানার মধ্যে। যদি এই ধরনের সম্পত্তি কর করা হয়, এটি সরাসরি অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) দ্বারা আঘাত করা হয়, এবং শুল্ক বিভাগের সাদৃশ্যের উপর যুক্তিগুলি সামান্য স্থান পেয়েছে। এটি অনুসরণ করে, তাই, কোন রাষ্ট্রের অন্তর্গত পণ্যের উপর শুল্ক বা আবগারি শুল্ক ধার্য করা যাবে না যদি পণ্যগুলি বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে নয় বরং সরকারের সাধারণ কার্যাবলীর সাথে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যে আমদানি বা উত্পাদিত হয়। যে দুটি আইনের ধারা অনুসরণ করে তারা আজ সংবিধানের অধীনে প্রকৃত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। যোগ করতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজ্যগুলির দ্বারা পণ্যের অত্যধিক আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায় তবে বহিরাগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা উপলব্ধ এবং এটি অনুচ্ছেদ ২৮৯ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। নিয়ন্ত্রণ, লাইসেন্সিং এবং এই জাতীয় সমস্ত ডিভাইসের একটি সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য পরিকল্পিত একটি পরিমাপ, অনুচ্ছেদে থাকা ছাড় দ্বারা প্রভাবিত হবে না, তবে একটি বিশুদ্ধ কর ব্যবস্থা, যা রাষ্ট্র বা সরকারী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্পত্তির উপর কর দিতে চায়, অব্যাহতি মধ্যে আছে.

আমার প্রশ্নের উত্তর হল:

(১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধান সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২)-এ উল্লিখিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাষ্ট্রের সম্পত্তির আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয়, যদি আরোপ করা হয় রাজস্ব বাড়াতে কিন্তু বহিরাগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়।

(২) ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর বিধান সেই অনুচ্ছেদের শর্ত (২)-এ উল্লিখিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাজ্যের সম্পত্তির ভারতে উৎপাদন বা উত্পাদনের উপর আবগারি শুল্ক আরোপ বা অনুমোদন করা থেকে কেন্দ্রকে বাধা দেয়।

(৩) উত্তরটি ইতিবাচক।

বিচারপতি রাজগোপাল আয়াঙ্গার- আমি এই আদালতে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর এবং একই সাথে যে যুক্তির উপর ভিত্তি করে সেই যুক্তির বিষয়ে মাই লর্ড প্রধান বিচারপতির মতামতের সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমার নিজের কিছু শব্দ যোগ করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমার একমাত্র ন্যায্যতা, আমার অনুভূতির কারণে যে কিছু বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত থাকা বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের দ্বারা প্রবল চাপ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি আরও কিছুটা সম্পূর্ণভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে।

যখন বিদগ্ধ সলিসিটর-জেনারেল অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর একটি সঠিক নির্মাণের উপর জমা দিয়েছিলেন, সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্র কর থেকে অনাক্রম্যতা সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ করের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরোক্ষ করের মধ্যে প্রসারিত ছিল না - যা সম্পত্তির উপর ছিল না কিন্তু সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনা বা ঘটনা ছিল, এটি ছিল রাজ্যগুলির জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলির দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে যে এটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে একটি পার্থক্য প্রবর্তন করছে যা আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোর কোন অংশ নয়। এটা সত্য যে আমাদের সংবিধান দ্বারা এই ধরনের কোন স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়নি, এমনকি, শুল্ক (রপ্তানি শুল্ক সহ) এবং আবগারি শুল্কের আকারে কর, বিশেষ করে যখন এই ধরনের বিষয়গুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে আরোপ করা তালিকা ।-এর বিভিন্ন এন্ট্রি দ্বারা সংসদের যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে, এগুলোকে সম্পত্তির উপর কর বলা যাবে না; কারণ তারা

আমদানি বা রপ্তানির উপায়ে সম্পত্তির চলাচলের প্রসঙ্গ বা পণ্যের উত্পাদন বা উত্পাদনের প্রসঙ্গ সহ চাপিয়ে দেয়। অতএব, যদিও আমাদের সংবিধান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে কোনো পার্থক্যের ভিত্তিতে করের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে না বা বণ্টন করে না, তবে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এ অব্যাহতি দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া ভুল, পার্থক্যটি অগত্যা অপ্রাসঙ্গিক হবে। রাজ্যগুলির জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলিরা তাদের জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সঠিক যে সংবিধানটি কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে কর দেওয়ার বিষয়ে বা কানাডার মতো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে কোনও পার্থক্যের ক্ষেত্রে আইনী ক্ষমতা বিতরণ করে না। লাগু হওয়ার সময় আমি লক্ষ্য করতে পারি যে এমনকি অস্ট্রেলিয়াতেও এই ধরনের ভিত্তিতে কর দেওয়ার ক্ষমতার কোনো বন্টন নেই, কারণ কমনওয়েলথ সংসদের শুল্ক বিভাগ এবং আবগারি শুল্ক আরোপের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে (অভিন্ন হওয়া সাপেক্ষে) ক্ষমতা, সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রত্যক্ষ কর আরোপ করার ক্ষমতা, যদি তারা বৈষম্য না করে, এবং রাজ্যগুলিরও এই ধরনের প্রত্যক্ষ কর আরোপের অনুরূপ ক্ষমতা রয়েছে। তবে এটি নিজে থেকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে পার্থক্যের প্রাসঙ্গিকতাকে বাদ দেয় না। যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক করা যায় না এবং আমি এর বিপরীতে কোন জমা দেওয়ার কথা শুনিনি। প্রশ্ন হল 'একটি রাজ্যের সম্পত্তি কেন্দ্র করের অধীন নয়' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য এই পার্থক্যটির কোন বস্তুগততা আছে কি না। প্রশ্ন উঠে যায় যখন "সম্পত্তি" এবং "এর করাধান" সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় তখন যা বোঝানো হয় তা কেবল সম্পত্তির উপর কর, তার মানে সম্পত্তির রাষ্ট্র দ্বারা উপকারী মালিকানার উপর বা এটি এমন একটি কর অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে যা কেবলমাত্র কিছু সম্পর্ক বহন করে বা এই জাতীয় সম্পত্তির উপর কিছু প্রভাব ফেলে। এ জন্য চূড়ান্ত বিশ্লেষণ একটি প্রত্যক্ষ এবং একটি পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য হল প্রভাবের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে একটি পার্থক্য যা সম্পত্তিতে না হওয়ার উপর ভিত্তি করে একটি পার্থক্য হিসাবে প্রকাশ করা হয়

কিন্তু সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি করযোগ্য ঘটনা। যদি করযোগ্য ঘটনাটি শুধুমাত্র সম্পত্তির মালিকানা এবং এতে উপকারী স্বার্থের উপর থাকে তবে এটি একটি প্রত্যক্ষ কর হবে, যেখানে যদি সম্পত্তি এবং করদাতার মধ্যে সংযোগ শুধুমাত্র মালিকানা নয় বরং অন্য কিছু যেমন সম্পর্কের লেনদেন। তাহলে এটি একটি পরোক্ষ কর হবে। তাই কানাডার মতো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের মধ্যে কোনো পার্থক্যের জন্য সংবিধানের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয় না বলে যুক্তিটি খুব বস্তুগত নয় এবং অবশ্যই আমাদের বিবেচনাধীন প্রশ্নে সিদ্ধান্তমূলক নয়।

রাজ্যগুলির তরফে কঠোরভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল যে যদি অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) কেন্দ্র দ্বারা প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বোঝানো হয়েছিল, যাহার ফলে, সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ করের অনাক্রম্যতাকে সম্পত্তির উপর করের থেকে স্বতন্ত্র হিসাবে সীমাবদ্ধ করে যা কেবলমাত্র সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলেছিল বা তার উপর প্রভাব ফেলেছিল, রাজ্যগুলি এই বিধান থেকে কোনও সুবিধা পেতে পারে না, কারণ কেন্দ্রীয় সংসদের অধীনে কোনও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছিল না সম্পত্তির উপর কোনো প্রত্যক্ষ কর আরোপ করার জন্য কেন্দ্র তালিকায় এন্ট্রি এবং যদি কিছু অর্থ ও বিষয়বস্তুকে ছাড় দিতে হয় তবে তা হবে কেবল তখনই যদি এর সুযোগ সম্পত্তির উপর পরোক্ষ কর যেমন আবগারি শুল্ক এবং শুল্ক পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। শুল্ক বিভাগ বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দাখিল করেছেন যে এমনকি যে নির্মাণ তিনি আমাদের গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তার উপরও পরিচালনার সুযোগ থাকবে অনাক্রম্যতা কারণ কেন্দ্র তালিকার এন্ট্রি ৯৭ এর অধীনে নির্দিষ্ট ধরণের সম্পত্তির উপর সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ কর আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়টি খুব ভালভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে, অনুচ্ছেদ ২৪৮ সহ পঠিত, যদিও এই ধরনের কর এখনও আরোপ করা হয়নি। তার আরও যুক্তি ছিল যে ছাড়টি এমন ক্ষেত্রে নেওয়া যেতে পারে যেখানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে কোনও রাজ্যের মালিকানাধীন সম্পত্তি রয়েছে, কারণ এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে

অনুচ্ছেদ ২৪৬ (৪) রাজ্যের তালিকায় গণনা করা আইটেমগুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং এইভাবে সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করা। অন্যদিকে, এটিকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে এই ধরনের অসম্ভাব্য ঘটনাগুলির উল্লেখ করে শব্দগুলির কিছু অর্থ আছে বলে বোঝানো যুক্তিসঙ্গত হবে না, তবে সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা সাধারণ এবং স্বাভাবিকের জন্য বিধান করার অভিপ্রায়কে দায়ী করা সঠিক হবে।

আমি অবশ্যই বলব যে বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেলের জমাগুলি বলপ্রয়োগ ছাড়া নয়। এটি ছাড়াও, আমি বিবেচনা করি যে এই ধারার ইতিহাসটি কোন মহান বা নির্ণায়ক বৈধতা থাকা রাজ্যগুলির জন্য অনুরোধ করা ধরণের একটি যুক্তিকে বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। এটা সাধারণ ভিত্তি যে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ১৫৫ (১), তবে একটি ভিন্নতা সহ যা আমি বিজ্ঞাপন দেব। সেই আগের আইনে, সেই ধারাটি চলেছিল:

> "এর পরে প্রদত্ত বিষয়, একটি প্রদেশের সরকার ব্রিটিশ ভারতে অবস্থিত জমি বা ইমারৎ বা ব্রিটিশ ভারতে আয় বা উদ্ভূত বা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ফেডারেল করের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না।"

এই বিভাগে যে উপাদানটি হয়েছে তা হল একমাত্র পরিবর্তন যা "জমি এবং ভবন" শব্দের জন্য 'সম্পত্তি' শব্দের প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, এইভাবে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ধরনের স্থাবর সম্পত্তি নয় বরং সম্পত্তির অন্যান্য রূপের জন্যও অনাক্রম্যতা প্রসারিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পাশাপাশি অস্থাবর সম্পত্তি। বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের আইনের অধীনে করের বিষয়ে আইনী ক্ষমতার বন্টন সংবিধানে পাওয়া যায় এমনটির সাথে অভিন্ন। তারপর এখন যেমন, কেন্দ্রীয় আইনসভায় জমি এবং ভবনের উপর কোনো প্রত্যক্ষ কর আরোপের কোনো ক্ষমতা ছিল না, কেন্দ্র তালিকায় ৯৭-এর মতো কোনো এন্ট্রি না থাকার পাশাপাশি, তিনটি তালিকায় বণ্টনের পর অবশিষ্ট ক্ষমতা গভর্নর জেনেরালের হাতে ন্যস্ত ছিল

ধারা ১০৪ এর অধীনে বরাদ্দের জন্য। বিজ্ঞ সলিসিটর-জেনারেল দ্বারা প্রস্তাবিত এই ধরনের কিছু লাইন ব্যতীত ভারত সরকারের আইনের অধীনে কর প্রদানের ক্ষমতা বিতরণের প্রকল্পের অধীনে এই ছাড়ের অপারেশনের জন্য কোনও সুযোগ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। তাই সত্য যে কেউ যদি কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে কর দেওয়ার ক্ষমতার বণ্টনকে বিবেচনা করে থাকে তবে "জমি ও ভবনের উপর কর" অভিব্যক্তিটির একটি বিস্তৃত অর্থ প্রদানের কোন সুযোগ ছিল না এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে পরিস্থিতি যে সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ কর কেন্দ্র আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে নেই তা নিজেই করের থেকে অব্যাহতি পড়ার জন্য একটি ভিত্তি নয় কারণ অগত্যা কোন বিশেষ বা বিস্তৃত অর্থ রয়েছে।

পরবর্তী প্রশ্ন হল এই অনুচ্ছেদে "জমি ও ভবন" ব্যতীত অন্য সম্পত্তির অন্তর্ভুক্তি কি কেবল সম্পত্তিরই নয় বরং সম্পত্তি সম্পর্কিত কিছু ঘটনা বা ঘটনা যেমন উত্পাদন বা উত্পাদন, আমদানি বা রপ্তানি (প্রসঙ্গের সাথে প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলি উল্লেখ করার জন্য) বা অনুচ্ছেদটি কি অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে একই ধরণের কর বিবেচনা করে যা "জমি এবং ভবন" সম্পর্কিত ভারত সরকারের আইনের অধীনে ছাড়ের মধ্যে ছিল? অন্য কথায়, ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে শুধুমাত্র "জমি ও ভবন"-এর ক্ষেত্রে, অন্যান্য প্রজাতির সম্পত্তির করের ধরন এখন এমন একটিতে আনা হয়েছে যা সরাসরি এবং যা এই ধরনের সম্পত্তির নিছক মালিকানা থেকে উদ্ভূত হয় অথবা এটি কি সম্পত্তির উপর নয় বরং এটি সম্পর্কিত একটি ঘটনা বা ঘটনার উপর আরোপিত কর অন্তর্ভুক্ত করে? ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে "সম্পত্তি" সংক্রান্ত ছাড়ের বৈশিষ্ট্য তৈরি করে "জমি এবং ভবন" এর উপর প্রত্যক্ষ করের থেকে অনাক্রম্যতার সাদৃশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে বলে মনে হবে যে এটিও একটি প্রত্যক্ষ কর অন্যান্য ফর্মের সাথে সম্পর্ক

অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর মধ্যে আনার উদ্দেশ্য ছিল যে সম্পত্তি। অবশ্যই, এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্য দিকে নির্দেশ করে যথেষ্ট কারণ দ্বারা অতিবাহিত হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটেই অনুচ্ছেদ ২৮৯ এ "করাধান" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করার জন্য একটি উল্লেখ করা হয়েছিল, একটি শব্দ যা অনুচ্ছেদ ৩৬৬(২৮) এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে:

> "৩৬৬. এই সংবিধানে, যদি না প্রেক্ষাপট অন্যথায় প্রয়োজন হয়, নিম্নলিখিত অভিব্যক্তিগুলির অর্থ যথাক্রমে তাদের জন্য নির্ধারিত আছে, অর্থাৎ-
>
> (২৮) "করাধান" কোন কর বা চাপিয়ে দেওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, সাধারণ বা স্থানীয় বা বিশেষ যাই হোক না কেন, এবং সেই অনুযায়ী "কর" বোঝানো হবে।

কোন সন্দেহ নেই যে যদি এই সংজ্ঞাটি প্রয়োগ করা হয় এবং প্রতিটি "কর, শুল্ক বা ইমপোস্ট" ছাড়ের সুযোগের মধ্যে থাকত, তবে রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া দাখিলগুলি শক্তিশালী হবে। একটি সহায়ক এবং সম্পর্কিত যুক্তি তৈরি করা হয়েছিল যে "করাধান" অভিব্যক্তিটি কেবল অনুচ্ছেদ ২৮৯ এ উঠে আসে এবং যদি অনুচ্ছেদ ৩৬৬(২৮) এর সংজ্ঞা ব্যাপকতা প্রযোজ্য বলে ধরা হয় না অনুচ্ছেদ ২৮৯ এ সেই শব্দের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য, সংজ্ঞা নিজেই সম্পূর্ণ অর্থহীন চাওয়া করা হবে। এই যুক্তিগুলি বিবেচনা করার আগে কিছু বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন। এটা সত্য যে "কর প্রদান" অভিব্যক্তিটি শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) এ ঘটে তবে এটিও উল্লেখ্য যে অনুচ্ছেদ ৩৬৬ শব্দ "কর" সংজ্ঞা শারীরিকভাবে নেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ৩১১(২) থেকে। ঠিক যেমন সংবিধানের অধীনে "করাধান" শব্দটি ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এ, যেমন, ধারা ১৫৫(১) এ শুধুমাত্র একবারই দেখা যায় অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) এর সাথে সম্পর্কিত। সংজ্ঞাটি, এটি দেখা হবে, শুধুমাত্র "করাধান" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য নয়, ব্যাকরণগত ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

সেই অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য-উদাহরণস্বরূপ "কর"। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রশ্ন হল পূর্ববর্তী ইতিহাস এবং বিধানের প্রকৃতি এবং সংবিধানের অন্যান্য বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত যে প্রসঙ্গে শব্দটি ঘটেছিল সেখানে যুক্তি আছে শব্দের অর্থ বোঝার জন্য পূর্ণ প্রস্থের চেয়ে কম অর্থ যা সংজ্ঞার অধীনে এটি সক্ষম।

এই প্রসঙ্গে এটি অনুচ্ছেদ ২৮৫ এর শর্তাবলী উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যেখানে রাজ্য কর থেকে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট অনাক্রম্যতা প্রদান করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি চলে:-

> "২৮৫. (১) কেন্দ্রের সম্পত্তি, যতদূর সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করতে পারে তা ব্যতীত, একটি রাজ্য বা একটি রাজ্যের মধ্যে কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।
>
> (২) শর্ত (১) এর কোনো কিছুই, যতক্ষণ না সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় বিধান করে, কোনো রাজ্যের মধ্যে কোনো কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্রের কোনো সম্পত্তির ওপর কোনো কর আরোপ করতে বাধা দেবে না যার জন্য এই জাতীয় সম্পত্তি এই সংবিধান প্রবর্তনের অবিলম্বে দায়বদ্ধ বা দায়বদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, যতক্ষণ না সেই রাজ্যে সেই কর আরোপ করা অব্যাহত থাকে।"

এই বিধানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে প্রথমটি হল ধারা (১) -(ভারত সরকারের আইন ১৯৩৫-এর সংশ্লিষ্ট ধারা ১৫৪ (১) থেকে নেওয়া)-এ "সমস্ত" অভিব্যক্তির ব্যবহার যা অনুচ্ছেদ ২৮৯(১) এ অনুপস্থিত। এটা স্পষ্ট যে এই বৈচিত্রের সাথে কিছু তাৎপর্য সংযুক্ত করতে হবে। যদি অনুচ্ছেদ ৩৬৬(২৮) এ শব্দ "কর" এর সংজ্ঞা অনুচ্ছেদ ২৮৫ (১) তে সেই শব্দটিতে প্রয়োগ করা হয়েছে, এটা স্পষ্ট হবে যে "সমস্ত" শব্দটি সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় হবে, যেমন সংজ্ঞা নিজেই – এবং

রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে আমাদের সামনে বিরোধের আহ্বান জানানো হয় - সমস্ত এবং প্রতিটি করকে আলিঙ্গন করে। এটি পরামর্শ দেবে যে সংবিধান প্রণেতারা অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৮) তে "কর" এর সংজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা ভুল হবে না, এটি সর্বদা অর্থের সেই ব্যাপকতা নাও থাকতে পারে, যাতে এটি নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল এবং প্রয়োজন হলে "সমস্ত" শব্দটি যোগ করে এর প্রস্থের পরিপূরক হয়। অন্য বিষয় এই। যদি "কর" এর সংজ্ঞাটি অনুচ্ছেদ ২৮৫ পড়া হয় এবং অনুচ্ছেদটি আক্ষরিক অর্থে পড়লে, এটি দেখা যাবে যে সম্পত্তির মালিকানা ইউনিয়নে থাকবে বা না হোক সম্পত্তির সুবিধাজনক পেশা এবং ব্যবহার ইউনিয়নে থাকুক বা না থাকুক। অন্য কথায়, অনুচ্ছেদটির আক্ষরিক পঠন কেন্দ্রের জমির ব্যক্তিগত দখলদারের উপর কর ছাড়ের মধ্যে নিয়ে আসবে-এমনকি এই ধরনের দখলদারের উপকারী স্বার্থের উপর আরোপ করা হলেও। ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন ১৮৬৭-এর ধারা ১২৫ চলেছিল:

> "কানাডার কোন জমি বা সম্পত্তি... করের (প্রাদেশিক) জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না"।

রাজত্ব ক্রাউন ভূমির একটি ইজারাদার চারণ উদ্দেশ্যে ইজারা নেওয়ার জন্য জমিতে ইজারাদারদের আগ্রহের ক্ষেত্রে সাসকাচোয়ানের একটি আইনের অধীনে ভূমি কর নির্ধারণ করা হয়েছিল। আধিপত্য ধারা ১২৫ দ্বারা প্রদত্ত অনাক্রম্যতার মধ্যে থাকা জমির মাটিতে আরোপের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এই বিতর্ক প্রত্যাখ্যান করে ভিসকাউন্ট হ্যালডেন জুডিশিয়াল কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন:

> "..... যদিও আপীলকারীকে তার জমির দখলের ক্ষেত্রে কর আরোপ করতে চাওয়া হয়, যার ফি ক্রাউনে রয়েছে, কর আরোপকারী সংবিধির কার্যক্রম আপীলকারীদের নিজস্ব স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ।" (১)।

এই পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হল যে এই সাজানোর বিধানগুলি সর্বদা আক্ষরিকভাবে পড়া যায় না

(১) স্মিথ বনাম ভারমিলিয়ন হিলস। [১৯১৬] ২ এ সি ৫৬৯, ৫৭৪।

এবং ক্ষমতা বণ্টনের সাধারণ প্রকল্প দ্বারা প্রকাশ করা কাঠামোর উদ্দেশ্য তাদের যথাযথ নির্মাণে পৌঁছানোর জন্য মনে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রের একচেটিয়া আইনী ক্ষমতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক "বিদেশের সাথে বাণিজ্য ও বাণিজ্য", এবং এর সাথে সম্পর্কিত, "শুল্ক সীমান্ত জুড়ে আমদানি ও রপ্তানি" এবং যে শুল্ক নিয়ে আমরা এখন উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ করে শুল্ক সীমান্ত জুড়ে চলাচলের উপর আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এবং প্রশ্ন উত্থাপন করে যে এই ক্ষমতাটি কেন্দ্রের কাছে গোপন করা হয়েছে কিনা তা বিনা শুল্কে তার প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে প্রতিটি উপাদান রাষ্ট্র দ্বারা ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

রাজ্যগুলির জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলির দ্বারা আমাদের কাছে আরও একটি জমা দেওয়া হয়েছিল যার জন্য কিছু বিশদ পরীক্ষা প্রয়োজন এবং এটি অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (২)-এর প্রভাবের উপর ভিত্তি করে ছিল শর্ত (১) এর আমদানির উপর। যুক্তি ছিল এই: অবাধ্য শর্ত যা শর্ত (২) আরাম্ভগুলি ইঙ্গিত করার জন্য নেওয়া উচিত তবে সেই ধারাটির জন্য, ছাড়টি কার্যকর হবে যাতে কেন্দ্রকে বিপরীত পরিস্থিতিতে কর ধার্য করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে, অন্য কথায় যে শর্ত (২) এমনকি যেখানে রাজ্য একটি ব্যবসায়িক কার্যকলাপপে নিযুক্ত ছিল যে এটি কেন্দ্র কর থেকে অব্যাহতি দাবি করার অধিকারী হবে। তাই এটি দাখিল দেওয়া হয়েছিল যে শর্ত (২) এর বিষয়বস্তু থেকে আলো সংগ্রহ করা যেতে পারে করের প্রকারের উপর যা থেকে শর্ত (১) এর অধীনে ছাড় দেওয়া হয়েছিল বা অন্য কথায় শর্ত (১) দ্বারা আচ্ছাদিত অনাক্রম্যতার পরিধি নির্ধারণের জন্য তর্ক এগিয়ে গেল। শর্ত (২) শর্ত (১) দ্বারা প্রদত্ত কম্বল ছাড় সত্ত্বেও কেন্দ্রকে নিম্নলিখিত কর আরোপ করার অনুমতি দেয়। এই করগুলি হল: (১) রাজ্যের দ্বারা বা তার পক্ষে পরিচালিত যে কোনও ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি কর৷ একটি বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করগুলি হবে, প্রবেশের ক্ষেত্রে

ইউনিয়ন তালিকা-(ক) আয়কর (আইটেম ৮২), (খ) সম্ভবত কর্পোরেশন কর (আইটেম ৮৫) যেখানে রাষ্ট্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেশনের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে, (গ) কোম্পানির সম্পদের মূলধন মূল্যের উপর কর (আইটেম ৮৬) যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশনের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে; (২) একটি বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কর। এর মধ্যে মালবাহী শুল্ক, বিক্রয় কর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এবং এতে শুল্ক বিভাগের শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক যোগ করা হয়েছিল; (৩) এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত বা তার সাথে সংগৃহীত বা উদ্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে কর। এটা আমাদের উপর দৃঢ়ভাবে চাপ দেওয়া হয়েছিল যে কেবলমাত্র সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ কর এবং আয়ের উপর প্রত্যক্ষ কর নয়, তবে অন্যান্য ধরনের কর যা একটি বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে "সংযুক্ত কার্যকলাপ" এর সাথে আনুষঙ্গিক ছিল (এবং এটি প্রস্তাব করা হয়েছিল যে শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক এই ধরনের ছিল) রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্র দ্বারা আরোপ করা যেতে পারে এমন ক্ষেত্রে যেখানে পরেরটি ক ব্যবসা বা ব্যবসা। এটি অগত্যা অনুসরণ করে, এটিকে তাগিদ দেওয়া হয়েছিল যে, যদি এগুলি কোনও বাণিজ্য বা ব্যবসার জন্য ব্যবহার না করা হয় তবে করগুলি অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর অধীনে অব্যাহতির সুযোগের মধ্যে পড়বে। অন্য কথায়, যুক্তিটি ছিল যে যেহেতু রাজ্যগুলির উপর বা রাজ্যগুলির পক্ষে কাজ করে তাদের উপর কর আরোপ করার জন্য সংসদে একটি সীমিত ক্ষমতা ছিল এটি অগত্যা বোঝায় যে শর্ত (২) দ্বারা আচ্ছাদিত নয় এমন ক্ষেত্রে, এটি এমন ক্ষেত্রে যেখানে এটি একটি বাণিজ্য বা ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল না শর্ত (১) এর অধীনে ছাড় হিসেবে কাজ করবে।

শর্ত (২) এবং (১) এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক এবং প্রশ্নটি সঠিকভাবে তথাকথিত একটি প্রভিসো ছিল কিনা যা শর্ত (১)-এর প্রধান বিধান থেকে খোদাই করা হয়েছে এবং যা কিন্তু এই ধরনের খোদাই করার জন্য শর্ত (১) আমাদের সামনে যথেষ্ট বিতর্কের বিষয় ছিল কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে আমার দৃষ্টিতে শর্ত-(২) এর ইতিহাসের জন্য এটিকে প্রযুক্তিগত দিকটি মোকাবেলা করার প্রয়োজন নেই যা নিক্ষেপ করে

কর অব্যাহতির প্রকল্পে এর তাৎপর্য এবং স্থানের উপর যথেষ্ট আলোকপাত। ১৯২৩ সালের ইম্পেরিয়াল ইকোনমিক কনফারেন্সে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে গ্রেট ব্রিটেন, রাজত্ব এবং ভারতের সংসদগুলিকে একটি ঘোষণা প্রণয়নের জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত যে তাদের নিজ নিজ আইনের সাধারণ এবং বিশেষ বিধানগুলি কর আরোপ করার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যে কোন বাণিজ্যিক বা অনুচ্ছেদ উদ্যোগ অন্য কোন সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় সব ক্ষেত্রে যেন এটি ব্রিটিশ ক্রাউনের একটি বিষয় দ্বারা বা তার পক্ষে পরিচালিত হয়।

এই প্রস্তাটি ইংল্যান্ডের ক্রাউনের প্রতি আনুগত্য এবং তাদের সরকারী কার্যক্রমের কারণে বেশ কয়েকটি উপাদান ইউনিটের ব্যবসায়িক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি করে। এই প্রস্তাবের অনুসরণে ইম্পেরিয়াল সংসদ আইন করে ১৯২৫ সালের ফাইন্যান্স অ্যাক্টে এর ধারা ২৫ (১৫ এবং ১৬ জর্জ V, অধ্যায় ৩৬) যা উপাদান শব্দগুলিকে উদ্‌ধৃত করার জন্য পড়ে:

> "২৫. (১) যেখানে গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাইরে অবস্থিত মহামান্যের রাজত্বের যে কোনও অংশের সরকারের দ্বারা বা তার পক্ষে যে কোনও ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসা পরিচালিত হয়, সেই সরকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বা ব্যবসা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য, গ্রেট ব্রিটেন বা উত্তর আয়ারল্যান্ডে দখল করা সমস্ত সম্পত্তি এবং এর উদ্দেশ্যে গ্রেট ব্রিটেন বা উত্তর আয়ারল্যান্ডের মালিকানাধীন সমস্ত পণ্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আয়, একইভাবে দায়বদ্ধ থাকবে অনুরূপ ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন বা উত্তর আয়ারল্যান্ডে আপাতত বলবৎ থাকা সমস্ত করের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তি হবে।
>
> (২)
>
> (৩) এই ধারায় কিছুই হবে না-
>
> (ক) পূর্বোক্ত যে কোনো সরকারের অনাক্রম্যতাকে প্রভাবিত করে

এই ধারার উপ-ধারা (১) প্রযোজ্য নয় এমন কোনো আয় বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে কর আরোপ; বা

(খ)..."

সরকারী ব্যাবসা করাধান আইন, ১৯২৬ (১৯২৬ সালের আইন ৩) ভারতে অনুরূপ বিধান প্রণীত হয়েছিল। এর প্রস্তাবনাটি আবৃত্তি করা হয়েছে:

"যেহেতু বৃটিশ ভারতে আপাতত বলবৎ করা দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা সমীচীন যে, ব্রিটিশ ভারত ব্যতীত মহামান্যের রাজত্বের যে কোনো অংশের সরকারের দ্বারা বা তার পক্ষে পরিচালিত কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে। এই ধরনের সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হয়েছে:-"

অপারেটিভ বিধান ছিল ধারা ২ এবং এটি দৌড়েছে: -

"২. (১) যেখানে ব্রিটিশ ভারত ব্যতীত মহামান্যের রাজত্বের যে কোনও অংশের সরকারের দ্বারা বা তার পক্ষে কোনও ধরণের বাণিজ্য বা ব্যবসা পরিচালিত হয়, সেই সরকার বাণিজ্য বা ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং এর সাথে যুক্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, ব্রিটিশ ভারতে দখলকৃত সমস্ত সম্পত্তি এবং এর উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ভারতে মালিকানাধীন সমস্ত পণ্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আয় দায়বদ্ধ-

(ক) ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২-এর অধীনে কর আরোপ করা, একই পদ্ধতিতে এবং একই পরিমাণে একটি কোম্পানি দায়বদ্ধ হবে;

(খ) ব্রিটিশ ভারতে আপাতত বলবৎ অন্যান্য সমস্ত কর দেওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে অন্য কোনও ব্যক্তি দায়বদ্ধ থাকবেন।

২) ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২-এর অধীনে আয়কর ধার্য ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে যে কোনও সরকার যে উপ-ধারাটি প্রযোজ্য হবে তা বিবেচনা করা হবে সেই আইনের অর্থের মধ্যে একটি কোম্পানি হতে হবে এবং সেই আইনের বিধানগুলি সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে৷

(৩) এই ধারায় "মহারাজের রাজত্বের" অভিব্যক্তিতে মহামহিম-এর সুরক্ষার অধীনে থাকা বা মহামহিম-এর রাজত্বের যেকোনো অংশের সরকার কর্তৃক একটি আদেশ প্রয়োগ করা হয় এমন কোনো অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে৷

এটি দেখা হবে, একটি বিদেশী সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ব্যবসা বা ব্যবসা পরিচালনা করে বা সম্পত্তির মালিক হয় বা ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সম্পত্তি ব্যবহার করে। ১৯২৬ সাল থেকে সংঘটিত সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য আইনটি পরবর্তীকালে অভিযোজিত হয়েছে, তবে তাদের উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়। শর্ত (ক) থেকে ধারা ১৫৫ এর উপ-ধারা (১) এর ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে প্রদেশগুলির পক্ষে ১৯২৬ সালের আইনের মতো একই শর্তে অব্যাহতি কার্যকর করেছে। এই শারীরিক সংযোজনটি ভারত সরকার আইনের, সূচী ৭ দ্বারা প্রভাবিত আইনী ক্ষমতার বন্টনের কোনও উল্লেখ ছাড়াই করা হয়েছিল।

এটি এই বিধানের ঐতিহাসিক উৎস হওয়ায়, এটিকে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) অব্যাহতির সাথে সম্পর্কিত করা সহজ নয় বা এর সাহায্যের সাথে অব্যাহতি বোঝা। এই পূর্ববর্তী ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে এটি

আমার কাছে মনে হচ্ছে শর্ত (২)-এ কেন্দ্রের পক্ষে সঞ্চয়ের সুযোগ পড়া ঠিক হবে না। অনুচ্ছেদ ২৮৯ (১) এর সুযোগের প্রতিফলন হিসাবে।

আরও একটি দৃষ্টি কোণ আছে যেখান থেকে শর্ত (২) এর প্রাসঙ্গিকতা অনুচ্ছেদ ২৮৯ এর শর্ত (১) নির্মাণের সাথে পরীক্ষা করা যেতে পারে। আমি যে রাজ্যগুলিকে বিজ্ঞাপিত করেছি তাদের পক্ষে আরও গুরুতর যুক্তির মধ্যে একটি হল যে কর থেকে সম্পত্তির অব্যাহতি সম্পর্কিত অভিব্যক্তি 'কর' যদি সম্পত্তির উপর সরাসরি করের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে ছাড়টি অর্থহীন হবে, যেমন কর কেন্দ্র দ্বারা আরোপ করা যাবে না। এখন, আমাকে অনুচ্ছেদ ২৮৯ (২) এ উল্লেখিত কর নিতে দিন। তারা, উদাহরণস্বরূপ, "এই ধরনের বাণিজ্য বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা দখলকৃত সম্পত্তির উপর কর" অন্তর্ভুক্ত করে। সম্পত্তির ব্যবহার বা সম্পত্তির উপর একটি কর যা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দখল করা হয়েছে তা স্পষ্টতই সম্পত্তির উপর একটি প্রত্যক্ষ কর হবে যা ভারত সরকারের আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং সংবিধানের অধীনে সংসদ আরোপ করতে অযোগ্য। এটি রাজ্যগুলির বিরোধিতা নয় যে কেন্দ্রের দখল বা সম্পত্তির ব্যবহারে কর ধার্য করার ক্ষমতা রয়েছে যেখানে এটি ব্যবসা বা ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত। এটি অন্তত দেখাবে যে শর্ত (২) থেকে এটি বোঝানো ন্যায়সঙ্গত নয় তবে সেই বিধানের জন্য সংসদ এই জাতীয় কর আরোপের অধিকারী হবে। অনুরোধ করা অন্যান্য মত আমাদের লর্ড প্রধান বিচারপতির মতামত মোকাবেলা করা হয়েছে এবং আমি একই স্থল আবরণ প্রস্তাব দিইনা। আমি এই বিবেচনায় একমত যে এই আদালতের মতামতের জন্য যে প্রশ্নগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির উত্তর দেওয়া উচিত কারণ সেগুলি প্রধান বিচারপতি দিয়েছেন৷

আদালত কর্তৃক: সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক।

সেই অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।